আসিতে বাধ্য হন; সুতরাং সরমাও পিতা মাতার সহিত তথায় গমন করেন। সরমা যখন গয়া গমন করেন, তখন তাঁহার দুইটী সন্তান;—পঞ্চদশবর্ষীয় এক পুত্র ও ছয়মাসের এক কন্যা। এই কন্যারই নাম এখন মহিমা।

গয়া আগমনের ২ বৎসর মধ্যেই সরমার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন সরমা একাকিনী; নিঃসহায়া হইয়া স্বামীকে একখানি পত্র লিখেন। সরমার পত্র প্রাপ্তে প্রথমতঃ হরিশ্চন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, এ কেবল চাতুরী; তাঁহাকে লইয়া যাইবার অভিসন্ধি। হরিশ্চন্দ্র ঠকিবার পাত্রই নন; তিনি কখনও টাকার চুক্তি না করিয়া—অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আগামী বায়না না লইয়া শ্বশুরবাটী পদার্পণ করেন না। এখন তিনি কি কেবল সরমার একখানি পত্রের খাতিরে এত টাকা লোকসান দিতে রাজি হইতে পারেন?

পিতামাতার মৃত্যুর পর সরমার কষ্টের অবধি রহিল না। পিতার অল্প যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহাতেই অতি ক্লেশে পুত্রকন্যা-সহ দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিল; তখন সরমা অনন্যোপায় হইয়া তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীকে পত্র দিতে থাকেন, কিন্তু কোন উত্তর পান না। পরিশেষে হতভাগিনীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইল। ১৮৯৬ সালে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল। আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; ধনি-ভিন্ন অন্যান্য লোকের জীবন ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কলেরায় অসংখ্য লোক মারা যাইতেছে। এমন সময় যাহার যেখানে দুই পয়সা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি সেই স্থানেই গমন করিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র কুলীনসন্তান; তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ সচ্ছল নয়, সুতরাং তিনিই বা এখন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন কি প্রকারে? বাঙ্গালা দেশে বড় কিছু সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখন একবার গয়াতে সরমার পিতৃভবনে পদধূলি প্রদান করিবেন স্থির করিলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীর নামে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের সার মর্ম্ম এই—

"কল্যাণবরেষু—

তোমার অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি একবার গয়া যাইতে ইচ্ছা করি; তোমার পিতাকে বলিয়া আমার পাথেয় ২৫ টাকা পাঠাইয়া দিবে। টাকা প্রাপ্তিমাত্র আমি রওনা হইব। আর আমার বিশেষ কিছু টাকার আবশ্যক আছে; তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া আরও ২৫ টাকা পাঠাইয়া দিবে। নচেৎ যাওয়া না হইলেও না হইতে পারে। আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সরমা নীরবে

দুই এক ফোঁটা অশ্রুপাত করিলেন। তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহার স্বামীর আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার আর এক চিন্তা হইল—"৫০৲ টাকা কোথায় পাই যে পাঠাইয়া দিই।" রন্ধনকার্য্যে তিনি মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন; তাহার মধ্যে দুইটী সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে হয়। সমস্ত খরচ খরচা চালাইয়া সরমার নিকট ৩০৲ টাকা মাত্র জমা ছিল; বাকী ২০৲ টাকার জোগাড় করিতে হইবে। অসময়ের জন্য তিনি ৪টী স্বর্ণের মাকড়ী রাখিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ করিলেন। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সরমা আজি পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পতির শ্রীচরণ দর্শন-লালসায় তাঁহাকে পঞ্চাশৎ টাকা প্রেরণ করিলেন। সরমা চিন্তা করিলেন যে, তিনি একবার আসিলে স্বচক্ষে পুত্রকন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাইতে পারিবেন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে একটু দয়া হইতে পারে। পুত্র কন্যারও একটা সদুপায় হইতে পারিবে।

হরিশ্চন্দ্র মণিঅর্ডার প্রাপ্ত হইয়া যথা-সময়ে গয়াধামে পৌঁছিলেন। সরমার মুখের উপর একটু আনন্দের জ্যোতি প্রতিফলিত হইল; মেঘাবৃত আকাশে যেন দিবাকরের প্রখর রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগিনী জানেন না যে ক্ষণেকের হাসি ক্ষণেকে বিলীন হইয়া যাইবে। পুত্রও আজি পিতাকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গয়া পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পর হইতেই হরিশ্চন্দ্রের ভেদবমি আরম্ভ হয়; তিনি যশোর হইতেই কলেরার বিষ লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরমা শরীর পাত করিয়া এবং অগণিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াও স্বামীকে যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। হতভাগিনীর শরীরেও ওলাউঠা বিষ সংক্রামিত হইল; তিনিও পুত্রকন্যাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পতির অনুগমন করিলেন। ইহার পর মহিমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।

সুরেশ ফলমূল আহার করিলে পর, মহিমা তাঁহাকে লইয়া হরেরাম বাবাজীর গুহায় গমন করিলেন।

"সন্ন্যাসি-আশীষে সিদ্ধ হবে মনোরথ,
হেন আশা পোষি হৃদে চলেন সুরেশ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

অধম বাঙ্গালী।*

(১)

কর বঙ্গবাসিগণ প্রতিজ্ঞা পালন।
চারিদিকে এ কাহারা
করেছে পাহারা খাড়া,
বঙ্গ হ'তে দেশী বস্ত্র করিতে বর্জ্জন?
এই বেলা কর সবে প্রতিজ্ঞা পালন।

(২)

সবে জানে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল অলস;
ডাল খায়, ভাত খায়,
গৃহ কোণে নিদ্রা যায়,
বন্ধুবান্ধবেরো কভু নাহি হয় বশ।

(৩)

এক মুখে শত বার শত কথা কয়;
করিছে প্রতিজ্ঞা বড়,
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে দড়,
বাঙ্গালীর পেটে কথা থাকিবার নয়।

(৪)

এই বার এই বার বঙ্গবাসিগণ!
দেখাও বীরের মত
হৃদয়ের বল যত,
করিয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা পালন।

(৫)

বিষ বলি ত্যজিয়াছ বিদেশী জিনিস,
দেখিও কাহারো ভয়ে
আবার তুলিয়ে নিয়ে
মাখিও না অঙ্গে আর পরিত্যক্ত বিষ।

(৬)

প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছ ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
"বিদেশী জিনিস আর
করিব না ব্যবহার,"
এখনি ভুলিলে তাহা কর্ত্তব্য পাসরি?

(৭)

ভয়ানক কুসংবাদ শুনি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলি,
বিদেশী জিনিসগুলি,
কিনিতেছ সস্তা বলি প্রফুল্লবদনে।

(৮)

ছিছি! বঙ্গবাসী ধিক্ পশুর অধম;
পর-পদে অবনত,
জীবনে মরার মত,
বল শক্তি নাই, নাই সরম ভরম।

(৯)

এমন কর্ত্তব্য-হীন জড়ের মুরতি—
হীন জাতি কোথা নাই,
তাই বড় ভয় পাই—
খণ্ডন বা নাহি হয় মায়ের দুর্গতি।

(১০)

হায়! যদি আট কোটি বঙ্গসুত-দল
বিদেশী জিনিস আর,
না করিত ব্যবহার,
বঙ্গোদ্ধার আশা প্রাণে হইত প্রবল।

* বঙ্গবাসিগণ সস্তা বলিয়া পুনরায় বিলাতী জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে এই কবিতা লিখিত।

(১১)
হায়! কুসন্তানগণ একত্র হইয়া
মায়ের বন্ধন দড়ি
দিল আরো দৃঢ় করি,
সুগভীর পঙ্কে মাতা পড়িল ডুবিয়া।

(১২)
হায়রে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট অধম বাঙ্গালী!
এই না সে দিন সবে
বন্দে মাতরম্ রবে
বন্দিয়াছ মায়ে স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ বলি?

(১৩)
ওহে ছাত্রগণ! কোথা তোমাদের পণ?
বর্ষণবিহীন তাই,
গর্জ্জন শুনিতে পাই,
অনেকেই করিতেছ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।

(১৪)
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পাপ বড় সুকঠিন,
এই পাপে জর জর
হলে সব নারী নর—
হতভাগ্য দেশবাসী শ্রীহীন মলিন।

(১৫)
হায়! মা জননি বঙ্গ ভগ্ন অঙ্গ নিয়ে
কাটিবে জীবন তোর,
দুঃখের না হবে ওর,
বাঙ্গালী নীরবে রবে আসামী সাজিয়ে?

(১৬)
বৃথা পুত্র ধরি গর্ভে পুত্রবতী নাম
ধরিয়াছ বঙ্গভুমি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল চুমি,
কারাবাসে চিরকাল লভিবে বিশ্রাম।

(১৭)
অধম বাঙ্গালী হও এখনো জাগ্রত,
কালনিদ্রা পরিহরি
জাগ জাগ ত্বরা করি,
প্রাণপণে সাধ সবে দেশ-হিত-ব্রত।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

ডাক্তার বার্ণাডো।*

একজন পরোপকারী মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে ইংলণ্ডের—বিশেষতঃ লণ্ডন সহরের সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে। নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বার্ণাডো বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর জীবনী আলোচনা করিতে হইলে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরের রাজপথের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। সেই সময়ে প্রধান প্রধান রাজপথে অনশনে শীর্ণদেহ, ছিন্ন-বস্ত্রপরিহিত, নগ্নপদে পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণ দিয়াশালাই বাক্স ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য ফেরী করিয়া বেড়াইত। লণ্ডন

* ঢাকা মহিলা সমিতির জনৈক মহিলাকর্ত্তৃক লিখিত।

নগরের রাজপথে, পাঁচ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ-বয়স্ক, এইরূপ শত শত বালক বালিকাকে অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। লণ্ডনের এই শোচনীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও, ডাক্তার বার্ণাডোর আজীবন চেষ্টার ফলে, অনেক পরিমাণে যে ইহা দূরীভূত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; তিনি সাহস, অধ্যবসায়, ও উৎসাহের গুণে নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জীবিকার সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অপর ব্যক্তিরাও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বার্ণাডোর কার্য্যের সূচনা অতি বিস্ময়কর। যুবা বয়সে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া চীন দেশে চিকিৎসকরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে অধ্যয়নকালে, তিনি সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যার সময়, রাজপথ হইতে আশ্রয়হীন বালকদিগকে, কোনও পরিত্যক্ত গাধার আস্তাবলে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এক দিন উপদেশান্তে, একটী বালক ঐ আস্তাবলেই সেই শীতকালের রাত্রি যাপনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। বালকের এই প্রার্থনায় বার্ণাডো আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই দশ বৎসরের বালক নিরাশ্রয়। প্রথমতঃ বালকের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। তিনি জানিতেন, লণ্ডন নগরে অনেক হীনাবস্থাপন্ন বালক বালিকা আছে, কিন্তু একেবারে এইরূপ গৃহশূন্য ও অভিভাবকশূন্য যে কেহ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং তিনি বালককে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাহার ন্যায় অসহায় নিরাশ্রয় আরও শত শত বালক লণ্ডন সহরে আছে। বালকের বৃত্তান্ত কত দূর সত্য, ইহা স্থির করিবার জন্য সহরের যে সব স্থানে নিরাশ্রয় বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বালকটীকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহরে বাহির হইলেন। সহরের নানা স্থান ঘুরিয়া, অবশেষে এক অতি সঙ্কীর্ণ অপরিচিত স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, ৯ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের কতকগুলি বালক এই শীতকালের রাত্রিতে অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং লণ্ডন সহরের নিরাশ্রয় বালকদিগের উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

কিছুদিন পরে, সাধারণের অবগতির জন্য এক প্রকাশ্য সভায়, উল্লিখিত ঘটনাটী বিবৃত করিলেন, এবং তৎকালীন

সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইল। উহা পাঠ করিয়া, পরদুঃখকাতর, লর্ড স্যাফ্‌টস্‌বারী, ডাক্তার বার্ণাডোর নিকট হইতে সমুদায় ঘটনা জানিবার জন্য, তাঁহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহা অতিরঞ্জিত মনে করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে, লর্ড স্যাফ্‌টস্‌বারী প্রস্তাব করিলেন যে ডাক্তার বার্ণাডোর সহিত তাঁহারা সকলে স্বচক্ষে সহরের পূর্ব্বপ্রান্ত (ইষ্ট এণ্ড) দেখিয়া আসিলে সকল সংশয় দূর হইবে। তাঁহারা প্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ডাক্তার বার্ণাডো-সহিত একটী বালকও দেখিতে পাইলেন না। পার্শ্বস্থ একজন পাহারাওয়ালার পরামর্শ অনুসারে "অনাথ বালকদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ বিতরণ করা যাইবে" এই কথা প্রচার করিয়া দিলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায়, প্রায় ৭০টী বালক, কাষ্ঠনির্ম্মিত পিপার ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া, রাস্তার আলোকস্তম্ভের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বচক্ষে বালকদিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লর্ড স্যাফ্‌টস্‌বারী ও অপর একজন সদাশয় ব্যক্তি, ডাক্তার বার্ণাডোকে অর্থ দ্বারা, তাঁহার ব্রতসাধনের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে, ইষ্ট এণ্ডের মধ্যভাগে ২৫টী বালক আশ্রয় পাইতে পারে, এইরূপ একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বহস্তে আবশ্যক সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই গৃহকে বাসোপযোগী করিলেন। অল্পকালের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, সেই গৃহে স্থানাভাব হইল। তখন তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহে আশ্রয় দিলেন।

৪০ বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০ যাটি হাজার বালক বালিকা বার্ণাডোর আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। তাহারা যে কেবল তাঁহার আশ্রয়ে দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা রীতিমত নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া জনসমাজে যথাশক্তি নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৬,৮০০ বালক ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজ উপনিবেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে এবং কেহ কেহ আশাতীতরূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ডাক্তার বার্ণাডোর এই কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি, যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও শিক্ষার অভাবে যাহারা সমাজের অশেষ অহিত সাধন করিত, তাহারাই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সুখে জীবন কাটাইতেছে।*

শ্রীহে, ল, ব।

---

* উল্লিখিত জীবনচরিতে আমাদের শিক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় গূঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা ইহাতে দেখিতে পাই যে,

দ্বিগর্ভ প্রাণী।



জন্তুদিগের শাবকসকলের রক্ষণ ও পালন জন্য বিধাতা কত উপায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য ও তাঁহার করুণায় অভিভূত হইতে হয়। পশু-

কর্ত্তব্যেরও ইতর বিশেষ আছে। ডাঃ বার্ণাডোর প্রথমতঃ চীন দেশে যাইয়া চিকিৎসাদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার সংকল্প হইল। তাঁহার এই সংকল্প পর-হিতৈষণা প্রবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যখন স্বদেশেই মাতৃপিতৃ-হীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের দুর্গতি বিদূরিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই দ্বিতীয় সংকল্পও পর-হিতৈষণা-প্রণোদিত। কিন্তু দূরে কার্য্যক্ষেত্র অন্বেষণ অপেক্ষা সম্মুখে ঈশ্বর যে কার্য্যক্ষেত্র উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে খাটাই স্বাভাবিক, প্রত্যুত তাহা পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের ইঙ্গিত উপেক্ষা করা হইত এবং তাহার ফলাফল কি হইত কে জানে? দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী স্থির করাকে মূলনীতির যথাপ্রয়োগ (application of moral principle) বলে। শুভবুদ্ধিদাতা ঈশ্বর এরূপ বিষয়ে বিশ্বাসী মনুষ্যকে বুঝিবার ক্ষমতা দেন।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ কর্ত্তব্যকার্য্যে হস্ত প্রদান করিলে আপনার সুখ দুঃখের জমা খরচ করিতে পারে না—তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া নির্ভীকচিত্তে কার্য্য করিয়া যায়। যাহার নিজের সুখ দুঃখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং যে নিজের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারে না, সে কখনও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয়তঃ কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইলে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না, সে হিসাব করিবার তাহার অবসর থাকে না। সে একাগ্রচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। "সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বিশ্বাস সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে তাহাকে শক্তি প্রদান করিতে থাকে এবং যতই সেই কর্ত্তব্য-পথে সে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উত্তরোত্তর তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে সে পরিণামে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে।

চ, কি, মুখার্জি।

মাতারা শাবকদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া ও যথাকালে প্রসব করিয়া নিষ্কৃতি পায় না। শাবকগণ যতদিন বয়স্ক ও আত্ম রক্ষণক্ষম না হয়, ততদিন অনেক জননীকে তাহাদিগের ভার বহিতে হয়। বিড়ালমাতারা মুখে করিয়া সন্তানসকলকে বহন করে, সকলেই দেখিয়াছেন। বানরীরা শাবকদিগকে বুকে ধরিয়া এ গাছ হইতে ও গাছে লম্ফ দিয়া বেড়ায় এবং অবলীলাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণ কার্য্য সম্পন্ন করে। অনেক জন্তুমাতা সন্তানদিগকে মস্তকে বা পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। কিন্তু সন্তান-প্রসবের পর আর একটী বাহিরের গর্ভ-স্থলীতে সন্তান রক্ষা করা দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই উপায়ে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ঃ—(১) শাবকদের যে কিছু পোষণ প্রথম গর্ভে অবশিষ্ট থাকে, তাহা এখানে হয়; (২) তাহারা ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া এমন নিরাপদে থাকে যে, শত্রুর দৃষ্টিগোচর হয় না; (৩) ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহারা সময় সময় শীতাতপ হইতে রক্ষা পায়; (৪) ইহার মধ্যে থাকিয়া মাতার কোলে বসিয়া তাহারা নানাস্থান ভ্রমণ করে; (৫) ইহা শাবকদের একটী ক্রীড়া, আরাম ও আমোদের স্থান।

দ্বিগর্ভ প্রাণীর মধ্যে কাঙ্গারু অতি প্রসিদ্ধ এবং তাহারই ছবি প্রথমে দেওয়া গেল। এরূপ জন্তুর অস্তিত্ব ইউরোপীয় জাতিদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ভূ-প্রদক্ষিণকারী কাপ্তেন কুক যখন জাহাজ সংস্কারার্থ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব অংশে অবস্থান করেন, তখন জাহাজস্থ লোকে এই অপূর্ব্ব জন্তু দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়। কাপ্তেনের ভ্রমণবৃত্তান্তের ১৭৭০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। "অদ্য গোর সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির হন এবং যে জন্তুর বিষয়ে আমরা এত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাহারই একটী বধ করেন। দেশীয় লোকেরা ইহাকে কাঙ্গারু বলে।" কাপ্তেন কুক স্বদেশে ইহার চর্ম্ম লইয়া আসেন। পণ্ডিত জুবার আমেরিকার আপোসম (opossum) জাতির সহিত ইহার অধিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাহার "স্তন্যপায়ি-বৃত্তান্ত" পুস্তকে ইহাকে দ্বিগর্ভ শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া (Didilphis gigantea) "বৃহৎ দ্বিগর্ভ" নামে অভিহিত করেন। ১৭৯১ সালে ডাক্তার সা ইহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের দীর্ঘতা একটী বিশেষ লক্ষণ স্থির করিয়া ইহার নাম (macropus) দীর্ঘজানু দেন, তদবধি ইহা (macropus giganteus) বৃহৎ-দীর্ঘজানু এই নামে পরিচিত। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাঙ্গারু জাতীয় অনেক জন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও ইহার সন্নিহিত দ্বীপসমূহে বাস করে।

কাঙ্গারু জাতির পদ, দন্ত ও অন্যান্য অঙ্গের গঠনের বৈলক্ষণ্যে দ্বিগর্ভ অন্যান্য প্রাণী হইতে ইহার পার্থক্য সহজে বুঝা যায়। ইহাদের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, বৃহৎ

মেষ হইতে খরগোষের মত ক্ষুদ্র। শরীরের তুলনায় মস্তক ছোট এবং তাহা প্রদীপের মত সূচলো। স্কন্ধ ও সম্মুখের পদদ্বয়ের বিকাশ অসম্পূর্ণ, এই জন্য ইহারা চারি পায় চলিলে দেখিতে কিম্ভুত কিমাকার। আহারের সময় এইরূপেই চলে। পশ্চাতের পদদ্বয় যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলশালী। দ্রুত চলিতে হইলে ইহারা লম্ফ দিয়া যায়, তখন হাতাদ্বয় সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে এবং পশ্চাতের লম্বা, দৃঢ় ও ক্রমশঃ ক্ষীণ লাঙ্গুল দ্বারা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা পায়। লাফাইবার সময় লাঙ্গুল পশ্চাতে ভূমির সহিত সমান্তরাল থাকে। কাঙ্গারু যখন চলে না, তখন পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুলে ভর দিয়া যেন ত্রিপদের উপর বসিয়া থাকে; হাতা দুটী সম্মুখে ঝুলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থানকালে তাহাদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির কার্য্য ভালরূপে চলে এবং তাহারা শত্রুর আগমন বুঝিতে পারিলে দীর্ঘ লম্ফ দিতে দিতে পলাইয়া যায়। প্রত্যেক হাতায় ৫টী অঙ্গুলী ও তাহাতে নখর আছে। পশ্চাতের পায়ের পাতার গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে ৪টী অঙ্গুলী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাই এবং তাহা খুব লম্বা ও সরু। বস্তুতঃ তাহা নখরবিশিষ্ট মোটা অঙ্গুলীর ন্যায়; তাহার গাত্রে যে ছোট ছোট অঙ্গুলী, তদ্দ্বারা গাত্র কণ্ডূয়ন মাত্র হয়, গতিক্রিয়ার সাহায্য হয় না।

কাঙ্গারুর ছেদক দন্ত, শ্বদন্ত, কসের কসের [illegible] সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪টী। ছেদক দন্তদ্বারা ইহারা খাদ্য তৃণশস্যাদি কর্ত্তন করে এবং কসের দাঁতে চিবাইয়া খায়।

ইহাদের মেরুদণ্ড ২৮ খানি অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন দীর্ঘতানুসারে লাঙ্গুলে ২১ হইতে ২৫ খানি অস্থি থাকে। ইহাদের কণ্ঠাহাড় ও হাতার নীচের হাড় দুখানি বেশ বিকাশপ্রাপ্ত, তদ্দ্বারা হাতার সঞ্চালনক্রিয়া দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়। উদরগহ্বরে দ্বিতীয় গর্ভস্থলীর উপযোগী অস্থিকোষ আছে। জানুর হাড় ছোট এবং পায়ের গোছার হাড় দুখানি লম্বা ও শক্ত।

উদর বৃহদাকৃতি এবং জটিলগঠন; মানুষের বৃহৎ অন্ত্রের ন্যায় লম্বা লম্বা মাংসপেশী দ্বারা জড়িত। আহারনালী (Alimentary Canal) দীর্ঘ এবং উদরে চামড়া ভাঁজিয়া যে থলী নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ৪টী স্তন পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। শাবকসকল ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ আকারে জন্মে, এই জন্য প্রসব মাত্র তাহাদিগকে এই দ্বিতীয় গর্ভে রাখিতে হয় এবং সেখানে তাহারা বৰ্দ্ধিত হয়। বড় কাঙ্গারুর বাচ্চাও প্রসবকালে এক বুরুলের অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গর্ভে গিয়া শাবক স্তনাগ্রভাগে মুখ সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে এক দৃঢ় মাংসপেশীর পেষণে দুগ্ধধারা উদর-গহ্বরে পিচকারীর ধারার মত আসিয়া পড়ে। এই সময়ে তাহাদের শ্বাসযন্ত্র এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে, মুখ ও

কণ্ঠনালী-নিরপেক্ষ হইয়া বাহিরের বাতাসের সহিত তাহার যোগ থাকে। ইহাতে কণ্ঠনালীতে দুগ্ধ যাইবার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার বিপদ ঘটে না। অন্ধ, অনাবৃতদেহ এবং নিরাশ্রয় শাবকেরা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। শাবকেরা যখন বড় হইয়া চলিতে ও খাইতে শিখে, তখনও সময় সময় এই দ্বিতীয় মাতৃগর্ভ তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়।

কাঙ্গারুরা উদ্ভিদ্-ভোজী—তৃণ ও সর্ব্ব-প্রকার শাকসবজী খায়, ক্ষুদ্র জাতি মূল ভক্ষণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু ও নিরীহ, কিন্তু বৃহৎ জাতীয়েরা উৎপীড়িত হইলে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করে। তাহারা একটা কুকুরকে সম্মুখের হাতাদ্বারা জড়াইয়া পার ধারাল নখরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই সংগ্রামকালে ইহারা বৃহৎ লাঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়। অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া প্রভৃতি দ্বীপে হরিণ জাতির অভাব, কিন্তু কাঙ্গারু দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। নিউগিনি দ্বীপেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখা যায়, কিন্তু তদূর্দ্ধে আর দৃষ্ট হয় না। আজি কালি অষ্ট্রেলিয়ায় পশুপালন জন্য ঘাসের বড় প্রয়োজন। কাঙ্গারুরা ঘাস খাইয়া ফেলে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে মারিতেছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি দেখা যায়।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে পাটা-গোনিয়া পর্য্যন্ত দ্বিগর্ভ জাতীয় পশু দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহাদের পশ্চাৎ পদের পঞ্চ অঙ্গুলি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত এবং দন্ত-সংখ্যা ৫০টী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ নাম অপোসম। ইহারা ক্ষুদ্রা-কৃতি জন্তু, ইঁদুর হইতে বড় বিড়ালের আকারের দেখা যায়। নাসিকা, কর্ণ ও লাঙ্গুল দীর্ঘ। লাঙ্গুল এত দীর্ঘ হয় যে, তাহা দ্বারা বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাদি জড়াইয়া ধরিতে পারে। পশ্চাৎ পদে পঞ্চাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলীগুলির বিপরীতে থাকাতে তাহা দ্বারা হস্তের কার্য্য হয়। পার আঙ্গুলে নখ বা নখর নাই, তাহা গদির ন্যায়, ইহাতে বৃক্ষারোহণ কার্য্যের সুবিধা হয়। সম্মুখের পদদ্বয়ের অঙ্গুলীতে ধারাল নখর আছে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তত বিপরীত নয়। ইহারা কীটভুক্। ইহাদের বহু দন্ত ও তাহা তীক্ষ্ণাগ্র থাকাতে শীঘ্র কীট সকল ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

অপোসমদের দুই প্রধান জাতি—(১) ডিডেলফিস ও (২) য়াপক। শেষোক্ত-দের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাহাদের পদাঙ্গুলী হংসের পায়ের মত চামড়া দিয়া যোড়া এবং গায় কাটবিড়ালীর মত ডোরা ডোরা দাগ। ইহারা জলচর; মৎস্য চিংড়ী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। গোয়াটিমালা হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত ইহাদের বাস ও বিচরণ-স্থান।

ডিডেলফিস জাতির অনেক উপজাতি আছে, তন্মধ্যে বার্জিনীয় অপোসম অধিক প্রসিদ্ধ। বার্জিনীয়া ও সম-মণ্ডলের

অন্যান্য দেশে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়। নগরে রাত্রিকালে ইহারা ময়লা পরিষ্কারের কার্য্য করে এবং দিনের বেলা ঘরের ছাদ বা নর্দ্দমায় লুকাইয়া থাকে। বসন্তকালে একবারে ৬টী হইতে ১৬টী বাচ্চা হয়। প্রসবান্তে কাঙ্গারু-ছানার ন্যায় ইহারাও মাতার দ্বিতীয় গর্ভে দুই সপ্তাহ বা ততোধিক কাল থাকে, তাহাতেই শরীরের বিকাশ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। আর এক জাতির নাম কর্কটভুক্, তাহারা কাঁকড়া ধরিয়া খায়।



উপরে যে অপোসমের ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় জাতির এক উপজাতি। ইহাদের নাম মেটাকিরস অপোসম এবং ইহারা আমেরিকার উষ্ণ-প্রধান স্থানে বাস করে। ইহাদের আকৃতি মধ্যম; লোম খাট ও ঘন; লাঙ্গুল সুদীর্ঘ, রোমহীন ও আঁসযুক্ত। ইহাদের সন্তান বহনের দ্বিতীয় গর্ভস্থলী নাই, বিধাতা এই জন্য তাহার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের শাবকেরা মাতার পৃষ্ঠে চড়িয়া যায়। এই কার্য্য সুন্দররূপে সংসাধন জন্য শাবকদের দীর্ঘ লাঙ্গুল মাতার লাঙ্গুলে জড়াইয়া লয়, তাহাতে তাহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। উপরের ছবিতে দেখ কতগুলি ছানা পিঠে লইয়া মাতা দৌড়িতেছে। লর্ড ডার্বির নামে এই জাতিকে ডার্বিয়ান অপোসমও বলে।

মেক্‌সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর অপোসম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি ইন্দুরের মত, কিন্তু রঙ গাঢ় লাল। ইহাদের মধ্যে ত্রিরেখাঙ্কিত এক শ্রেণী আছে, তাহাদের রঙ লাল্‌চে, এবং গায় তিনটী সুস্পষ্ট কাল রেখা। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং লোমশ।

প্রার্থনা।

পীত্বা প্রমোহমদিরামতিনির্ভরেণ
মগ্নং বিঘূর্ণিতমতিং নরকার্ণবে মাং।
হে নাথ হে পতিতপাবন দীনবন্ধো!
ত্রায়েত কো যদি ন পাপিনি তে কৃপা স্যাৎ ॥১॥

মোহ-মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া আমি উদ্ভ্রান্তচিত্ত এবং নরক-সাগরে নিমগ্ন। হে নাথ! হে পতিতপাবন! হে দীনবন্ধু! এ পাপিষ্ঠে যদি তোমার দয়া না হয়, তবে আমাকে কে ত্রাণ করিবে? ।১।

হে নাথ! শৌনিককরেণ পশুং যথৈব
কামাদিভির্দিননিশং বত ভিদ্যমানম্।
প্রেমামৃতৈর্যদি ন জীবয়সে মৃতং মাং
ব্যর্থং তদা পতিতপাবন-নাম ধৎসে ॥২॥

কসাই যেমন পশু-দেহকে খণ্ড খণ্ড করে, কামাদি রিপুরা তেমনি আমাকে অহোরাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। হে নাথ! যদি এ মৃত সন্তানকে অমৃতদানে জীবিত না কর, তবে তুমি 'পতিতপাবন' নাম বৃথাই ধারণ কর ।২।

ব্যালী সুতীক্ষ্ণগরলা সরলেব কান্তা
কণ্ঠে ধৃতা বত ময়া পরমাদরেণ।
তদ্দংশনাজ্জ্বলতি মে সকলোঽন্তরাত্মা
হে দেব হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ ॥৩॥

সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পীকে (১) আমি সরলা কান্তা ভাবিয়া পরমাদরে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। তাহার দংশনে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জ্বলিতেছে। হে দেব! হে পতিতপাবন! রক্ষ রক্ষ।৩।

(১) 'সুতীক্ষ্ণগরলা কালসর্পী'—শঠাময়ী সংসার-মায়া।

আদায় পূর্ব্বমতিমোহনরূপরাশিং
তৈস্তৈশ্চ মাং কপটকার্য্যশতৈঃ প্রলোভ্য।
প্রাক্ষিপ্য কালবদনেঽদ্য তৃষাপিশাচী
নৃত্যত্যহো বিকটদন্তকরালহাস্যা ॥৪॥

কুহকিনী তৃষ্ণা-পিশাচী প্রথমে সম্মোহন রূপরাশি ধারণ করিয়া আমার কাছে আসিল; সেই সেই শত শত মায়াজালে আমাকে প্রলোভিত করিল। অহো! সে আজি আমাকে কৃতান্ত-মুখে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ দেখ! করাল দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য করিতেছে! ।৪।

ওতুঃ প্রধাবতি যথামিষমেব ভূয়ঃ
সন্তাড়িতোঽপি সুভৃশং শতশঃ প্রহারৈঃ।
শোকপ্রহারশতজর্জ্জরিতোঽপি ভূয়ঃ
কামেষু সজ্জতি মতির্বদ কা গতির্মে ॥৫॥

বিড়াল যেমন বারবার নিদারুণ প্রহার খাইয়াও, সেই উচ্ছিষ্ট আমিষেই ধাবিত হয়, তেমনি শত শত শোক-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও এই পাপ মন সেই বিষয়-রসেই ধাবিত হইতেছে। হে নাথ! বল! আমার কি গতি হইবে ।৫।

কুর্ব্বন্নবস্তুনি সদা পরমার্থবুদ্ধিং
হালাহলাধিকবিষজ্বলিতোঽস্মি নাথ!
উন্মীলয়াদ্য নয়নং পরমার্থদর্শি
দুঃখানলস্য সকলস্য নিবারি বারি ॥৬॥

হে নাথ! এতদিন অপদার্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া এক্ষণে যে বিষানলে জ্বলিতেছি, তাহার নিকট কালকূটের জ্বালাও তুচ্ছ। যাহাতে পরমার্থ-দর্শন হয়, এবং যাহা সকল দুঃখানলের শান্তি-

বারি, আমার সেই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর ।৬।

যত্রৈব ধাবতি বিভো ! পথি পাতকানাং
মোহেন জীবনিবহো বিবশীকৃতাত্মা।
প্রেম্ণা প্রসারিতকরঃ খলু তস্য মুক্ত্যৈ
তৎপৃষ্ঠতস্ত্বমপি ধাবসি গূঢ়রূপঃ ॥৭॥

হে বিভো ! মোহবশে বিবশ হইয়া যে জীব যখনি পাপ-পথে ধাবিত হয়, তুমিও তখনি প্রেমভরে বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার মুক্তির জন্ম গূঢ়ভাবে পশ্চাৎ গমন কর ।৭।

স্নেহোঽধিকোঽধমসুতে স্বত এব মাতুঃ
যত্নোঽধিকশ্চ ভিষজোঽধিকপীড়িতেষু।
মাতা ত্বমেব জগতাং চ মহেশ ! বৈদ্যঃ
সর্ব্বাধমাতুরসুতং কিমিমং জহাসি ॥৮॥

মার স্নেহ, অধম পুত্রেই স্বভাবতঃ অধিক ; বৈদ্যের যত্ন অধিক পীড়িতেই স্বভাবতঃ অধিক। হে মহেশ ! তুমিই ব্রহ্মাণ্ডের মাতা, তুমিই বৈদ্য। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত ; এ সন্তানকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ ? ।৮।

সর্ব্বাসু দিক্ষু সততং করুণা তবৈব
দেদীপ্যতে নভসি নক্ষত্রোড়ুরাজিঃ।
পশ্যামি হন্ত ন তথাপি বিবেকমূঢ়ঃ
কো বাস্তি পাতকিতমো ভুবি মাদৃশোঽন্যঃ ।৯।

নৈশ আকাশে তারকাপুঞ্জের ন্যায়, সর্ব্বত্র সকল দিকেই তোমারি করুণা নিয়ত দেদীপ্যমান ; হায় ! তথাপি এ মোহান্ধ পামর তাহা দেখিতে পায় না। অহো ! জগতে মাদৃশ অধমতম পাতকী আর কে আছে ? ।৯।

সংসেবতামখিলতীর্থমশেষশাস্ত্রং
লোকঃ শৃণোতু সকলাংশ্চ গুরূপদেশান্।
তাবৎ ন মূঢ়তম এব ভবে চিদাত্মন্।
যাবন্ন তে পততি তত্র কৃপাকটাক্ষঃ ॥১০॥

লোক, সমস্ত তীর্থই সেবা করুক ; অশেষ শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক ; যেখানে যত গুরু আছে, সকলেরি উপদেশ শ্রবণ করুক ; হে চৈতন্যময় ! যতক্ষণ তাহার উপর তোমার কৃপাদৃষ্টি না পড়ে, ততক্ষণ এ সংসারে সে মূঢ়তমই থাকে ।১০।

ধত্তে মরুঃ সুরবনীরমণীয়শোভাং
দগ্ধদ্রুমোঽপি ফলপল্লবপুষ্পলক্ষ্মীম্।
যস্মিন্ নিপাতয়সি দৃষ্টিমচিন্ত্যশক্তে !
কিং তস্য দুর্লভমহো ভুবনত্রয়েঽপি ॥১১॥

হে অচিন্ত্য-শক্তিশালিন্ ! তোমার কটাক্ষমাত্রে মরুভূমিও নন্দনকাননের শোভা ধারণ করে, দগ্ধ তরুও ফল-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়। তুমি যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি কর, ত্রিভুবনে তাহার দুর্লভ কি আছে ? ।১১।

লব্ধাপি তে প্রতিপদং করুণামজস্রং
মূঢ়াধমাধমতমেন ময়া ন বুদ্ধম্।
ন প্রেমগদ্গদমভাষি তথাপি নাম
তৎ পচ্যতে মম তুষজ্বলনেঽন্তরাত্মা ॥১২॥

হে ঈশ্বর ! মূঢ়াধমগণের মধ্যে আমি অধমতম মূঢ় ; পদে পদে অজস্র ধারায় তোমার করুণা লাভ করিয়াও, তাহা বুঝিতে পারি নাই ; প্রেমভরে গদ্গদ স্বরে তোমার নাম করি নাই ; তাই আজি আমার অন্তরাত্মা তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। ১২।

যদ্‌যৎ তমোময়মবৈমি ভবেঽত্রিমূঢ়ো
দুঃখাত্মকং বরশুভঃ প্রতিভাতি যচ্চ।
জ্যোতির্ম্ময়ঃ সুখময়ঃ চ শিবাত্মকং চ
তৎ সর্ব্বমস্তু কৃপয়া তব জীববন্ধো! ॥১৩॥

মহামোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমি যাহা কিছু তমোময়, দুঃখময় ও অমঙ্গলময় দেখিতেছি, হে জীববন্ধো! তোমারি কৃপায়, আমার নিকট সে সকল জ্যোতির্ম্ময়—সুখময়—মঙ্গলময় হউক ১৩।

সংপ্লাবিতানন্তদিগন্তরালং
সমুচ্ছলৎপ্রেমসহস্রধারম্।
দীপ্তং জগদ্ব্যাপি বিভো! স্বরূপম্
অন্ধায় মে দর্শয় দর্শয় ত্বম্ ॥১৪॥

হে বিভো! অনন্ত দিগ্‌দিগন্তের সমস্ত পরিসর, যাহার মহিমায় প্লাবিত; যাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রেম-ধারা উচ্ছলিত; তোমার সেই বিশ্বব্যাপী জাজ্বল্যমান স্বরূপ, এ অন্ধকে দেখাও—দেখাও! ।১৪

তত্তেজসা কুরু মুমূর্ষুমিমং প্রদীপ্তং
ভস্মীভবন্তু দুরিতান্যখিলানি ভূমন্!
আত্মা জরামরণতাপবিমুক্ত এষঃ
ত্বয্যেব সংলগতু নিত্যমনন্তশান্তে! ॥১৫॥

হে ভূমন্! এই মুমূর্ষু সন্তানকে তোমার তেজে প্রদীপ্ত কর। সেই তেজে আমার সমস্ত পাপ তাপ ভস্মীভূত হউক। এ আত্মা, জরামরণাদি সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অনন্তকাল তোমাতেই সংলগ্ন হউক।১৫।

অদ্বৈতমৈত্রদৃঢ়পাশনিবদ্ধচিত্তো
নির্দ্ধূতবৈরকলুষাময়ভীতিশোকঃ।
আনন্দশান্তিনিলয়োঽস্তু সমস্তলোকো
হাহো কৃপামৃতনিধে! কৃপয়া তবৈব ॥১৬॥

হে কৃপামৃতসাগর! তোমার কৃপায় এ জগতের বিবাদ, বিসংবাদ, পাপ, ব্যাধি, ভয়, শোক নির্ম্মূল হউক। অদ্বৈত অক্ষয় প্রেম-সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া, সমস্ত জীবলোক আনন্দময় শান্তিময় হউক।১৬।

অহো! কৃপা তে ময়ি ঘোরপাপে
কৃপাক্ষমাযোগ্যনরাধমেঽপি।
স্মরামি যৎ ত্বাং গলদশ্রুনেত্রঃ
কৃপাময়! ত্বৎকৃপয়ৈব নূনম্ ॥১৭॥

আমি ঘোর পাপী, কৃপার ও ক্ষমার অযোগ্য নরাধম আমি। অহো! তথাপি আমার প্রতি তোমার কি কৃপা! আমি যে আজি গলদশ্রুনেত্রে তোমাকে স্মরণ করিতেছি, হে কৃপাময়! এ শুধু তোমারি কৃপায়।১৭।

স্বকর্ম্মচিন্তাজনিতো মমায়ং
তীব্রোঽনুতাপো যদুদেতি চিত্তে।
আর্ত্তো মমাত্মা ত্বয়ি চোন্মুখো যৎ
ন কিং বিভো! সা করুণা তবৈব ॥১৮॥

হে বিভো! স্বকৃত কর্ম্ম সকল চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় যে আজি তীব্র অনুতাপে দগ্ধ, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়া যে এক্ষণে তোমাতেই উন্মুখ, ইহা কি তোমারি করুণা নহে?।১৮।

সিদ্ধাঞ্জনং মোহনিমীলিতানাং
সিদ্ধৌষধং সর্ব্ববিধাময়ানাম্।
সঞ্জীবনং পাপবিষৈর্মৃতানাং
মাং তারকব্রহ্ম পুনাতু নাম ॥১৯॥

মোহান্ধগণের যাহা সিদ্ধাঞ্জন, সর্ব্ব রোগের যাহা সিদ্ধৌষধ, পাপ-বিষে মৃত জীবগণের যাহা সঞ্জীবনী সুধা, তোমার

সেই 'তারকব্রহ্ম' নাম আমাকে পবিত্র করুক।১৯।

জপ হৃদয়! নিমগ্নঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধৌ
জপ জপ রসনে! ত্বং তারকব্রহ্ম-নাম।
শরণমশরণানাং পাপতাপাহতানাং
সকলকুশলসিন্ধুঃ দীনবন্ধুং বিনা কঃ॥২০॥

হে হৃদয়! তুমি সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হও; হে রসনা! 'তারকব্রহ্ম' নাম অবিরাম জপ কর। অশেষ-মঙ্গল-সিন্ধু সেই দীনবন্ধু বিনা পাপতাপাহত গতিহীনগণের গতি কে আছে?।২০।

"হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা"

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আঙ্গুরের আবাদ।

দ্রাক্ষা সংস্কৃত শব্দ; ইসলামীয় ভাষায় ইহার নাম আঙ্গুর, হিন্দিতে ইহাকে দাখ্ বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাকে (Grapes) গ্রেপস্ বলে। যে লতায় আঙ্গুর ফল জন্মে, তাহার ইংরাজী নাম বাইন্। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় ৫১ প্রকার দ্রাক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আসিয়া দেশের ফল, অত্যন্ত প্রাচীন-কাল হইতে এই ফল প্রচলিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ চারি সহস্র পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রন্থেও দ্রাক্ষা ফলের উল্লেখ আছে। ইহুদীদিগের পালেস্তাইন দেশের দ্রাক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুস্বাদু, উপকারী ও উৎকৃষ্ট। তাহার পরে আরব দেশের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও মরক্কো দেশের আঙ্গুর মন্দ নয়। ইউরোপের পর্টুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও উত্তর তুরস্ক এই কয়েক স্থানের দ্রাক্ষা দেখিতে সুন্দর এবং আস্বাদনে তৃপ্তিকর। হলণ্ডের হামবর্গের আঙ্গুর আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত রসাল এবং সুস্বাদু। দ্রাক্ষা ফল আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে আঙ্গুর, কিস্‌মিশ, মনাক্কা, মস্‌কট্, মিরাশ, নেয়াজ, ব্লাকগ্রেপ, বাইনগ্রেপ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে প্রবাদ আছে, দ্রাক্ষা লতার জন্মদাত্রী একজন স্ত্রীলোক। এ স্থলে জন্মদাত্রী শব্দের অর্থে আবিষ্কর্ত্রী বুঝায়। শুনা যায় ইনি আর্ম্মেনিয়া-দেশীয়া যুবতী; স্বামিসহ তুরস্কের অন্তর্গত পালেস্তাইনে বাস করিতেন। গহনবনের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম আঙ্গুর আবিষ্কার করেন। ইঁহার নাম দল্‌হিনাম; গ্রীকেরা ইহাকে ডেলোনিয়ম্ কহিয়া থাকে। যাহাহউক অতি পুরাকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীলোকের হাতেই আঙ্গুরের আবাদ সমর্পিত আছে। সমগ্র আসিয়া মাইনর, আর্ম্মেনিয়া, পারস্য, তুরস্ক, মরক্কো, আরব, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে পরিশ্রমপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা আঙ্গুরের আবাদ করে। দুঃখের বিষয়

ভারতবর্ষের ভূমি দ্রাক্ষার আবাদের জন্য কখনও প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উদ্ভিদবিদেরা অনুমান করেন অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে কেহ দ্রাক্ষা জন্মাইবার জন্য যত্ন করে নাই। কিন্তু অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এদেশে দ্রাক্ষার ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেলুচিস্থান, কাফ্রীস্থান ও আফগানিস্থান হইতে ফলের আমদানী হইত। এখনও পঞ্জাবে আঙ্গুর জন্মে। রাওলপিণ্ডি জেলা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত নানা স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশে মান্দ্রাজে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে এবং রাজপুতানায় আঙ্গুর দেখা যায় না। এই সকল স্থানে আবাদ আদৌ নাই, দুই এক স্থানে অতি যত্নে দুই চারিটি বাইন্ লতা জন্মিতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে ইহার আবাদের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আশা করা যায়, এই নবীন উদ্যমের উদ্যোগিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে পুরুষাপেক্ষা সহজে আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গণ সুন্দর সুন্দর দ্রাক্ষা গাছে সাজাইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাইন বা দ্রাক্ষা লতায় আঙ্গুর জন্মে। এই লতা জন্মাইবার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণের যে কোন স্থান খনন করিয়া খুব নরম করিতে হয়, আলগা মাটি না হইলে আঙ্গুরের লতা জন্মে না। মাটিতে বালুকা, প্রস্তর বা ইষ্টকচূর্ণ মিশ্রিত থাকিলে সে মাটি অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। ঘরের দেওয়ালের বা বারান্দার নীচের মাটি ভাল; বারান্দার বা প্রাচীরের নিম্নে কিম্বা ফটক অথবা দ্বারের নীচে জমি প্রস্তুত করিলে লতা জন্মিয়া ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিতে পারে। লতা জন্মিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করে, সুতরাং প্রাচীর বা স্তম্ভের প্রয়োজন, অথবা বংশনির্ম্মিত মঞ্চ আবশ্যক। দ্রাক্ষার বীজ এবং "কলম" এতদুভয় হইতেই লতা জন্মিতে পারে। বীজ শোণিত না করিয়া গোটা ফল পুতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। প্রথম হইতেই দেখা উচিত সূর্য্যতাপে, উষ্ণ বায়ুতে অথবা কোন প্রকার অগ্নিতাপ ও অগ্নির ধূমে যেন অঙ্কুর নষ্ট হইয়া না যায়। ফল না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ যত্ন করিতে হয়। সময়ে সময়ে কীট দেখা দেয়, সুতরাং তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। বীজ, ফল বা "কলম" পুঁতিবার অনেক দিন পরে (অতি দীর্ঘ সময়ের পরে) অঙ্কুরের সূত্রপাত হয়, সুতরাং ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হয়। উত্তর শ্রীহট্টে (বিশেষতঃ আলিনগর স্থানে) ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়া প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারাও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাহেবদের মেমেরা এজন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। আঙ্গুর লতার মূল অত্যন্ত শক্ত হয়, মূলের কাষ্ঠে ছোট ছোট কদাকার ব্রণের মত বহুসংখ্যক গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লখিম্‌পুরে মেমেরা যে কয়েক প্রকার আঙ্গুরলতা জন্মাইতে সক্ষমা হইয়াছেন, তাহাদের মূল পুতিয়া তাঁহারা নবীন লতা আর্জাইয়াছেন। বঙ্গদেশে বারুইগণ পানের যেরূপ বুরুজ তৈয়ার করে, আঙ্গুরলতার জন্য সেইরূপ বুরুজ প্রস্তুত করিলে লতা শীঘ্রই বড় হয়। একটা লতা যদি রীতিমত বাড়িতে পায়, তাহা হইলে একটা লতাতেই একটা ছোট বন বা কুঞ্জ হইয়া যায়। একটী লতায় অগণ্য ফল ফলে। ফল পাকিয়া গেলে অথবা ব্যবহারযোগ্য হইলে কৃষকেরা লতা হইতে রস বা নির্যাস বাহির করে। আঙ্গুরের রসে যে মদিরা প্রস্তুত হয়, তাহার সাধারণ নাম "পোর্ট"। এই মদিরায় লতার রসের বিশেষ প্রয়োজন। পোর্ট মদিরায় আঙ্গুর অপেক্ষা সরস রাইন লতার নির্যাস অধিক পরিমাণে থাকে। লতার কাষ্ঠ নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। লতার বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আঙ্গুর খাইতে সুস্বাদু, বলকারক, পাচক, প্রীতিকর, রুচিকর, শোণিত-শোধক এবং বায়ুনাশক। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আঙ্গুর অধিকতর হিতকারী। চিকিৎসকদিগের মতে দ্রাক্ষা-ফল অপেক্ষা দ্রাক্ষারস অধিকতর উপকারে আইসে। ফল ব্যবহার-যোগ্য হইলে যদি কেহ লতাকে রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়ায় জল দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মূলের মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। বড় কাঁচি দ্বারা মোটা মোটা শাখাগুলি কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। আঙ্গুর লতার ছোট ছোট ফুলগুলিও সুন্দর এবং সুগন্ধ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নবীন ভারতী।

(১৮)

দেশের রাজা এক মুচীর স্ত্রীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার কুটীরে যাতায়াত করিতেন এবং মুচী গৃহে না থাকিলে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া তথায় অবস্থিতি ও করিতেন। একদিন রাত্রে রাজা মুচীর গৃহে, মুচী হঠাৎ বিদেশ হইতে উপস্থিত। রাজা ভয়ে আড়ষ্ট। মুচীর পত্নী বুদ্ধিমতী; যে মাচায় শয়ন করিত, তাহার নীচে রাজাকে ঝোড়া চাপা দিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিল। সে গৃহকার্য্য করে আর মাঝে মাঝে মাচায় বসিয়া পা দোলাইয়া ঝোড়া চাপে ও "কুক্কা থাক থাক বলে।" মুচী জিজ্ঞাসা করায় বলিল "একটা কুক্কা পুষিয়াছি," তাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতেছি।

মুচিনীর পদাঘাতে ও সম্বোধনে রাজার দুঃখ নাই, বরং তাহা মিষ্ট লাগিতেছে। তিনি সকল অপমান লাঞ্ছনা ধীরভাবে বহন করিতেছেন। সংসারাসক্ত মানুষের এই দুর্দ্দশা; সে সংসার-লোভে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং সকল নীচতা ও অপমান লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করে। রাজসিংহাসন যাঁহার স্থান এবং যাঁহার পদতলে রাজ্যের সম্রান্ত লোকেরা অবনত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মানে, তিনি কিনা মুচিনীর পদদলিত ও কুক্কুর সম্বোধনে অভিহিত হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। ধিক্ সংসারাসক্তি! ধিক্ পাপাসক্তি!!

(১৯)

চড়ুই পাখী বড়ই চঞ্চল এবং পাখী-মারার হাতে সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু ওস্তাদের খেল— ওস্তাদ এক কড়ায় ধুনা চড়াইয়া তাহা গলাইতেছে। চড়ুই ধুনার ধোঁয়ায় পড়িয়া যায় এবং ধুনার আটায় তার পাখা জড়াইয়া গিয়া সে অচল অস্পন্দ হয়। তখন ওস্তাদ তাহাকে নামায়। চড়ুই অকষ্টবদ্ধ, নড়িতে চড়িতে পারে না, কেবল চোখ দুটী স্থির করিয়া মিট মিট করিয়া চায়। সংসার নীড়ের চড়ুই পাখী মানুষ সহজে ধরা দেয় না, কিন্তু ওস্তাদ ঈশ্বরের কৌশলে এইরূপ শক্তিসামর্থ্যহীন হইয়া তাঁহার হাতে ধরা পড়ে এবং মিট মিট করিয়া চাহিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করে—তিনি যা করেন।

(২০)

বিবাহের মহা ঘটা পড়িয়াছে। চারিদিকে বাড়ী সাজান, বাদ্যভাণ্ড, আলোক-মালা এবং ভোজ্য ভোগ্য আয়োজনের ধুমধাম। কত লোক কত দেখিতেছে—শুনিতেছে—কত কাজ করিতেছে—কত ভোজন পান ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে এ সকলি বিবাহের বহির্ব্যাপার, বাহিরের লোক ইহাতেই মত্ত ও সন্তুষ্ট। কিন্তু বর কন্যা যাহাদের বিবাহ, তাহাদের এ সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই—কতক্ষণে তাহারা উভয়ে একত্র হইবে, একত্র প্রেমালাপ ও হৃদয় বিনিময় করিবে, তাহারই জন্য ব্যাকুল। আলোক নির্ব্বাণ হউক, কোলাহল থামিয়া যাউক, সব লোক যে যার স্থানে প্রস্থান করুক, তাহারা নিরালায় দুই হৃদয়ে একহৃদয় ও দুই প্রাণে একপ্রাণ হইতে চায়। ধর্ম্মোৎসবের বাহিরের আড়ম্বর এইরূপ বাহিরের লোকদের জন্য, কিন্তু প্রেমিক গোপনে প্রাণেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চান। মহা মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। দর্শনের, শ্রবণের ও ভোগের অনেক বস্তু সেখানে আছে এবং অধিকাংশ লোক তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মার্থীর এক চিন্তা, এক লক্ষ্য, এক সাধনা—কিসে হৃদয়েশ্বরের দর্শন পাইবেন এবং হৃদয়সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার প্রেমে বিভোর হইবেন ও তাঁহাকে সম্ভোগ

করিবেন। তাঁর প্রার্থনা—

প্রাণের মন্দিরে প্রাণসিংহাসনে,
প্রাণের রতনে বসায়ে যতনে,
গোপনে আপনে সঁপি শ্রীচরণে,
প্রাণে প্রাণে এক হইব মিশে।

(২১)

আমার প্রাণ তপ্ত, কঠিন ও মলিন, পরমাত্মা সুশীতল, সুকোমল ও সুনির্ম্মল। এই দুই বিপরীত বস্তুর মিলন কিরূপে সম্ভবে ? কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমন শক্তি যে তাহাতে কঠিন প্রাণ গলিয়া গিয়া অতি কোমল হয়, তাহার জঞ্জাল সকল বাহির হইয়া যায় এবং তাহা শীতল হইয়া প্রাণেশ্বরকে স্পর্শ করিয়া সুখী হয়। ভক্ত আপনার প্রাণ গলাইয়া ঈশ্বর-চরণে লগ্ন হইয়া থাকিতে চান। তিনি কোমল, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল প্রলেপ হইয়া ভগবৎ-চরণের সুখ উৎপাদন করিয়া সুখী হইবেন, ভক্তের এই চির অভিলাষ।

জাপানের প্রাচীন রাজা ও রাণী।

সাধু সম্রাট্ নিণ্টকুর আখ্যায়িকা অতি সুন্দর। তিনি ৩১৩ হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। সম্রাট্ বড়ই দয়ালু ছিলেন, প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়া ৩ বৎসরের জন্য সমুদায় রাজস্ব মাপ করেন। ইহাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। রাজা নানিওয়া (বর্ত্তমান ওসাকা)নগরে বাস করিতেন। অর্থাভাবে তাঁহার রাজপ্রাসাদের এরূপ দুরবস্থা হইল যে, বৃষ্টি হইলে ছাদ দিয়া জল পড়ে। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ হীনাবস্থা এবং রাজসভার জাঁকজমক কিছুই রহিল না। কিন্তু করভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদা দিতে চাহিল, কিন্তু সম্রাট্ ধন্যবাদ দিয়া তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। রাজ্ঞী স্ত্রীজনোচিত ত্যাগ-স্বীকার যতদূর সাধ্য করিয়া আর সহ্য করিতে পারেন না। এক বস্ত্র ক্রমাগত তিন বৎসর পরিতেছেন, তাহা মলিন ও শত-ছিন্ন হইয়াছে। তিনি এক দিন আহারের সময়ে সম্রাট্‌কে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন "আর যে সহ্য হয় না।" রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া ছিদ্র বহুল ছাদের উপর লইয়া গিয়া বলিলেন "দেখ দেখ, চারিদিকে আমাদের সুখী প্রজাদিগের রন্ধনশালা হইতে কেমন সুন্দর ধুমোদ্গম হইতেছে।" তিনি আনন্দে কবিতা রচনা করিয়া গাইলেন "টাকাকী য়ানি নবোরাইট মিরাবে কিমূরী টাইস্থ ;
টামি নো কামাডো-ওয়া নিজিওয়ে
নিকেরী।"

এই জাপানী গীত অদ্যাপি জাপানের

প্রত্যেক পুরুষ, রমণী ও শিশু গান করে এবং সাধু সম্রাট্‌কে ধন্যবাদ দেয়। ইহার অর্থ :—

দাঁড়াইয়া উচ্চে যে দিক্ নেহারি, সে দিকে উঠিছে রাশি রাশি ধুম। সব মোর প্রজাগণ মাঝে রন্ধনের লাগিয়াছে ধুম।

ঘরে হাঁড়ী চড়িত না, এখন প্রজাদিগের রন্ধন কার্য্য চলিতেছে দেখিয়া জ্ঞানী রাজা তাহাদের অবস্থোন্নতি অনুমান করিলেন এবং কবিতাচ্ছন্দে আপনার মনের উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মিষ্ট গানে বেচারা রাজ্ঞীর মনের সান্ত্বনা হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রজাদের উন্নতির অর্থ কি ?" রাজা বলিলেন "নিশ্চয়, যখন দেশ ধুমে পূর্ণ হয় এবং প্রজারা স্বাধীনভাবে ধন উপার্জ্জন করে।" রাণী আবার রাজগৃহের ছাদের ছিদ্র সকল দেখাইয়া বলিলেন "দেখ জলধারা পড়িয়া আমাদের শয্যা যে ক্রমাগত ভিজিয়া যায়; আজ এখানে—কাল ওখানে বিছানা ক্রমাগত নাড়ানাড়ি করিয়া কোথায় একটু শুষ্ক ভূমি খুঁজিতে হয়। এত কোনও জন্মে রাজপ্রাসাদ নয়—এক খানা গোলাঘর, না আছে বালীকাম, না আছে চূণকাম, আছে সামান্য কয়েকটা খুঁটী ও আড়কাট। স্বামীর ইচ্ছা বা খেয়াল হেতু চালও ছাওয়া হয় না। রাজবাড়ী তৈয়ার হইলে প্রজাদিগকে খাটাইতে হয়। তিনি বলেন ইহা অন্যায় বলপূর্ব্বক খাটান, ইহাতে তাদের ক্ষেতের কাজ কামাই যাইবে।" রাজ্ঞী আবার তাঁহার তিন বছরের জীর্ণ বস্ত্র সম্রাটের চোখের নিকট তুলিয়া ধরিলেন ও বলিলেন "সত্য সত্য ইহাকেই কি সমৃদ্ধি বল ?" সম্রাট্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ঈশ্বর যখন কোনও মানবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে কেবল প্রজাদের সুখের জন্য। এইজন্য প্রজাদের সুখই রাজার প্রথম লক্ষ্য ও চিন্তার বিষয়। একটী মাত্র প্রজা অনাহারে থাকিলে বা শীতে ক্লেশ পাইলে প্রাচীন কালের জ্ঞানী রাজারা তজ্জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করিতেন। প্রজাদের দরিদ্রতাই আমাদের দরিদ্রতা। প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে এবং রাজা দরিদ্র আছে, ইহা কখনই হইতে পারে না।" সম্রাট্ পুনরায় কবিতায় আপনার বাক্যের উপসংহার করিলেন। সুকবি সার এডউইন আর্ণোল্ড রাজভোজ নাম দিয়া সেই কবিতার এই ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন—

"Thou and I
Have part in all the poor folk's health,
The people's weal makes the king's wealth."

রাণী, তুমি আর আমি
প্রজাদের কুশলের দুই অংশভাগী, প্রজার মঙ্গলে জেন রাজার মঙ্গল।

দূরদর্শী সম্রাট্ নিণ্টকুর সুখস্বপ্ন কেমন সফল হইয়াছে! ওসাকানগরী আজি জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত। অসংখ্য কল কারখানার ধুমে সহর পরিপূর্ণ। জাপানীরা তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রভূত সমৃদ্ধিশালী!

উদ্বোধন।

(১)

(হে) ভারত-সন্তান হিন্দু মুসলমান ;
সুষুপ্তি ত্যজিয়া কর গাত্রোত্থান।
হের কি দুর্দ্দিন তোমা সবাকার—
ছেদক করেছে ছিন্ন হৃদি যা'র!
হেন মাতৃদ্রোহী মায়ের সন্তান
কে আছ তোমরা নিষ্ঠুরপরাণ?
এ হেন দুর্দ্দশা হেরি জননীর
ঘুমায়ে রহিবে হইয়া সুস্থির?

(২)

জাগরিত হও হিন্দু মুসলমান!
কোটি কোটি ভাই হও একপ্রাণ।
বাদ, বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ ভুলি,
ভা'য়ে ভা'য়ে আজি কর কোলাকুলি।
মান অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন
লইয়াছ ব্রত—বিলাতী বর্জ্জন
প্রতিজ্ঞা করিয়া, দৃঢ় করি মন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৩)

মাতৃসেবাব্রত করিতে পালন
কোটি ভাই বোনে কর প্রাণপণ।
ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প বাণিজ্যে আবার
সগৌরবে এবে করহ উদ্ধার।
পুরাকালে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত
আছিল মোদের সোণার ভারত।
বিদেশীর তরে ভারত মাতার,
এবে কি দুর্দ্দশা হের একবার।

(৪)

এই তো দর্শন-বিজ্ঞান ভূষিত,
প্রধান যে দেশ সবার পূজিত,
তোমরা তো সেই দেশে জন্ম লয়ে,
ঋষি মুনি বীর বংশোদ্ভব হয়ে,
দেশের সম্পত্তি বিদেশে বিলায়ে,
পর-মুখ চেয়ে, সদ্‌গুণ হারায়ে,
আছ নিমজ্জিত পর-প্রলোভনে।
কতই বিভ্রম তোমাদের মনে!

(৫)

হের চীনবাসী যত মহামতি,
নাশিতে আপন দেশের দুর্গতি,
স্বদেশের অর্থ স্বদেশে রাখিতে,
করিল প্রতিজ্ঞা অতি দৃঢ়চিতে—
বিদেশী গোধূম লব না কখন,
অনাহারে মরি তবু আজীবন,
করিব নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন,
রাখিতে স্বদেশে দেশীয়ের ধন।

(৬)

তোমরাও যত ভারত-সন্তান,
সুষুপ্তি ত্যজিয়া করিয়া উত্থান,
বিদেশী বর্জ্জনে ওদেরি মতন,
কর নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে যেই জন,
অনন্ত নরকে হয় সে মগন।
শাস্ত্রেতে এ কথা লেখা স্বর্ণাক্ষরে।
প্রতিজ্ঞা পালহ দেহপাত ক'রে।

শত বাধা বিঘ্ন শত বিপদেতে
প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে দাও বুক পেতে।
বিদেশীর শত কোটি প্রলোভন
সম্মুখে আসিলে কোরো বিসর্জ্জন।
নবীন উৎসাহে কর্ত্তব্যপালনে
বদ্ধ-পরিকর হও দৃঢ়মনে।
নাশিয়া দেশের দুর্গতি অপার,
কর এ ভারতে সুখের আগার।

(৮)

হীনা নারী মোরা করি প্রাণপণ,
ত্যজিব বিদেশী বসন ভূষণ.
গৃহসাজসজ্জা বিদেশী ত্যজিয়া,
সাজাইব গৃহ দেশী সাজ দিয়া।
বিদেশী খেলনা নয়ন-রঞ্জন,
উপেক্ষিয়া সব করিতে বর্জ্জন,
দিব উপদেশ শিশুদের যত,
শিখাব তাদের দেশহিত ব্রত।

(৯)

আর্য্যনারী যত স্বদেশের তরে
যত পরিশ্রম সব সহ্য করে,
দিন গেলে কাটিয়া চরকায় সুত.
করিবারে বস্ত্র স্বদেশে প্রস্তুত।
দেশীয় অভাব করিতে মোচন.
অসাধ্য ও বাঞ্ছা করিব সাধন।
তা' হ'লে বিদেশী কলের সুতায়
বস্ত্র নির্ম্মাইতে হবে না হেথায়।

(১০)

আমাদের সেই পূর্ব্বমাতৃগণ—
দেশের গৌরব বর্দ্ধন কারণ,
পিতা পতি পুত্র যত ভ্রাতৃগণে,
বৈরদিল সনে জিনিবারে রণে—
নিজ মস্তকের কাটি কেশগুলি,
ধনুগুণ তরে দিতা করে তুলি;
স্বদেশের তরে জলন্ত চিতায়
অম্লান বদনে সঁপিতেন কায়।

(১১)

সেই নারী-বংশে মোরা জন্ম লয়ে,
বর্জ্জিতে বিদেশী যত দ্রব্যচয়ে
কেননা পারিব স্বদেশের তরে,
শত প্রলোভন হেয়জ্ঞান করে?
ইষ্ট দেবতার করুণ ইঙ্গিতে,
মেতেছে ভারত নবীন শক্তিতে।
সেই দেবতার কৃপা কটাক্ষেতে,
সিদ্ধ হব মোরা সকল কার্য্যেতে।

(১২)

ভারত মাতার সম্প্রতি সন্তান,
বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু মুসলমান;
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বী যত,
সব সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞা ব্রত,
সাধ স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত করে,
'বন্দে মাতরং' মন্ত্র হৃদে ধরে।
বিদেশী বর্জ্জিতে এ হীনা ললনা,
করিছে আজিকে সবে উত্তেজনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

অর্থ-নীতি।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন)

(৫০৮ সংখ্যা ২৫০ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানদা। মূলধন পরিশ্রমের ন্যায় সফল (productive) বা নিষ্ফল unproductive, হইতে পারে। চাষ আবাদ ও অন্য উন্নতির কার্য্যে যে ধন ব্যয় হয়, তাহা সফল আর বিলাস দ্রব্যের জন্য যাহা যায়, তাহা নিষ্ফল।

সরলা। বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থ মূলধনরূপে ব্যয় হয়, তাহা নিষ্ফল কেন? শাল, রুমাল, মখমল বা স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কার প্রভৃতি যাহারা প্রস্তুত করে, ইহা দ্বারা তাহাদের ত জীবিকা নির্ব্বাহ হয়? তুমি অর্থ ব্যয় করিয়া চাষ করাইলে চাষারা খাইত; এ নয় শিল্পীরা খাইয়া বাঁচে।

জ্ঞা। স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ইহার ভ্রম বুঝা যায়। সফল ও নিষ্ফল দুই প্রকার মূল ধন বলা গিয়াছে, ধন ব্যয়ের পরিণাম দেখিয়া তাহা স্থির হয়। বিলাস দ্রব্যে বিলাসীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হয় না।

স। বিলাস সামগ্রী লোকে কি সাধ করিয়া বা খেয়ালবশতঃ তৈয়ার করে? তা ত নয়, লোকের দরকার বলিয়া তৈয়ার করে। আমি তুমি না লই আর দশ জন তাহা লইবে।

জ্ঞা। তা হলেই ত আর জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইল না। আর বিলাস দ্রব্যে ক্রেতাদের অপেক্ষা বিক্রেতা বা শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্ষতি অধিক। কেননা মূল ধনের সফল ব্যয় হইলে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবিকার সংস্থান হইত।

স। সে কিরূপ?

জ্ঞা। দেখ হাজার টাকা ব্যয়ে এক খান উৎকৃষ্ট শাল কি মখমলের বিছানা প্রস্তুত হইল। ইহার জন্য যাহারা খাটিল, তাহারা মূলধনে জীবিকার সাহায্য পাইল বটে; কিন্তু এই দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ ধনাগমের আর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হাজার টাকা ব্যয়ে যদি জমীর উন্নতি কর, বর্ত্তমান শ্রমজীবীদের জীবিকা নির্ব্বাহ ত হইল; শ্রমজীবীরা তাহাতে আবার খাটিয়া ভবিষ্যতে শস্য উৎপন্ন করিবে। জমীত আর ব্যবহারে নষ্ট হইবে না, ইহার ফলোপধায়িতা ক্রমাগত বাড়িতে থাকিল, আবার ভবিষ্যতে আরও কত শ্রমজীবীর জীবিকার সংস্থান হইবে। এক হাজার টাকা মূলধনে এইরূপে লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। শিল্পযন্ত্রাদিতেও এইরূপ হয়, ৫০০ টাকা দিয়া সূতার বা বস্ত্রের কল

কিনিলাম, কত কাল তাহা দ্বারা সূতা বা বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু বিলাস দ্রব্যের বিষয়ে সেরূপ বলা যায় না।

স। আচ্ছা বিলাস দ্রব্যের দরকার যদি অধিক হয়, তাতে শ্রমেরও ত সেইরূপ দরকার হইবে এবং বরাবর শ্রমজীবীদিগের জীবিকার উপায় হইবে।

জ্ঞা। মূল কথা ভাবিয়া দেখ, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে টাকা গেল, সে দ্রব্য দ্বারা তার পুনরুদ্ধার হইবে না। যা গেল, তা গেল। কিন্তু ভূমিকর্ষণে যে টাকা গেল, তা গেল না, আবার আরো লাভের কারণ হইল এবং এই লাভ চিরকালই চলিবে। একটী ভস্মে ঘৃত ঢালা—নিষ্ফল, আর একটী সফল—মাটী হ'তে সোণা ফলান। দুয়ে এত তফাৎ।

স। কি কি কারণে মূলধনের আশানুরূপ উন্নতি হয় না?

জ্ঞা। তাহার অনেক কারণ আছে। যেমন বিলাস দ্রব্য নির্ম্মাণে মূলধনের বৃদ্ধি নাই; সেইরূপ শ্রমজীবীদিগের আলস্য, অনৈপুণ্য, যন্ত্রাদির হীনদশা এবং এক কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া কার্য্যান্তরে ধন বিনিয়োগ—এই সকল কারণে মূলধনের উন্নতি না হইয়া অপচয় হয়।

স। লোকে লাভের জন্য এক কার্য্য ছাড়িয়া আর এক কার্য্য করিলে, তাহাতে ক্ষতি কি?

জ্ঞা। ইহাতে ধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ক্ষতি। বোধ কর একজন একটা গ্লাসের কারখানা করিয়াছিল, তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ, যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে কত ব্যয় হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যদি তৎপরিবর্ত্তে লোহার কারখানা খোলে, তাহার পুরাতন ব্যয় বৃথা গেল, আবার নূতন গৃহ যন্ত্রাদির জন্য নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন। শ্রমজীবীরা একপ্রকার কর্ম্মে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সে দক্ষতা বৃথা গেল, আবার নূতন কলের জন্য নূতন প্রকার দক্ষতা শিখিতে হইবে। এই জন্য বলে "কামারের বৃত্তি কুমারে সাজে না।" কুমারকে কামার হইতে গেলে অনেক কাট খড় লাগে।

স। আচ্ছা, তুমি বিলাসিতার বিরোধী। কিন্তু দেখ, বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত না করিলে লোকের মূলধন এত মজুত থাকিবে যে, তাহা গোবর গাদার মত পচিয়া উঠিবে। ধন বসিয়া থাকা কি ভাল?

জ্ঞা। এরূপ বিবেচনা ভ্রান্তি। মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে দুইটী ঘটনা সম্ভব। প্রথমতঃ যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহাদের আবশ্যক জিনিষপত্র প্রস্তুত করিতে অতিরিক্ত মূল ধন ব্যয়িত হইবে। আর যদি লোকসংখ্যা না বাড়ে, তাহা হইলে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের আরও অনেক উপায় আছে। (১) বিলাস দ্রব্য প্রস্তুতকারিগণ তখন ত নিষ্কর্ম্মা হইবে, এই টাকায় সকল ব্যবসায় খুলিয়া তাহাদিগের খাটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইবে। (২) যতই কার্য্যক্ষেত্র হউক না কেন,

সকল সময়েই অনেক লোক কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা তখন কাজ পাইবে। (৩) যদি শ্রমজীবীদিগের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা যায়, তাহারা আর একটু সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। (৪) শ্রমজীবীদিগের খাটিবার সময় কমাইয়া তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা প্রভৃতির অবসর করা যাইতে পারে।

স। তুমি যে শেষ দুটী কথা বলিয়াছ, বড়ই ভাল। এদেশের শ্রমজীবীরা সমস্ত দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে পরিবারদের দুবেলা অন্নের সংস্থান হয় না। আর ইহারা ত মানুষ, কত গতর খাটাইবে? ইহাদের কি লেখা পড়া বা ধর্ম্মানুশীলন করিতে নাই?

জ্ঞা। এখন মানুষেরা পেটের দায়ে এমনি বিব্রত যে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়, তবুও অন্নবস্ত্রের যোগাড় হয় না। জ্ঞানী মানবহিতৈষী মহাশয়েরা বলেন প্রকৃত সভ্যযুগ তখনি হইবে, যখন মানুষ অমূল্য জীবনের অল্প সময় ব্যয়ে খাওয়া পরার উপায় লাভ করিবে এবং অবশিষ্ট সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে যাপন করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দেশের মূলধন বৃদ্ধির ভয়ে ভীত হইও না; তাহা যত হইবে, ততই নানাদিকে মঙ্গল।

বারাণসীতে যুবরাজের অভ্যর্থনা।

সুপবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে এবার উৎসবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বিগত জাতীয় মহাসমিতির মহাপূজা উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের নরনারীগণ একত্র একতানে সমস্বরে স্বদেশের বন্দনা করিয়াছিলেন। সেই মঙ্গল-ধারা শিরে বহন করিয়া আজ এই বিশাল বারাণসী যুবরাজের অভ্যর্থনায় সফলকাম হইয়াছেন।

বিগত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ প্রাতঃকালে রাজকুমার সস্ত্রীক বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কাশীরাজের সুসজ্জিত ভবন "নন্দে-শ্বরে" উপনীত হইলেন। আজ মাসাবধি এই ভবন যুবরাজের আতিথ্য জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে প্রত্যেক রাজপথ ও সমুদয় প্রজাভবন যথাবিধি সুপরিচ্ছদ ও ধ্বজা পতাকা ও পুষ্প পত্রে পরিশোভিত হইয়াছিল। সকল দুঃখ কষ্ট পীড়া অপসারিত করিয়া প্রাণের সমগ্র উৎসাহ লইয়া ভাবী নরপতির দর্শনার্থে নগর সজ্জিত—স্থানে স্থানে তোরণদ্বার নানা প্রকারে গঠিত ও রঞ্জিত হইয়া কাশীধামের অপূর্ব্ব শ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রফুল্লমুখী বারাণসী রাজদর্শনে উন্মত্তা। অবিরাম ধনী, দরিদ্র প্রজাবৃন্দ শশব্যস্ত—কি প্রকারে মহানুভব সসাগরা ধরার অধিপতির একমাত্র পুত্রের

সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর করিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর আর কিছু নাই—ধন, মান বল, শক্তি সকলি নিঃশেষিত হইয়াছে; আছে কেবল হীন প্রাণ, আজ তাহা দিয়া রাজপূজায় ব্যগ্র।

যুবরাজের আগমন দিবস রবিবার বলিয়া সে দিন কোনরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। রাজদম্পতী ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, বৈকালে উভয়ে সেণ্টমেরির গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিলেন।

পরদিবস সোমবার ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ যুবরাজের নগর প্রদক্ষিণার্থ হস্তি-যাত্রা। বেলা ৯টা হইতে পথে জনতার সীমা নাই। আজ সমস্ত জনপদ সর্ব্ব কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল রাজদর্শন-লালসায় উৎসুকনেত্রে গৃহে বাহিরে, রাজপথে, যে যেখানে একটু স্থান পাইয়াছে, সে সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। অবশেষে নন্দেশ্বর কুঠি হইতে বৈকাল পাঁচটায় যুবরাজ সস্ত্রীক ও সদল শকটারোহণে প্রথমে স্থানীয় টাউন হলে উত্তীর্ণ হইলেন। যান হইতে অবতরণ করিয়া মিউনিসিপালিটির সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে গিয়া বসিলেন। সেখানে তাঁহার সমীপে ভাইশ চেয়ারম্যান বাবু কালিদাস মিত্র অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তথা-কার কার্য্যসমাধানান্তে যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বিশেষরূপে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ হাওদায় অধিরোহণ করিলেন। লেফ্‌ট-নাণ্ট গবর্ণর ও বেনারস মহারাজ এবং তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সদলে সকলেই যথাযথ হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া যাত্রা করিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ সুসজ্জিত মাতঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা চলিল। ইহাদের অগ্রে দুইটি করি-বাহনে নাগরা ও রোসনচৌকি যুব-রাজের শুভাগমন ঘোষণাপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রগামী হইল। তাহার পরে একদল পুলিশ কনষ্টেবল পদব্রজে বন্দুকধারী, তৎপরে বলণ্টিয়ার (স্বেচ্ছা-সেবক) সৈন্য মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত। অগ্র পশ্চাৎ সৈন্যদল, মধ্যে হস্তিযূথ, তাহার পর ফিটন্ ল্যাণ্ডো ব্রুহেম পাল্কিগাড়ি ট্যাণ্ডম্ বাইসিকেল ইত্যাদি নানাবিধ যানে নানা পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ও ইংরাজ পুরুষ মহিলাগণ রাজছত্রের সঙ্গে যেন চিত্রা-চন্দ্র-পরিবেষ্টিকা নক্ষত্রমালার ন্যায় বারাণসী-বক্ষ শোভিত করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কাশীর পাণ্ডাগণ শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে সহযাত্রী হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে আনন্দের সাহানা সুরে নৃত্যগীতধ্বনি উত্থিত করিয়া যুবরাজকে অভিনন্দন করা হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষ ও ছাদ হইতে নিম্নে ক্ষুদ্র পথ পর্য্যন্ত যুক্তকরে "জয় যুবরাজ" বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ অভিবাদন করিতে লাগিল। সেই দেবমূর্ত্তিস্বরূপ যুগলমূর্ত্তি অতি সৌম্যভাবে প্রত্যেক প্রজার অভিবাদন

হস্তোত্তোলন করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যুবরাজের হস্তিযাত্রা টাউন হল হইতে নীচিবাগ, চক কার, মাইকেল লাইব্রেরী ও বাঁশকটরা হইয়া গাদীলিয়ায় একটি সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে গিয়া পৌছিল। তথায় প্রত্যেক কলেজ ও স্কুলের বালকেরা স্ব স্ব দল বলে ভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। যুবরাজের "সমারোহ যাত্রার" সেই স্থানে শেষ। পরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট শকটারোহণে, চেতগঞ্জ থানা দিয়া কুইনস্ কলেজ হইয়া পুনরায় নন্দেশ্বর কুঠিতে প্রত্যাগত হইলেন। পথে স্থানে স্থানে কলেকটর্ সাহেবের আজ্ঞানুসারে ময়দাগিন উদ্যানে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সিটিরোডে মিউনিসিপাল মেম্বারদের বন্ধুবান্ধবের জন্য, নীচিবাগের একদিকে আমলা প্রভৃতির জন্য, অপরদিকের দ্বিতল ছাদে ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহল্লা "মাচবাত্তায়" ও রাণী মালতী কুঙরের মন্দিরেও ভদ্র মহিলাগণের বসিবার স্থান ছিল। চকে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্য টিকিট প্রাপ্তগণ, ইহা ছাড়া "দরবারী ষ্ট্যাণ্ড চকে," দরবারী ব্যক্তিগণের জন্য, আর গোদালিয়াতেও কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য স্থান ছিল। ইহারা সকলেই স্থানীয় কলেক্টরের নিকট হইতে টিকিট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সমগ্র বারাণসী নগরী আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বারাণসীর মস্তক হইতে পদনখ পর্য্যন্ত যেন রত্নমালায় বিভূষিত। রাজঘাট হইতে অসিঘাট পর্য্যন্ত আরও রমণীয় শোভা। মধ্যে শান্তসলিলা জাহ্নবী সন্ধ্যার শ্যাম অঞ্চলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীর লহরে বহিয়া যাইতেছে। সমুদয় কূলে কূলে দীপমালা সোনালি হার স্বরূপ প্রত্যেক ঘাটের সোপানাবলির ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আজ যুবরাজ-আগমনে যেন সুর-মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে নামিয়া কোমল গলদেশে সাতনর মালা বেষ্টিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ঘাট লোহিত বর্ণের তোরণদ্বার, ধ্বজা পতাকা ও নীল পীত আলোক মালায় বিভূষিত ও সৌগন্ধি মাল্যদামে সুরভিত করিয়া সস্ত্রীক যুবরাজকে অভ্যর্থনা করা হয়। সেই দিনের শোভা অনুপম। কূলে কূলে দীপমালা; গঙ্গাবক্ষে সজ্জিত তরণীদল নৃত্য গীতামোদ-মুখরিত হইয়া সদ্যো-বিকশিত কমল দলের উপর ভ্রমর গুঞ্জিত সুরে নাচিয়া বেড়াইতেছে। পর পারে নানাবর্ণের বাজি পুড়িতেছে; সুনীল আকাশমণ্ডল হইতে যেন চন্দ্র তারকাগণ মর্ত্ত্যে নামিয়া আনন্দে লীলা করিয়া ছুটিতেছে। এই সুখ সৌন্দর্য্যের অবতারণায় সমস্ত নগরবাসী আজ জাহ্নবী-তীরে যুবরাজের সুরধুনী বক্ষে তরি-

বিচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ও রাজবধূ মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর সাধারণ বেশে রাজদল লইয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ কলেজ কম্পাউণ্ড উত্তমরূপে পত্রপুষ্পমালায় সুসজ্জিত ছিল, মধ্যস্থলে বিশাল চন্দ্রাতপতলে নব অতিথির আসনদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কয়েকটি স্কুল বালক একবেশধারী হইয়া "Guard of Honour" রূপে পতাকা হস্তে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে তৎস্থান প্লাবিত করিতেছিল। হিন্দু কলেজের সমগ্র ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদলও পরিপাটি বস্ত্রালঙ্কারে শোভমানা হইয়া কুসুমগুচ্ছ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। উপরে দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ অবরোধ প্রথা রক্ষা করিয়া, উৎসুকনেত্রে রাজ দর্শনে নিয়োজিতা ছিলেন। যথাসময়ে মোটর কারে রাজদম্পতী অভ্যর্থনাস্থানে পৌঁছিবামাত্র বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। পূর্ব্বে কথা ছিল তাঁহারা মোটর হইতে নামিবেন না, কিন্তু সংকালে কমিশনর শ্রীমতী বেশান্টকে আনিয়া যুবরাজের সম্মুখীন করিয়া পরিচয় করাইলেন, অমনি উভয়ে মোটরকার হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নিমেষে সর্ব্বজনের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িল। এইভারতে এক দিন মহারাজা রামচন্দ্র, যাঁহাকে হিন্দু শাস্ত্রে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনে বনে বিচরণ করিয়া কত যোগী ঋষি ও মুনিগণের সহিত সমভাবে সমাসীন হইয়া শাস্ত্রালাপ করিয়াছেন; কত ইতর জাতীয় গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া নিজের সরল উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেইভারতে আজি সসাগরা ধরার রাজকুমার পদার্পণ করিয়া দীন প্রজাদের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিতেছেন!!

শ্রীমতী বেশান্ট অপূর্ব্ব সুষমাময়ী রাজবধূর সন্নিধানে জানুপাবিষ্ট হইয়া অভিনন্দন পাঠ করিলেন। পরে তাঁহার মহামতি স্বামীকে বন্দনা করিলেন। পাদ্য অর্ঘ্যের স্থানে কাসকেট উপঢৌকন প্রদত্ত হইলে পর বাবু ভগবান দাসের একটি বালিকা তনয়া শ্রীমতী সুশীলা একগাছি পুষ্পমালা প্রিন্সেসের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি মাথা নোয়াইয়া মালাগাছি গলায় তুলিয়া লইলেন। এই দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল, ফলশালী বৃক্ষ যেন আপনি নত হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর আর কয়েকটী বঙ্গবালিকা রাজবধূর উপরে কুসুম বর্ষণ করিলে পর তাঁহারা সকলকে অতি সন্তোষ-সহকারে প্রত্যভিবাদন করিলেন। মহামান্য পণ্ডিত আদিতারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দে স্ফীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুগলকরে যুবরাজের হস্তদ্বয় ধরিয়া প্রাণের ভক্তি ও প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজদম্পতী তথাহইতে পুনরায় মোটর

কারে আরোহণ করিবামাত্র সমগ্র ছাত্র-বৃন্দ সেই শকটখানি ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গেট পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া আসিল। সেই তুমুল আনন্দ মধ্যে প্রহরী. বা রক্ষক কেহই বাধা দিল না —রাজদম্পতীও উল্লসিত-নেত্রে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। পরে রামনগর ঘাটে আসিয়া সজ্জিত তরীখানিতে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য সমীর সেবন ও পূতসলিলা গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ কাশীনরেশের রামনগরস্থ দুর্গে উপনীত হইয়া চা পান ও জলযোগাদির পর সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিশীথিনী আসিয়া কৃষ্ণাঞ্চলে মেদিনীর বদন আবৃত করিলে পর, ঊর্দ্ধে চন্দ্র তারকা, নিম্নে দীপাবলী যুবরাজের জলপথে সহচরী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছিল। অন্যান্য তরী সুশোভিত হইয়া গীতবাদ্য নৃত্য দ্বারা রাজ-তরণীর সমভিব্যাহারী যাত্রার সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। মহারাজা বিজয় নগরামের আদেশানুসারে তাঁহার মানাস্পদ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ এল এল বি মহাশয়ের যত্নে ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ, সঙ্গীত সমিতির কনসার্টপার্টি ও ইংরাজি ব্যাণ্ড নৌকায় সজ্জিত হইয়াছিল এবং অত্রত্য ইংরাজপুঙ্গব-গণকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ-পুত্রের অভ্যর্থনা সমিতির শোভা বৃদ্ধি করা হয়। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মহিলাগণ তরি-ভবনে আমোদ-ভোজে পরমাপ্যায়িত হইয়া বিশ্বাস মহাশয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সকল আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা কলিকাতার ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপের চিত্রগুলি যুবরাজ ও তদীয় পত্নীর অধিক মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা নিজের নৌকা থামাইয়া ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বায়স্কোপ কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আনন্দ-লহরীর অবসান দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল। তথায় রাজ-দম্পতী অবতীর্ণ হইয়া শকটারোহণে নিজ বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

পরদিবস তাঁহারা রাজসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় মোটরকারে দুর্গামন্দির দর্শন করিয়াছেন। তথায় পাণ্ডাকে পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া রাজবধূ বানরগণকে স্বহস্তে চনক খাওয়াইয়া আমোদ উপভোগ করিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবরাত্রি উপলক্ষে ভয়ানক জনতা হওয়ায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১০টায় বারাণসী হইতে প্রস্থান করিলেন। জগদীশ্বর আমাদের ভাবী মহীপতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন, তাঁহার ভারতীয় ভক্ত প্রজাবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতির ছায়া যেন তাঁহার মহান্ উদার হৃদয়ে চিরস্থায়ী রহে। তিনি এখান হইতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একদিন নাকি কোন স্থলে

অনেক ইংরাজ নর নারী তাঁহার সম্মানার্থে কমিশনারের আজ্ঞায় আহূত হন, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া কহিয়াছিলেন "আমি ইংরাজ সর্ব্বদা দেখিতে পাই, এখানে কি দেশী লোক এমন নাই যাহাদিগকে উহাদের স্থানে আনা যাইতে পারে!"

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বাঙ্গালা প্রবচন।*

অ।

১। অখিল যুড়ে জাল পেতেছে পলাইবে কোথা?

২। অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং ন দুঃখং লৌহতাড়নে। পরমেকমহাদুঃখং কুঞ্জরৈঃ সহ তুলনে।

৩। অজাতের জাত।

৪। অতি কিছুই ভাল নয়।

৫। অতি আশায় নিরাশা।

৬। অতি ক্ষুধার্ত্তের ভাত নাই।

৭। অতি ভোজন রোগের মূল।

৮। অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ। অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

৯। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

১০। অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়।

১১। অধীনের অশেষ ক্লেশ।

১২। অনধিকার চর্চ্চা করিও না।

১৩। অনুরাগ বিনা গৌর আসবে কেন?

১৪। অম্বল খেয়ে দাঁত ভাঙলো সিঁদুর দিব কিসে? কলার কাঁটা পায় ফুটলো, গলা ধরলো বিষে।

১৫। অলঙ্কার নারীর শোভা, গড়ের শোভা ঢেঁকি। হাতীর শোভা মাহুত, সতীর শোভা পতি। সিঁথীর শোভা সিঁদুর, হাতের শোভা শাঁখা।

১৬। অলক্ষ্মী দূর হও, মা লক্ষ্মী ঘরে এস।

১৭। অলাজের লাজ।

১৮। অবতু বঃ গিরিসুত, মায়ে বল পড় পুত, পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি, না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

১৯। অবোধ পথে বসে, লাথি খায় আপন দোষে।

২০। অলি এসে মধু খায়, ভেকে নাহি জানে।

২১। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল, অর্দ্ধেক লাথি, অর্দ্ধেক চড়।

২২। অসময়ে খোঁজ নাই, সময়ে বিশ বার।

২৩। অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া, সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া।

২৪। অহল্যা পাষাণী, সেও উদ্ধার হইল।

২৫। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

* অকারাদি অতিরিক্ত কয়েকটী প্রবচন।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধূক্তি।

মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নীচ ভাব, অনেকের এই সংস্কার। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি হৃদ্য।

মহম্মদের উক্তি।

১। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গ।

২। স্ত্রীলোকের বিবাহ পক্ষে ৪টী গুণ বিবেচিত হয় :—(১) ধন, (২) সৎকুলে জন্ম, (৩) রূপ, (৪) ধর্ম্মপরায়ণতা। যে নারী ধার্ম্মিকা, তাহার অন্বেষণ কর। অন্য লাভের বিবেচনায় যদি পাণিগ্রহণ কর, তোমার হস্ত কর্দ্দমাক্ত হইবে।

৩। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল মূল্যবান্, কিন্তু সমুদায় জগতের মধ্যে ধার্ম্মিকা রমণীই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য।

৪। কুরেশ বংশের ধার্ম্মিকা রমণীরা আরবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণী। তাহারা অতিশয় সন্তান-বৎসলা এবং স্বামীর ধন রক্ষা বিষয়ে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা যত্নশীলা।

৫। যে স্ত্রী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৫ বার নমাজ করেন, রোজার মাসে উপবাস করেন, সাধ্বী এবং স্বামীর অবাধ্য নন, তিনি ইচ্ছামতে যে কোন দ্বার দিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারিণী।

৬। আমার পরিবারের কাণে কাণে অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে স্বামীরা স্ত্রীদিগকে প্রহার করে। তাহারা সদাচারী নয়।

৭। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে বিপথগামিনী হইতে শিক্ষা দেয়, সে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

৮। ঈশ্বর স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিতেছেন, কারণ তাহারা তোমাদের মাতা, কন্যা, খুড়ী ও জেঠী।

৯। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্বাধিকার পবিত্র। দেখিও তাহাদের স্বত্বাধিকার যেন তাহারা ভোগ করিতে পারে।

১০। তোমাদের কুলাঙ্গনাদিগকে মসজিদে আসিতে বারণ করিও না। তবে তাহাদের গৃহ তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

১১। স্ত্রীদিগকে সদয়ভাবে উপদেশ দিও।

১২। মুসলমান তাহার পত্নীকে ঘৃণা করিবেক না। যদি তাহার একটী দোষ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার একটী গুণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হউক।

১৩। মৌল-বিন-হাইদা নামক মহম্মদের কোনও শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন :—"হে ঈশ্বর-প্রেরিত! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি?" তিনি বলিলেন "তুমি যখন খাও, স্ত্রীকে খাওয়াইবে, তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত

করিয়া বা অন্যরূপ অত্যাচারে তাহাকে নীচ করিও না এবং অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইও না।"

১৪। স্ত্রীকে সদুপদেশ দেও, তাহার মধ্যে যদি সুবুদ্ধি থাকে, সে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বৃথা প্রলাপ পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীকে ক্রীত দাসের ন্যায় প্রহার করিও না।

১৫। যাহারি স্বভাব সুন্দর, সেই উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র।

১৬। বিধবা ও দরিদ্রদিগকে যে দান করে, সে ঈশ্বরের চক্ষে দাতা; সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা ও সর্ব্বদা উপবাসের যে ফল, সে তাহা লাভ করে।

১৭। কন্যা ও ভগিনীরা যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হয়, তদবধি তাহাদিগের প্রতি যে সদয় ও স্নেহশীল এবং তাহাদিগকে সদাচার শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গ বিধান করুন।

১৮। ধার্ম্মিকা স্ত্রী মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।

স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

বড়ই সুখের বিষয় কিছু দিন হইতে এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আবার গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার শুভ ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯০৪—৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায়, বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় এবং ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয় ৪৬৮১র স্থলে ৪৯১০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ বাড়িয়াছে এবং ছাত্রীসংখ্যা ৯৬,৪৩৩ স্থলে ১,০২,০৪০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬ বাড়িয়াছে। উড়িষ্যা এবং পাটনা বিভাগেই বৃদ্ধি অধিক; ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় কি কারণে জানি না, বিদ্যালয়ের ও ছাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে। মিশ্র বিদ্যালয়ে অর্থাৎ যেখানে বালক বালিকা একত্র পাঠ করে, সেখানেও ছাত্রীসংখ্যা ৫৪,৯৫১ স্থলে ৫৭,৪৬৭ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪½ বৃদ্ধি হইয়াছে; সেকেণ্ডারি এবং প্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১,৪৮,৮৭৪ হইতে ১,৫৬,৪৯৬ অর্থাৎ শতকরা ৫ বাড়িয়াছে।

যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টী মাত্র। একটী ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনীসিপালিটীর অধীনস্থ। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ৩৮৫৫ হইতে ৪২১৭ হইয়াছে; কিন্তু সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, ৮১২ হইতে ৬৮৯ হইয়াছে।

একটী বিষয়ে সুলক্ষণ দেখা যায়—উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক অনুভূত হইতেছে। গত বৎসরে কলিকাতার ১০টী অপার প্রাইমারি স্কুল মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে, এজন্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষে ২৭৪ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ১৩৭৯ হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষায় সহস্রাধিক ছাত্রীবৃদ্ধি কম আনন্দকর নহে।

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিম্নশ্রেণী বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার স্বহস্তে লইয়াছেন এবং এই সকল বিদ্যালয় মডেল প্রাইমারি স্কুল নামে আখ্যাত। ইহার সংখ্যাও ৪৯ হইতে ৮৬ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহা সুনিয়মে পরিচালিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বালিকা-বিদ্যালয় সকলের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অভাব পূরণার্থ গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী খুলিয়াছেন। ইহা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইয়া শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন। তথাপি অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষয়িত্রী চাহিয়া পাইতেছেন না। ইহার জন্য আরও সুবিধা করা নিতান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় পূর্ব্ববর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,১৭,১৩১ ছিল, গতবর্ষে ৪,৪০,৬০৪ টাকা হইয়াছে। প্রদেশীয় রাজস্ব হইতে ১,০৫ ৩৪৮ স্থলে ১,১৬,৬০৯ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৮০,১৫০ স্থলে ৮৯,৬৫৩ টাকা দিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী হইতে ১২,০১৯ স্থলে ১৩,০১৮ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রীদের বেতন এবং আয়ের অন্যান্য উপায়েও ২১৯,৬১৪ স্থলে ২২১,৩২১ টাকা আদায় হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে আরও অনেক অধিক ব্যয় স্বীকার করা আবশ্যক।

গতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২৭টী বালিকা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৮টী মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ২৫টীর মধ্যে ১৪টী এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে ২১টীর মধ্যে ১০টী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ মান পরীক্ষায় ৬৩, ৪র্থ এবং ২য় মান পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৯৯ এবং ১৫০১ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসে জুনিয়ার ও সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১৯টী জুনিয়ার এবং ৮টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব বর্ষে ইহার ফল উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল, ২২টী জুনিয়ার এবং ১১টী সিনিয়ার শিক্ষয়িত্রী প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

উচ্চ স্ত্রীবিদ্যালয়-সংখ্যা ৯টী এবং তাহাতে ৮০ জন শিক্ষক, তন্মধ্যে ১২ জন গ্রাজুয়েট বা উপাধিধারী, ২৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৮ জন মাত্র (trained) শিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টী ও শিক্ষক ১৪২ জন, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র উপাধিধারী, ১৩ জন

নিম্নতর পরীক্ষোত্তীর্ণ, ১৪ জন শিক্ষিত শিক্ষক। অপর প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ৪৬৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ১জন উপাধিধারী, ৮জন নিম্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ৫৩ জন শিক্ষিত শিক্ষক। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা ৩৮৫৩, তন্মধ্যে একজন বি, এ, ১জন এফ, এ, ১৯জন প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ১৮৬ জন শিক্ষিত শিক্ষক।

নিম্নশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়েও বি এ উপাধিধারী শিক্ষক, ইহাতে আনন্দও হয়, দুঃখও হয়। উপাধিধারীরা ছোট ছোট বালিকাদিগকে সামান্য সামান্য শিক্ষাদানে অনুরাগী, ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত বেতন পান, বোধ হয় না; সুতরাং কতদিন থাকিবেন নিশ্চয় নাই। হিন্দু বিধবা রমণীগণ অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রীব্রত গ্রহণে প্রস্তুত হউন, তাহাতে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জীবন সার্থক হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীজাতির অশেষ উপকার সংসাধিত হইবে।

সামাজিক চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একজন পসারওয়ালা উকীল, তাঁহার বিস্তর কাজ; কাজেই অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্ক বড় কম। কিন্তু আজ গৃহিণী তলব করিয়াছেন, তাই অসময়ে অন্তঃপুরে হাজির হইতে হইয়াছে। গৃহিণী এ কথা সে কথার পর কহিলেন,—

"ঐ লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া ঘটকটা কেন ঘন ঘন আসে, বল দেখি?"

চন্দ্র বাবু। ঘটক বেচারার উপর তোমারই বা এত রাগ কেন বল দেখি?

গৃহিণী। ঐ পোড়ারমুখোর উপর আবার রাগ হবে না? ও বামন, ওর ইনানো বিনানো কথায় কত মেয়ের বাপকে যে ভুলায়ে অচল বর চালিয়ে দিয়েচে, কত বাজার ফেরতা বাঁদর বরের গলায় মুক্তাহার পরিয়ে দিয়েচে, তার কি খবর রাখ?

চন্দ্র বাবু। তা হ'তে পারে। কিন্তু সে জন্য তোমার ভয় নেই। আমি কত হাকিম ঠকায়ে মক্কেলের বাক্সের টাকা নিজের লোহার সিন্ধুকে পুরুচি, আর আমার চোখে ধুলা দিবে ঐ মূর্খ ঘটকটা!

গৃহিণী। ওগো, ও ঠাকুরটির সঙ্গে বড় বেশী বড়াই করো না; কোন্ দিন যে ওর প্যাঁচালো বুদ্ধি তোমার ধারালো বুদ্ধিকেও ছাড়ায়ে উঠ্‌বে, তা বুঝ্‌তেও পারবে না।

চন্দ্র বাবু। কিন্তু ঘটকের শরণাপন্ন না হলেও যে আর চল্‌চে না। মেয়ের বয়স নিয়ে, লোকেরা কি বলাবলি করে, তাত শোন। এক যদি আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটায়ে, সমাজের ভয় ত্যাগ করে,

ব্রাহ্মসমাজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কোন কথাই ছিল না। মনে যখন অতটা জোর নেই, সাহসে যখন কুলাবে না,—যখন হিন্দু সমাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন ঘটক ছাড়া আর উপায় কি ?

গৃহিণী। হিন্দুসমাজে যারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, তারা কেউই ঘটকের দুয়ারে বড় যায় না। কেন, তুমি কি তোমার মনের মত একটি জানা-শুনা ছেলেকে ঠিক্ করতে পার না ?

চন্দ্র বাবু। অসম্ভব। এ অঞ্চলের লোকেরা জানে, আমার বাড়ী অনেক মুরগী জবাই হয়েচে, কিন্তু কস্মিন্ কালে কোনও ঠাকুর দেবতার পূজা হয় নি। মেয়েকে ব্রাহ্মিকা ড্রেস পরিয়ে অনেক ব্রহ্মোৎসবে পাঠিয়েছ, কিন্তু বল ত, কবে কোন্ হিন্দুর বাড়ী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছে ?

গৃহিণী। কি করে যাবে ? অমন সেয়ানা মেয়ে দেখে সকলেই যে কুৎসা করে।

চন্দ্র বাবু। সেই জন্যই ত বল্‌চি, এ অঞ্চলের কোনও হিন্দুর ছেলেই আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাজেই বিদেশে ঘটক পাঠায়ে ছেলের খোঁজ করতে হচ্চে।

গৃহিণী। মাগো! তাই নাকি ? আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হো'ক, সেও ভাল; তবু আমি অ-জানা অ-চেনা লোকের হাতে মেয়ে সঁপে দিতে পারব না।

চন্দ্র বাবু। তা হলে সেই তারক উকীলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেও। তুমিই ত তাকে দেখে বলেচ অমন সুশ্রী মানুষ খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শুধু কি দেখ্‌তেই সুশ্রী ? সে একজন জুনিয়র উকীল, তবু মাসে তার হাজার টাকা আয়! দেখেছ ত অল্প দিনে কেমন সুন্দর বাড়ী খানা বানিয়ে ফেলেছে!

গৃহিণী। হুঁ, তাকে দেখ্‌লে জামাই করতেই সাধ যায়; লেখা পড়াও খুব জানে; কিন্তু জান্‌লে হবে কি ? লোকটি অর্থপিশাচ, ধর্ম্ম কর্ম্মের ত ধারই ধারে না; তাতে আবার দোজবরে! মেয়ের কি মনে ধরবে ? সে ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই পাগল!

চন্দ্র বাবু। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করে পাগল হো'ক না, তাতে আর কে বাধা দিবে ? সে কি মনে করে ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে হলেই বড় একটা ধার্ম্মিক ছেলে জুটে যাবে ? সকলে ত আর তার মামার মত নয়। তোমার মেয়ে দেখতে শুন্‌তে, গাইতে বাজাতে—সর্ব্বগুণে যেরূপ গুণবতী, তাতে নিশ্চয়ই সে স্বামীকে তার মতে আন্‌তে পারবে। আমরা নয় সমাজের ভয়ে একজন হিন্দু ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে দিলাম; কিন্তু বিয়ের পর যদি তাকে নিজের মতে নিতে পারে, তাতে আর লোকসান কি ?

গৃহিণী। কি জানি! আমি অত শত বুঝতে পারি না। মেয়েকে সব কথা ভেঙ্গে বলি, যদি তার মত হয় ত বিয়ে হবে।

চন্দ্র বাবু। কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনি মেয়েকে সব ভেঙ্গে বল্‌তে চাচ্চ? তোমার ভায়ের যে সে চেলা। বিয়ের কথা শুন্‌লেই তোমার ভাইকে গিয়ে বল্‌বে; আর তোমার ভাই কাণে কাণে এমন মন্ত্র দিবে,—আমরা খুন হয়ে মলেও আমাদের কথা শুন্‌তে চাইবে না। তোমার ভাই-ই ত ওর মাথায় কত সব বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছে; ও নাকি ঘরে পড়েই এফ্-এ বি এ, পাশ করবে; তার পর হয় প্রচারিকা হবে, নয় ত তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করে বেড়াবে।

গৃহিণী। তুমি যে কি রকম কথা বল, আমার একটুকু ভাল লাগে না। আমার ভাই-ই ত ছেলেবেলা থেকে ওকে লেখা পড়া শিখায়ে, কত ধর্ম্মের কথা শুনায়ে মানুষ করে তুলেছে। আজ যে অমন দেবীর মত মেয়ে নিয়ে গর্ব্ব কচ্চ, সে ত শুধু আমার ভাইয়ের জন্যে।

চন্দ্র বাবু। তোমার ভাইকে ত আমি মন্দ বল্‌চি না। আমার এই ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার ভাইয়ের মত পরোপকারী ও ঈশ্বরভক্ত হতে পারতাম, তা হলে ত জীবন ধন্য হত। কিন্তু এখন কথা হচ্চে, একটি মাত্র মেয়েরে যখন ছাড়তে পারব না, তখন ত তাকে আমাদের মতেই চলতে হবে?

গৃহিণী। কি করে চালাবে?

চন্দ্র বাবু। তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তা হলে শোন, কথাটা ভেঙ্গে বলচি। তারক উকীল হেমকে বিয়ে করতে রাজি হয়েচে; এখন আমি তাকে কথা দিলেই সব ঠিক্ হয়। তোমার যখন এ বিয়েতে তত আপত্তি নেই, তখন আজ রাত্রেই তারক উকীলের বাড়ী গিয়ে সব ঠিক্ করব। তার পর তোমার ভাই এবাড়ী হ'তে চলে গেলেই হেমকে সব কথা বুঝায়ে বলব। দেখবে সে কিছুতে আমার অবাধ্য হবে না।

গৃহিণী। বল কি? হেমকে না জানায়ে আগেই বিয়ে ঠিক্ করে ফেল্‌বে? তা আমিও বল্‌চি, মেয়ে যাতে অসুখী হয়, তা করতে পারবে না; মেয়ের অমত হলে বিয়ে ভাঙ্‌তেই হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবুর মেয়ের নাম হেমলতা। হেমলতাদের দুই ঝি ছিল। এক দিন প্রথমা দ্বিতীয়াকে কহিল:—

"হাঁলো, তুই যে একলা বসে বড় হাস্‌চিস্, মাথা খারাপ হ'ল নাকি?"

দ্বিতীয়া। মরণ আর কি! বসে বসে ত কোন কাজ নেই; এলে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে! বলি আমার মাথা খারাপ হবে কেন? আমি কি কারো মাথা খেয়েচি না কি?

প্রথমা। ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লুম, তার জন্যে অত রাগ কেন গা? কি ভেবে অত হাসি পাচ্ছিল, বল্‌না?

দ্বিতীয়া। না বল্‌ব না; গিন্নি নিজেই যখন সে খবর গোপন রাখ্‌তে চাচ্চেন, তখন আমি কেন লোকের কাছে বলে বেড়াব?

প্রথমা। মাগো খাস, কি খবর, আমাকে বল্।

দ্বিতীয়া। আগে বল্ তুই কারো কাছে বল্‌বি না।

প্রথমা। তোর দিব্বি, আমি কারো কাছে বলব না।

দ্বিতীয়া। আমাদের হেম দিদির যে বিয়ে!

প্রথমা। মাগো মা, এমন কথাও তুই বল্‌তে চাচ্ছিলি নে? এই সুখবর কি গোপন রাখতে হয়?

দ্বিতীয়া। কি জানি বাপু? আমরা মা হলে ত অমন ধেড়ে মেয়ের বিয়ের খবর শুনে, পায়ে মল পরে ঝুমুর ঝুমুর করে নেচে বেড়াতুম; আর পাড়ার মেয়েদের ডেকে, বিয়ের আগেই ঘটা করে একটা ভোজ দিতুম। এ বাড়ীর সকলি উল্টা! মেয়ের মা নিজেই খবরটা চাপা দিতে চাচ্ছে!

প্রথমা। তা কথাটা আর কারোকে না বল্লেও হেম দিদিকে বল্‌তে হবে; হেম দিদির কাছে কিছু বকশিষ আদায় করব, তবে ত ছাড়্‌ব!

দ্বিতীয়া। ওলো সর্ব্বনাশি, তুই দেখচি আমাকে মজাবি!

প্রথমা। কেন গা? মজানোর কথা আবার কি হ'ল?

দ্বিতীয়া। বাড়ীতে ঐ মামা বাবুটি আছেন, উনি কি না সাধু মানুষ; ভগবানের নাম করেন, আর গরীব দুঃখীর উপকার করে বেড়ান। হেম দিদি ওঁর কথাই শোনেন। কল্‌কাতায় ভারি ব্রেহ্মসমাজ আছে না? উনি সেখানে হেম দিদিকে নিয়ে যেতে চান। সেখানে যে সব মেয়ে বিধবা, তাদেরই বিয়ে হয়। কুমারী মেয়েরা লেখা পড়া শেখে, ভগবানের নাম করে, আর দুঃখী লোকদের উপকার করে বেড়ায়। হেম দিদির বিয়ে হলে ত আর ব্রেহ্মসমাজে যাওয়া হবে না, তাই হেম দিদি বিয়ে করতে চান না। কাজেই কর্ত্তা গোপনে বিয়ে ঠিক করেচেন,—মেয়েকে জানান নাই। জান্‌লেই মামা বাবুটি দিদির কাণে মন্তোর দিয়ে একটা অনর্থ ঘটাবেন।

প্রথমা। মাগো মা, এত কথা ত আমি জান্তুম না; আমি ভাবতুম এমন রূপসী মেয়েরও কেন বর জুটে না!

দ্বিতীয়া। শুধু কি রূপ? এমন গুণই বা কয়টা মেয়ের আছে? দেখতে যেমন সাক্ষাৎ ভগবতী, মানুষকে দিতে-থুতেও যেন ঠিক্ অন্নপূর্ণা।

প্রথমা। বোন, সবই ভাল, খালি বিয়ে করে নাই বলেই যা কিছু নিন্দে; কত লোকে কত কি বলে!

দ্বিতীয়া। লোকের মুখে আগুন! তুইও যেমন পোড়া লোকের কথা শুন্‌তে যা'স্। একদিন আমার কাছে কেউ কিছু বলে ত মজাটা দেখতে পায়; তাদের পেটের নাড়ী নক্ষত্তোর বের করে দি। আমি শ্যামা ঝি, লোকের বাড়ী কাজ করে করে বুড়া হয়ে গেলুম, কার ঘরের কোন্ কথা আমার কাছে

ছাপা আছে? আমাদের হেম দিদির মত মেয়ে যদি তারা পেত, তা হলে তাদের কুল উদ্ধার হয়ে যেত!

প্রথমা। তা কি আর বল্‌তে? বড় লোকের মেয়ে, এত লেখা-পড়া শিখেচে, তা বলে কখনো অহঙ্কার দেখেছ? রোজ নিজের হাতে বাপকে রেঁধে খাওয়ায়। আমাদের উপর যে কি দয়া, তার ত কথাই নেই। জানিস্ ত সেবার সেই বোন-ঝিকে দেখতে গিয়ে ছমাস কাজে কামাই করতে হ'ল। বাবুর মুখপোড়া মুহুরী বেটা আমাকে ধম্‌কালো আর মাইনে কাট্‌লো। দিদির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়্‌তেই নিজের বাক্স থেকে মাইনের টাকা দিলেন; তা ছাড়া বোন-ঝির সাধের সময় পাঁচটাকা দিয়ে এক খানা কাপড় কিনে দিলেন!

দ্বিতীয়া। তুই যদি আমার সেবারকার কথা শুনিস! ব্যামোতে ছমাস বিছানায় পড়ে। অন্য মুনিব হলে অতদিন কি সবুর করত? নিশ্চয়ই একটা নূতন ঝি আস্‌ত। এখানে নূতন ঝি আসা ত দূরের কথা। একদিন হেম দিদি গাড়ী করে নিজেই গিয়ে আমার বাড়ী উপস্থিত। তখনই ডাক্তার ডাকালেন, নিজের হাতে পথ্য তয়ের করে আমাকে খাওয়ালেন; সমস্ত শরীরে ব্যথা বলে গা হাত টিপে দিলেন! যত দিন অসুখ ছিল, নিজে এসে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাতেই ত আমি বেঁচে উঠলুম; নইলে যমের বাড়ীই যেতে হত। শুনেছি আমার জন্যে তাঁকে সাত গোণ্ডা টাকা দিতে হয়েচে।

প্রথমা। তা শোন, আমাকে দিদি ভাল বাসেন, আমি একদিন বল্‌ব, লক্ষ্মী দিদি, বিয়ে কর, বাপের অবাধ্য হয়ো না।

দ্বিতীয়া। নালো না, তুই কিছু বলিস্ নে, কর্ত্তাতে গিন্নিতে বিয়ের কথা হচ্ছিল, আমি হঠাৎ গিয়ে তাঁদের সাম্‌নে পড়েছি, তাই শুনেছি। গিন্নি বার বার কথাটা আর কাকেও বল্‌তে বারণ করেচেন।

প্রথমা। তা বেশ; বারণ করেছেন ত কাকেও বল্‌ব না।

বলা বাহুল্য যে, কথাটা প্রথমা, দ্বিতীয়া উভয়ের দ্বারাই পাড়ায় প্রচারিত হইল, হেমের কাণে গেল। হেম অনুসন্ধান করিয়া সকল খবরই জানিতে পারিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমলতার মামার নাম অম্বিকা বাবু। অম্বিকা বাবু হেমলতার গৃহে আসিয়া হেমলতাকে কহিলেনঃ—

"আমি আজ যাব বলে তুমি নাকি কাঁদচ? আবার তোমার শৈশবকাল ফিরে এল নাকি? ছি, লোকেরা যে তোমায় ভারি ছেলে মানুষ বলে মনে করবে!"

হেম। মামা, আপনি আমার নিকট হইতে দূরে যাবেন না; আমি বড় অসহায়!

অম্বিকা। হেম, কি বলচ?

হেম। আমি বড় দুঃখিনী।

অম্বিকা। মা, কি হয়েচে বল দেখি?

হেম। কি বলব? আপনি কি কিছু জানেন না?—আমার বিবাহ।

অম্বিকা। ছি, তুমি এখনো এত ছেলে মানুষ! বিবাহের নামেই মনকে খারাপ করতে আছে? মা-বাপের তুমি একটি মাত্র মেয়ে, তোমার পক্ষে বিবাহই ত সুখের কথা।

হেম। মামা, আপনিও বলেন বিবাহ সুখের কথা। আমি যে ছেলেবেলা হতে কত আশা করে এসেছি;—আমি কত শিখব, কত কি করব—আমার মনে কত মহৎ সংকল্প!

অম্বিকা। বিবাহ করলে কি আশা ছেড়ে দিতে হবে? সংকল্প হতে ভ্রষ্ট হতে হবে? তা নয় মা। বরং কোন শিক্ষিত ঈশ্বর-ভক্ত ধার্ম্মিক যুবকের সঙ্গে পরিণয় হইলে, তোমার আত্মোন্নতির সুবিধা হবে।

হেম। বিবাহের পর কোন্ মেয়ে কতটা আত্মোন্নতি করতে পেরেছে; তা কি আপনি জানেন না? অনেক মেয়েই ত সংসারের স্বার্থে পড়ে উচ্চ আশা ও মহৎ সংকল্প চিরদিনের জন্য অন্তর হতে উৎপাটন করেছে। তা নয় স্বীকার করলাম কোনও ধার্ম্মিক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হইলেই, জীবন গড়ে উঠত; কিন্তু আমার যে কোথায় বিয়ে হচ্চে তাত আপনি জানেন?

অম্বিকা। কোথায় হচ্চে?

হেম। তারক উকীলের সঙ্গে।

অম্বিকা। তারক উকীল? হাঁ, শুনেছি তার রূপ আছে, অর্থও আছে; কিন্তু সে যে ধার্ম্মিক, তার কোন স্তাবককেও ত তা বল্‌তে শুনি নাই।

হেম। ধার্ম্মিক? আমি অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেচি, অতি লঘুপ্রকৃতির লোক। এমন ভাল বিষয় নেই, যা বিদ্রূপ করে উড়ায়ে দিবে না। যাঁরা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, দেশের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত, তাঁরা নাকি তাঁর নিকট মস্তিষ্কবিহীন উন্মাদগ্রস্ত লোক!

অম্বিকা। ছি, এমন লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে! তুমি নিশ্চয়ই এ বিবাহে সম্মত হবে না।

হেম। সম্মতি! কেহ চাহিলে ত অসম্মত হব? বাবা আমাকে না জানায়ে গোপনে গোপনে বিবাহ ঠিক্ করেছেন।

অম্বিকা। সে কি? তোমার মত বুদ্ধিমতী ধর্ম্মশীলা মেয়ের মত না নিয়ে বিয়ে ঠিক্ হয়েচে? তোমার বাপ যদি এমন নিষ্ঠুরই হবেন, তা হলে তোমাকে এতদিন অবিবাহিতা রেখে লেখা পড়া শিখালেন কেন?

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক ছোটলাট ফ্রেজারের সহিত বেহার ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পরে ডাল্‌টনগঞ্জ পরিদর্শন করেন। ২৯এ মার্চ্চ সিমলা যাত্রা করিবেন।

২। এ বৎসর ভারতের নানাস্থানে শস্যাভাব, আবার পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে।

৩। এ বৎসর বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার জয় হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে পুনা বালিকা-বিদ্যালয় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ডাক্তার আর জি ভাণ্ডারকারের পৌত্রী কুমারী ভাণ্ডারকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল বগলা নিজব্যয়ে যাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, ছোট লাট আনন্দসহকারে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৫। কলিকাতার গ্রাণ্ড থিয়েটারে স্বদেশহিতৈষী বীরদিগের অভ্যর্থনা হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদক ও অন্যান্য সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন।

৬। গত ৫ই মার্চ্চ টাউনহলে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আসোসিয়েসনের এক সভা হইয়া ৪৪ জন বিদেশযাত্রী ছাত্রকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্প শিক্ষার্থ যাইতেছেন।

৭। পুনা বিধবাশ্রমের শ্রীমতী কাশীবাই দেবদার ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিধবাদিগের অবস্থোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৮। ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২৪ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে।

৯। লাহোরের আর্য্যসমাজ একটী মুসলমান বিধবাকে "ধর্ম্মদেবী" নাম দিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছেন।

১০। সার আলেকজাণ্ডার পেডলারের স্থানে জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ বিশেষ আনন্দকর।

১১। ২০এ ফেব্রুয়ারি বেথুন কলেজে লেডি মিণ্টো পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং অনরেবল্ রিচার্ডস সভাপতিত্ব করেন।

১২। ডেন্মার্করাজ ক্রিশ্চিয়ানের সমাধি অনুষ্ঠান ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইয়াছে, ৭০,০০০ লোক উপস্থিত হয়।

১৩। কমন্স সভায় লোথার সাহেব স্পিকার বা সভাপতিরূপে পুনর্ম্মনোনীত হইয়াছেন।

১৪। জাপানের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ মুলতান প্রভৃতি স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

১৫। সুপ্রসিদ্ধ লুবের স্থানে ফুলিয়ার ফরাসী প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনিও

অনেক ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

১৮। ডাক্তার জে এন রিবেভিক টি্রো মৃত্যুকালে ৭০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাহাতে গোয়া বা কোচিন নগরে শিশু-আশ্রম হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভাস্করানন্দ-চরিত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কাশীর স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনী অতি যত্নের সহিত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ইঁহার বাল্যকালের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসগ্রহণ, তপস্যা, জীবনের কঠিন পরীক্ষা, পদব্রজে ভারতভ্রমণ, উপদেশাবলী ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি দ্বারা গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত হইয়াছে। এরূপ অমূল্য জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরই পাঠ্য।

২। রিয়াস-উস-সালাতিন—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ-নিবাসী গোলাম হোসেন সলেমী পারস্য ভাষায় যে বাঙ্গলার ইতিহাস লেখেন, ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ। ইহাতে বাঙ্গলার প্রাচীন বিভাগ ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ নগরের বর্ণনা আছে এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ হইতে মুর্শিদাবাদের নবাববংশের রাজত্ব বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও ধারাবাহিক এরূপ বঙ্গেতিহাস দুর্লভ। অনুবাদক অনেকগুলি টীকা টিপ্পনী দিয়া গ্রন্থের ভ্রমসংশোধন ও অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৩। অশ্রুবিন্দু—শ্রীসরলা দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এ কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও সাধারণ পদ্য গ্রন্থের মত নয়, ইহাতে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতা আছে। আমরা যে যে কবিতা পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই নূতনত্ব দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। ভাষা সরল, সরস ও মধুর। নবীনা লেখিকা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হা। তিনি অবলম্বিত ব্রতে সিদ্ধি লাভ করুন্ আমাদের এই প্রার্থনা।

৪। কুসুম গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ।৷০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা, গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার সুনিপুণতা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের কোন কোন কবিতা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি লেখিকার গৌরবের উপযুক্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

বসন্ত সমাগমে।

কোথা হতে এলে তুমি
হে বসন্ত ঋতুরাজ!
পরালে ধরণী মায়ে
যতনে মোহন সাজ। ১

কিবা নব শ্যামাম্বর
করা'য়েছ পরিধান;
আপাদ মস্তক মার
ফুল-সাজে শোভমান। ২

মলয় মারুতে বুঝি
করিয়াছ নিয়োজন,
ব্যজন করিতে মায়ে
ভক্তিভরে অনুক্ষণ? ৩

অঞ্চল দুলিছে তাহে,
গাছে গাছে কিশলয়;
সৌরভ ছুটিছে তাহে,
মন বিমোহিত হয়। ৪

কলকণ্ঠ পাখিকুল
ধরিয়াছে কত তান,
তাদের বলেছ বুঝি
মায়েরে শুনাতে গান? ৫

বর্ষে বর্ষে ঋতুরাজ
তোমার সৌভাগ্য কত,
যারে তুমি ভালবাস,
তোষ তারে মনোমত। ৬

আমার দেবতা যিনি,
বর্ষ বর্ষ কেটে যায়,
তাঁকে তো পূজিতে নারি
প্রেম ফুল দিয়ে পায়!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর প্রতি।

নারী তুমি! এত শক্তি, তোমার ভিতরে?
এত স্নেহ, এত আশা,
স্নিগ্ধ পূত ভালবাসা,
কাঁদিছে কোমল প্রাণ, স্বদেশের তরে।
আপনার দায়িত্বের
গুরু ভারগুলি
পারে নাই ভুলাইয়া রাখিতে তোমায়।
ও তোমার মুখ চেয়ে
দেখ গো স্বরগ-মেয়ে,
এ দীনার, স্বার্থ সাধ, মরিছে লজ্জায়।
তব উন্মাদিকা বাণী,
হৃদয়ে দিয়াছে আনি,
মলিন বিষাদভরা নীরব ধিক্কার।
ক্ষুদ্র নারীশক্তি নিয়ে

---

* ভারতমহিলা সমিতিতে শ্রীমতী হেমন্তকুমারীর জাতীয়তা সম্বন্ধে তেজস্বী ও সুশ্রাব্য, বক্তৃতা শুনিয়া লিখিত। লেখিকা।

এই মহা গান গে'য়ে
ভারত-শ্মশানে আজি, বীণাপাণি সম
বাসন্তি পরশ ভরে,
জাগাইতে চাহ ধীরে,
জাগাবে কি, নিদ্রামগ্ন ম্লান হিয়া মম ?
সুদূর সে অতীতের
সুখস্মৃতি হতে
এনে দিবে, সু-বারতা, এই ভগ্ন চিতে ?
ভারতের রমণীর
উন্মাদিকা গানে
বাজিয়া উঠুক ধ্বনি প্রতি প্রাণে প্রাণে,
জগতের প্রতি অণু
জেগে উঠে যথা
বসন্ত পরশভরে।
গভীর নিদ্রার পাশে
জাগরণ ভেসে আসে,
পুলক রোমাঞ্চ উঠে, ধরা কাঁপে থর থরে।

সরলা দত্ত।

যামিনী।

যামিনী আসিছে দেখে, কালো বসন পরে,
সসম্ভ্রমে সন্ধ্যারাণী দূরে গেল সরে।
ছুটে এল শিশুদল খেলা ভেঙ্গে দিয়ে,
শ্রান্তি দূর কর্ত্তে আহা মার কাছে গিয়ে।
ঘুমাল শিশুর দল—হইল নীরব,
লভিতে বিশ্রাম ব্যস্ত বিহঙ্গ মানব।
চারি দিকে নাহি আর সাড়া শব্দ কার,
মাঝে মাঝে শুনি শুধু ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দুই এক শিবা,
চড়ায়ে সপ্তম সুর ডাকে তুলি গ্রীবা।
শ্রুতিকটু রবে ডাকে পেচকের রাণী,
আনন্দে তুলিয়া তার চন্দ্রাননখানি।
কয়েকটী লোক ছাড়া ঘুমাইল সব,
জগতে ঘটিল যেন কাণ্ড অভিনব।
বিনিদ্র হইয়া বিশ্বে র'ল যে ক'জন,
তার মাঝে দুই কাজে দুই দল রন।
পরস্ব হরণ তরে ঘোরে এক দল,
কুকাজ ভেবেছে যারা জীবন-সম্বল।
বাকি এক দল যাঁরা রহেন জাগিয়া,
নির্জ্জনে মহৎ কাজ সাধন লাগিয়া।
দিবসের কলরবে মিটে নাই আশ,
পূরিবে সে ক্ষতি এবে এই অভিলাষ।
তাই তাঁরা নিরজনে বসিয়া এখন,
চাঞ্চল্য-রহিত হয়ে করেন সাধন।
বদ্ধজীব পাশে যাহা রাত্রি গণ্য হয়,
মুক্তাত্মার কাছে তাহা দিবা আলোময়।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

আজিরে কোথায় ?

যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ, জানে কি জগতে কভু ?
ছাই হয়ে গেছে সব, আগুন গেল না তবু।
কে বোঝে কেমনে যায় দিবস রজনী মোর,
নিবেছে সকল আলো, হৃদয় আঁধার ঘোর।
যেই মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হৃদি মাঝে,
অচিরে শুকায়ে যাবে স্বপনে ভাবিনি তা' যে।
জীবনে সে নবযুগ, কেমনে কহিব আর,
আজি তা কোথায় গেল, স্বরগে অভাব যার ?

এ শ্মশান একদিন নন্দন-কানন ছিল,
তেমন শোভার রাশি, কেবা ভেঙ্গে চুরে দিল ?
মন্দার মধুর বায়ে সদত জুড়াত হিয়া,
সে সুরভি—কি কহিব, প্রাণ পরশিত গিয়া !
(নন্দন মন্দার স্বর্গ, উপমা হলো না ছাই,
অনুপম অতুলন ত্রিদিবে তেমন নাই।)
সে সুধা কোথায় আজি, যাতে হিয়া ডুবে ছিল,
বিনিময়ে বুকযুড়ে কেবা বিষ ঢেলে দিল ?
সে স্বপন সে মদিরা আর ত এলনা ফিরে,
জীবনের মত মোর সে নেশা ছুটিল কিরে ?
যে শুভ মুহূর্ত্তটুকু, কৈলাস গোলোক সাথে—,
বিনিময় মনে করি, অশনি পড়িত মাথে ;
সে দিন কোথায় আজি ? সে কথা বলিব কারে ?
রাজরাণী—ভিখারিণী, বাকি ত থাকিল নারে।
পল অনুপল তার যদিরে এখনো পাই,
চাহিনা যক্ষের ধন, বৈকুণ্ঠে বাসনা নাই।
জগৎ আপনা ভুলি, যে ভাবে সদত ভোর,
সে ভাব পরশ মণি, আজিরে কোথায় মোর ?
আছিনু যাহার ঘোরে, উন্মত্ত সাধক প্রায়,
সে সাধনা, সে কামনা, বলিয়ে বুঝান দায়।
সেই মহাযোগ,—যাহা সদত সাধিত চিত,
যাহার মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত।
যেখানে সেখানে থাকি, নয়ন দেখিত যায়,
সে ছিল সবেতে মিশে, সব যে মিশান তায়।
সে ভাব কি আসিবেরে জীবনে দ্বিতীয়বার,
সাগর-তরঙ্গবৎ, বিরাম ছিল না যার ?
উদ্বেলিত ভাবরাশি, জগৎ সুধাতে ভরা,
তেমন নেশার ঘোর কি ক'রে ভাঙ্গিল ত্বরা ?
ভেবেছিনু এ জীবনে সে নেশা যাবে না কভু,
এমন মোহের ঘুম, কেন বা ভাঙ্গিলে প্রভু ?
বুঝেছি—যা সুর-সেবা, তাকি গো অধমে রয় ?
অমৃত অমর-ভোগ্য, মর জগতের নয় !
বেশীত চাহি না কিছু, সুধু ভাবটুকু সেই,
বারেক আনিয়ে দাও, আর কোন সাধ নেই।
তুমি ত সকলি পার দাসীর ধারণা এই,
সৃজন পালন-লয় সকলে যে তুমি সেই।

শ্রীহরিমতি দেবী।

আবাহন।

এস তৃণ আস্তরণে বসিয়া দুজন,
প্রকৃতির রত্নরাশি করিব লুণ্ঠন।
অদূরে গাহিবে গীতি শ্যামা পাপিয়ায়,
সেই স্বর শুনি সথে, মোরা দুজনায়
দুজনে বিভল প্রাণে চাহিব দুজনে,
অমৃত উচ্ছ্বাস কত বয়ে যাবে মনে।
আবার প্রাণেশ, মোরা শ্যামল সন্ধ্যায়,
বসিব তটিনী-তটে মুগধ হিয়ায়,—
স্বচ্ছ বক্ষে হেরি তার তারকানিকর,
লুটিব বিভলে তব হৃদয় উপর ;
আদর সোহাগে তুমি করিবে তোষণ,—
তটিনীরে সিন্ধু যথা করে আলিঙ্গন।
আনন্দে উন্মত্ত তাহে হবে প্রাণ মোর,
জোছনা মদীতে আমি হ'য়ে প্রেমে
ভোর,
লিখিব সে প্রেম-গাথা অমর অক্ষরে,
এই সাধ সদা মোর জাগে এ অন্তরে।
দয়া করি কর মোর এ সাধ পূরণ,
জাগুক হে নব তানে এ মৃত জীবন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

Bamabodhini Patrika.

The Convocation of the Calcutta University came off on Saturday the 3rd of March. Lord Minto as Chancellor presided and Sir Alexander Pedler, Vice-Chancellor gave an address. Among the recipients of degrees a lady was loudly cheered when the B. A. diploma was handed to her.

Sir Charles Diike's Women's Franchise Bill provides that every man and woman shall be qualified to vote and no person can be disqualified by sex or marriage from membership of either House of Parliament.

A sister of ours from Benares sends us a graphic description of the reception of their Royal Highnesses—the Prince and Princess of Wales in that city, which is published as an article in the body of the paper. Every thing in this connection was well-regulated and gave satisfaction to the august visitors as well as to the public.

The royal reception at Madras was also a great success. Lady Amphill took great care in arranging about the interview of the Princess of Wales with the Purda party. A good many Ranis and respectable ladies of the Madras Presidency came from distant outside places and were highly gratified by the condescending and graceful manners of the future Empress of India, who greeted each one of them and took particular interest in their children. She remarked that though there was not much time to devote to each town, yet the visit was full of interest to their Royal Highnesses.

OUR WOMEN.

Women in India hold a very low place in society and are deemed inferior to men almost in all respects. They are dependent on their male guardians—father, husband, or son, and are often entirely at their mercy. The following picture given of them by their greatest friend and benefactor—the illustrious Raja Ram Mohon Ray, when he fought hard to get the practice of burning widows abolished, still to a great extent holds good as regards the great majority of our females.

"If in the preparation or serving up of the victuals they commit the smallest fault, what insult do they not receive from their husband, their mother-in-law, and the younger brothers of their husband? After all the male part of the family have satisfied themselves, the women content themselves with what may be left whether sufficient in quantity or not. Where Brahamans or Kayustus are not wealthy, their women are obliged to

attend to their cows and to prepare the cow-dung for firing. In the afternoon they fetch water from the river or tank, and at night perform the office of menial servants in making the beds. In case of any fault or omission in the performance of those labours they receive injurious treatment. Should the husband acquire wealth, he indulges in criminal amours to her perfect knowledge and almost under her eyes, and does not see her perhaps once a month. As long as the husband is poor, she suffers every kind of trouble, and when he becomes rich, she is altogether heart-broken. All this pain and affliction their virtue alone enables them to bear. Where a husband takes two or three wives to live with him, they are subject to mental miseries and constant quarrels. Even this distressed situation they virtuously endure. Sometimes it happens that the husband for preference for one of his wives behaves cruelly to another. Amongst the lower classes and even better classes who have not associated with good company, the wife on the slightest fault or even on bare suspicion of her misconduct is chastised as a thief. A respect to virtue and their reputation generally makes them forgive even this treatment. If unable to bear such cruel uasge, a wife leaves her husband's house to live separately from him, then the influence of the husband with the magisterial authority is generally sufficient to place her again in his hands; when, in revenge for her quitting him, he seizes every pretext to torment her in various ways and sometimes even puts her privately to death. These are facts occurring every day, and not to be denied."

Woman in ancient India was called *Mahila* or a being to be worshipped and at the time of marriage she was united with her husband (as *Sahadharmini* in the strictest sense of the word *i. e.* a life-companion for the practice of religion. She was then greeted as *Samragni* (সাম্রাজ্ঞী) or empress over her husband's father, mother, brothers and sisters as well as over the domestic servants and animals of his house. She had not only the right to inherit property called *stridhan* and acquire knowledge both theoretical and practical, but she also took part in composing the *vedas*, from a study of which she has subsequently been debarred. The ancient lawgiver *Manu* compared "stree" (wife) to "sree" (goddess of fortune) and the Mahanirban Tantra boldly asserted

"যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

The gods delight to dwell where women are adored and all rights and ceremonies are of no avail where women are not adored.

It is the light of education which can dispel all darkness and help the fair sex of this land to attain the high position in society they once occupied. This light has dawned, but it has as yet benefited only a microscopic portion of Indian women. We are glad to find that the opposition to female education which was very common, even a quarter of a century ago, has vanished away and parents and husbands are now anxious to give at least some education to their daughters and wives. We are glad also that our girls are fairly competing with boys in passing the various University examinations and learning some professions. The benign government is also

helping the cause of female education with increased pecuniary aid and encouragement. The educated women themselves are on many occasions taking the lead in the improvement and enlightenment of their less fortunate sisters. We hope and pray that God may bless these several endeavours for the regeneration of His daughters in India and crown them with every success.

TRIBUTES PAID TO WOMEN

1. Woman is the masterpiece—*Confucius.*

2 Women teach us repose, civility and dignity. -*Voltaire.*

3. Shakespeare has no heroes, he has only heroines -*Ruskin.*

4. All that I am, my mother made me—*John Quincy Adams.*

5. If woman lost Eden, such as she alone can restore it.—*Whitter.*

6. Woman is last at the cross and earliest at the grave—*E. S. Barret.*

7. A handsome woman is a Jewel; a good woman is a treasure. -*Saadi.*

8 There is a woman at the beginning of all great things.—*Damartine.*

9. The sweetest thing in life is the unclouded welcome of a wife—*N. P. Willis.*

10. Women are a new race, recreated since the world received Christianity. —*Beecher.*

11. Woman is the most perfect when the most womanly.—*Gladstone.*

12. Heaven has nothing more tender than a woman's heart when it is the abode of pity.—*Luther.*

SAYINGS FROM RUSKIN.

To paint water is like trying to paint a soul.

No royal road to anywhere worth going to.

When you have got too much to do, don't do it.

If you can paint a leaf, you can paint the world.

Any body who makes religion a second object, makes religion no object.

To live is nothing unless to live to know Him by whom we live.

The most beautiful things in the world are the most useless—peacocks and lilies, for instance.

In Persia if a vase or China ornament is broken, instead of commiseration to the owner. he is heartily congratulated, as it is supposed that an accident was bound to happen, and it is a matter for congratulation that it was not a limb that was broken or a life lost.

A rule for conversation—As a general rule it is wise to drop from conversation and, as far as possible, from memory, all that is unpleasant or sad, or wrong, unless there be some positive and urgent reason for recalling it. Such things perish far more quickly by neglect than exposure; while every thing which is good, and just, and beautiful, is quickened and strengthened by being brought to the light and emphasised.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 512 April, 1906

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৩ বর্ষ। ৫১২ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩১২। এপ্রেল, ১৯০৬।	৮ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের স্বদেশযাত্রা—বেলুচিস্থানের কোয়েটা হইতে করাচি বন্দর দিয়া এপ্রেলের প্রথমেই যুবরাজ সস্ত্রীক বিলাতযাত্রা করিবেন; মিসরে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া গ্রীসে পিতৃদেবের সহিত মিলিত হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড নূতন পার্লেমেণ্টে বক্তৃতার সময় পুত্রের ভারতভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন। পিতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া ভারতের কল্যাণার্থ কি অনুষ্ঠান করেন, আমরা দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—"National Council of Education" জাতীয় শিক্ষা-সমিতি নামে একটী কমিটী গত ১২ই মার্চ্চ ল্যাণ্ডহোল্ডার্স আসোসিয়েসন সভাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফণ্ড ৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং ইহা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হইবে।

এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে শিল্প, সাধারণ ও ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমর্থিত না হইলে ইহার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও উন্নতি কতদূর সম্ভব? কেবল শিল্প ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়াও করা যাইতে পারে।

রাজপ্রতিনিধির সিমলা যাত্রা—২৯এ মার্চ্চ লর্ড মিণ্টো গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি পরিদর্শনপূর্ব্বক এপ্রেলে সিমলা পৌছিবেন। লেডী মিণ্টো দেরাদুন হইতে লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিবেন।

বরিশালের গৌরব—বিলাতী মদ বিক্রয় বরিশাল জেলা হইতে একেবারে

উঠিয়া যাইতেছে। বরিশাল সহরে বঙ্গ প্রদেশীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত রসুল সভাপতি হইবেন।

স্ত্রী-শিক্ষায় দান—বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ১০০০৲ দান করিয়াছেন।

ওবার্টুন হল—এখানে দুইজন জাপানী আসিয়া স্বদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ৩১এ মার্চ্চ ভারতীয় স্বদেশজাত দ্রব্য সকলের এখানে প্রদর্শন হইবে। আলেন সাহেব সভাপতিত্ব করিবেন।

এই হল খ্রীষ্টীয় যুবক-সমিতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্বদেশ-হিতকর অসাম্প্রদায়িক অনেক শুভানুষ্ঠান এখানে হইয়া থাকে।

কলিকাতার উন্নতি সাধন—১৯০৭ সালের এপ্রেলের পূর্ব্বে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

লর্ড কর্জন বঙ্গচ্ছেদ করিয়া কলিকাতার উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছেন। এখন বেশী টাক্স আদায় করিয়া ইংরাজ মহলের সাজসজ্জা বাড়াইলে কি প্রকৃত উন্নতি হইবে?

কর্জন স্মৃতিফণ্ড—এই ফণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ৯৬ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অপ্রিয় শাসনকর্ত্তার স্মৃতিরক্ষার্থ ভারত হইতে প্রায় লক্ষ টাকা উঠিল। আর ভারতের পরম প্রিয় হিতকারী লর্ড রিপণের জন্য কিছুই হইল না! ইহা অপেক্ষা এ দেশের লোকের অপদার্থতার পরিচয় আর কি হইতে পারে?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর—বর্ত্তমান এপ্রেলে সার আলেকজাণ্ডার পেডলার অবসর লইতেছেন, তাঁহার স্থানে সিবিলিয়ান আরল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগ পরিচালন জন্য শিক্ষাবিভাগের কোনও উপযুক্ত লোক নিয়োগ না করা সর্ব্বসাধারণের মতবিরুদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কোনও অভিপ্রায় আছে।

দুর্ঘটনা—(১) ফরাসী করিয়াস কয়লা খনিতে আগুন লাগিয়াছে, অন্যূন ১২০০ লোক মরিয়াছে। ইহাদের আত্মীয় বন্ধু ২৫,০০০ লোক খনির ধারে আসিয়া হাহাকার করিয়াছে।

(২) উত্তর সাগরে ঝড়ে কতকগুলি নৌকা ও জাহাজ ডুবী হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

(৩) হাওয়াই দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাতে ৩টী গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৪) সিমলার সন্নিহিত স্থানে ভূমিকম্পে কয়েকজন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

(৫) ফর্ম্মোসা দ্বীপে ভূমিকম্পে হাজার হাজার অট্টালিকা পতিত ও অনেক প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-যোদ্ধা—ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা সম্প্রতি মার্কিনদিগের সহিত যুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া ঢালরূপে ব্যবহার করে। অনেক স্ত্রীলোক সম্মুখ-যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। স্ত্রী-হত্যা জন্য মার্কিনদিগের কলঙ্ক হইয়াছে।

জাপানের প্রতি সহানুভূতি—কানাডাবাসিগণ জাপানের দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ ২½ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ময়দা পাঠাইতেছেন।

ইংলণ্ডের ষ্টক একস্‌চেঞ্জ ১১॥ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

রুষজাপ যুদ্ধে জাপানের গৌরব উজ্জ্বল এবং রুষের দর্প চূর্ণ হইলেও উভয় রাজ্যের উপর দুর্ভিক্ষের অভিসম্পাত পড়িয়াছে এবং ভিন্ন রাজ্য সকলকে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জাতীয় বিবাদ সকল প্রথমোদ্যমেই মিটাইলে সাধারণের এ কষ্ট ভোগ হয় না।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, এম এ, ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম্ম ও স্বদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়া মার্চ্চের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে ভারতের হিতব্রত-সাধনের আরও উপযুক্ত করুন্।

থেরী-চরিত।

ভগবান্ গোতম বুদ্ধের উপদেশে যে সকল রমণী মুক্তি লাভ করিয়া থেরী (জ্ঞান-স্থবিরা) নাম পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনায় অশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। বুদ্ধদেবের কৃপায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের অসংখ্য রমণী ধর্ম্মপ্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজি সে কথার স্মৃতিতেও সুখ আছে। প্রবাসী পত্রিকায় এই পুণ্যময়ী রমণীদিগের গাথাপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ থেরীগাথার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত করিতেছি। ভারতমহিলাদিগের নিকট কয়েকজন থেরীর জীবনচরিত আলোচনা করিব।

১। শ্রীমতী খেমা (সংস্কৃতে ক্ষেমা হইবে), মগধরাজ্যের সাগল নগরের মদ্ররাজের দুহিতা। মগধপতি প্রসিদ্ধ রাজা বিম্বিসার অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন, খেমা সেই পত্নীবর্গের একজন। বিবাহিতা হইবার পর খেমা একদিন দাসদাসী লইয়া বেলুবনবিহারে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে যান। বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, খেমার বিলক্ষণ রূপযৌবনের অভিমান। তখন তিনি যে পরম উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে খেমা রূপ-যৌবনের অসারতা বুঝিয়া মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন; তাহার একটি উক্তি ধর্ম্মপদের তন্হাবগ্‌গের মধ্যে নিবিষ্ট আছে :—

> যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
> সয়ং কতং মক্কটকো ব জালং
> এতং পি ছেত্বান পরিব্বজন্তি
> অনপেক্‌খিনো কামসুখং পহায়।
> (৩৪৭ শ্লোক)

> ঊর্ণানাভ নিজকৃত আনায় মাঝারে
> বদ্ধ হয়ে অবিরত বিচরণ করে ;
> সেইরূপ সংসারেতে সমাসক্ত জন
> আত্মকৃত মোহ-জালে বদ্ধ অনুক্ষণ।

পণ্ডিতেরা এই জাল করিয়া ছেদন,
করেন তেজিয়া দুঃখ বৈরাগ্য গ্রহণ।

(সতীশচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ)

খেমা তাহার পর ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিয়া থেরী নাম প্রাপ্ত হয়েন এবং ভিক্ষুণীমণ্ডলীতে অগ্গ সাবিকা (অগ্র-শ্রাবিকা) বলিয়া সম্মানিতা হয়েন। রাজার রাণী স্বাধীন ভাবে আসিয়া ভিক্ষুণী হইতেছেন, এ কি আমাদের ভারতবর্ষের কথা?

খেমা একবার মারের প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। সে যেন বলিতেছিলঃ—

দহরা তুবম্ রূপবতী অহংপি দহরো যুবা।
পঞ্চঙ্গিকেন তুর্যোন এহি খেমেরমামসে।

দহরা শব্দের অর্থ তরুণী; শ্লোকের অন্য অর্থ সহজ। খেমা তাহার পর যে যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ-সহ দিলে ভাল হইত; কিন্তু অত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা চলে না। ইচ্ছা আছে সমগ্র থেরী-গাথার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব।

কোশলপতি প্রসেনজিতের দুহিতা খেমাও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অর্হতী খেমা নামে প্রসিদ্ধা।

২। শ্রীমতী উপ্পল বণ্ণা (উৎপলবর্ণা)। উপ্পলবণ্ণা না কি উৎপলবর্ণাই ছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যখন যুবতী হইলেন, তখন তাঁহার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক জন রাজপুত্রও এই রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠী দেখিলেন বড় গোল; তিনি ব্যবসায়জীবী লোক; কোন এক রাজাকে কন্যা দান করিয়া অন্য রাজার বিরাগভাজন হওয়া কিছু নয়। তখন তিনি কুমারীকে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া ভিক্ষুণী করিয়া দিলেন। ইনি খুব সু-শিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া একজন অগ্র-শ্রাবিকা হইয়াছিলেন।

৩। ধম্মদীন্না—এই রমণী রাজগৃহের বিশাখ নামক শ্রেষ্ঠীর দুহিতা। বিশাখ যখন নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, ধম্মদীন্না তখন বুদ্ধদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি খুব সুশিক্ষিতা অথচ অবিবাহিতা ছিলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই যুবতীর ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল নিগূঢ় কথা হইয়াছিল, তাহা এখন মজ্‌ঝিমনিকা গ্রন্থে চুল্লবেদল্ল সুত্ত (৪৪ সুত্ত)। যুবতী রমণীর এমন গভীর জ্ঞানের যথার্থ ইতিহাস পাঠে কি আনন্দই হয়! সেই আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বের কথা থাকুক, এ কালের সভ্য দেশেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। এই ছিল প্রাচীন ভারত!

বুদ্ধদেব ইহার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ধর্ম্মতৃষ্ণা দেখিয়া ইঁহাকে ধর্ম্মকথিকাদিগের প্রধানা করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। ভদ্দা (ভদ্রা)—ভদ্রাও রাজগৃহের এক বণিগ্-দুহিতা। সৎথুক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারের প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে। যখন সৎথুকের মৃত্যু হইল, তখন ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন; সেই জন্য ইঁহার নাম হয়

কুণ্ডলকেশা। ভদ্রা পুরাণনিগণ্ঠা বলিয়াও ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। স্বয়ং ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্তের সহিত ইঁহার ধর্ম্মবিচার হইয়াছিল; এ বড় সহজ কথা নহে।

৫। সুমেধা—ইনি মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্চের দুহিতা। বারণবতী নগরের অনিকরত্ত রাজার সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সুমেধা বুদ্ধদেবের নবপ্রচারিত ধর্ম্ম কথা শুনিয়া ভিক্ষুণী হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অনিকরত্ত স্বয়ং সুমেধাকে এই পবিত্র ব্রত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং সুমেধা থেরী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

৬। সুপ্রসিদ্ধা অম্বপালী পতিতা রমণী ছিলেন; তাঁহার বিবরণ বুদ্ধদেবচরিতে অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। অভ্ঢ় কাশী এবং বিমলা নামে আরো দুই জন থেরীর জীবনচরিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারাও পতিতা রমণী ছিলেন; এবং যৌবনেই পাপমুক্তা হইয়া থেরী হইয়াছিলেন। বুদ্ধশিষ্য মোগ্‌গলানকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বেশালীনগরীর এক পতিতা রমণীর কন্যা বিমলা নিযুক্তা হইয়াছিল। বিমলা ভিক্ষুর মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া পাপ জীবন পরিহার করিয়া থেরী হইয়া গেল।

যে দিন রমণীর স্বাধীনতা ছিল, রমণীরা সুশিক্ষিতা হইতেন, ধর্ম্ম প্রচারিকা হইতেন; যেদিন রাজরাণী হইতে পতিতা রমণী পর্য্যন্ত মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিত, ভারতের সেই শুভ দিন আবার কি ফিরিয়া আসিবে? *

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

* পাঠিকাদিগের ভাল লাগিলে অন্য থেরীদিগের কথাও লিখিব।—লেখক।

আমার পরীক্ষা।

(গল্প)

সে আজ কত বৎসরের কথা, যৌবনের প্রথম অঙ্কেই আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এতদিন পরে এখনও সে কথা ভাবিতে আমার প্রাণ আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠে। তাই আজ আমার পাঠিকা ভগিনীগণকে সে সুখ সৌভাগ্যের কথা জানাইতে সাধ হইল। ভরসা করি আমার এ ক্ষুদ্র কাহিনী তাঁহাদিগকে ক্ষণেকের জন্যও প্রীতি দান করিতে পারিবে।

আমি একটী পল্লীগ্রামবাসী মধ্যবিত্তের কন্যা। পল্লীগ্রামে থাকা নিবন্ধন আমি আধুনিক কালের মত সুশিক্ষিতা হইবার সুযোগ পাই নাই, আর আমি সুন্দরী শ্রেণীর মধ্যেও গণ্যা নহি। সুতরাং সকলেই বুঝিতেছেন, আমার রূপও নাই,

গুণও নাই! আমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া পিতা মাতা ভাবিয়া আকুল হইতেন। আজকাল মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা কেহ না জানেন এমন নয়, বিশেষতঃ কালো মেয়ের বিবাহ! বিলাতী সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের দেশে এখন অনেকেই কৃষ্ণবর্ণের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত যুবকমাত্রেই কালো মেয়ে বিবাহ করিতে একেবারে নারাজ। সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ নব্যশিক্ষিত অনেকেই শিক্ষা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নিজজীবনে উপন্যাসের মত অভিনব সুখের কল্পনা করিতে থাকেন—কোন স্বর্গভ্রষ্টা সুরকন্যাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া সংসার-মরুতে নন্দনকাননের প্রতিষ্ঠা করিবেন মনে করিয়া, ভাবী সুখ-স্বপ্নে কত প্রীতির ছবিই অঙ্কিত করিয়া রাখেন! কিন্তু বাস্তব জীবনে, কয়জনের ভাগ্যে সে সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়? জীবন-সংগ্রামের কঠোর কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য হইয়া আশাভঙ্গে, তাই কেহ কেহ আবার একেবারে নিরুৎসাহ ও উদাসীন হইয়া পড়েন। আর যাঁহারা বলপ্রয়োগে পুত্রের অমনোনীতা কৃষ্ণবর্ণা পুত্রবধূ গৃহে আনেন, তাঁহাদের পুত্ররত্ন সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষী হন। আবার এমনও শুনা যায় যে, কেহ কেহ শুধু উক্ত কারণে আত্মঘাতী হইয়া জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করেন। হায়! সৌন্দর্য্যের মোহ!

আমার এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমার জীবনেই এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার বিবাহের পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে পিতা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, মা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমার শরতের বর নাই, ও চিরকুমারী হইয়া থাকিবে।" শুনিয়া আমারও মনে বড় দুঃখ হইত, সত্যই কি আমি এত অপদার্থ যে কেহই আমায় গ্রহণ করিতে চায় না! হায় ভগবান্! কি পাপে আমায় শ্যামাঙ্গী করিয়াছ? নীরবে মনের দুঃখ মনেই রাখিতাম। একদিন শুনিলাম, বাবা মাকে বলিলেন, "শরতের জন্য একটী ছেলের ঠিক্ করিয়াছি, অতি সুপাত্র, যদি আমাদের অদৃষ্টে সুখ থাকে, তবেই সে ঘরে শরতের বিবাহ হইবে। পিতার ধন সম্পত্তি যথেষ্ট, একটি মাত্র পুত্র, আর পাত্রের পিতা অতি মহৎ ব্যক্তি, আমার বিস্তর কাকুতি মিনতিতে তিনি শরতের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আগামী বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বাবার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, আনন্দে মার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। মা বলিলেন, "ধন্য ঈশ্বর! আমি ভাবিয়াছিলাম, শরতের আর বিবাহ হইবে না।" অনেক দিনের পর পিতা মাতার মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া, আমিও সে দিন বড় সুখানুভব করিলাম।

তার পর একদিন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর প্রথম প্রহরে শুভলগ্নে আমার

বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে লজ্জা ও ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একটী দেবোপম কান্তিবিশিষ্ট প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। বলিতে লজ্জা নাই—প্রথম দর্শনেই যেন প্রাণ সে চরণে অবনত হইয়া পড়িল। বলিয়াছি কিছু বেশী বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল, আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর। স্বামীর মুখ দেখিয়া আমি কম্পিতহৃদয়ে ভাবিলাম, এমন সুন্দর যিনি, তাঁহার কি এ কালো মুখ দেখিয়া পছন্দ হইবে? পরক্ষণেই বুঝিলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে, কারণ চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র স্বামীর প্রফুল্ল মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার ললাট মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, তাহা কেবল আমিই বুঝিলাম, আর কেহ নহে। তন্মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে কেমন ভীতির সঞ্চার হইল। বিবাহের গোলমাল, বাসরের আনন্দ সঙ্গীত, নিমন্ত্রিতাগণের হাস্য পরিহাস কিছুই আর আমার ভাল লাগিল না। বোধ হয় আমার স্বামীও তাহাতে বিরক্ত হইতেছিলেন।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল, সেই শুভ দৃষ্টির সময়ে আমার হৃদয়ে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমে সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। বিবাহের পর নবদম্পতীর কত প্রীতি সুখের কাহিনী—কত অনুরাগের কথা, সমবয়স্কাগণের মুখে গল্প শুনিতাম। শুনিয়া শুনিয়া আমারও বড় সাধ হইত, তেমনি করিয়া স্বামীর আদর পাইতে, স্বামীর প্রেম লাভ করিতে। কিন্তু আবার মনকে বুঝাইতাম, আমার দেবোপম স্বামী, আমি তাঁহার চরণের দাসী হইবারও যোগ্য নহি, আমার এ বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বৃথা প্রয়াস কেন? মন তাহা বুঝিত না। কতমতে স্বামীর চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সব বৃথা; বুঝিতাম কিছুতেই স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট নহেন। মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম যে তিনি আমার সকল কার্য্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কি গুণে জানি না শ্বশুরবাড়ীর সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী বিশেষ স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, সেখানে আমার অন্য কোনও কষ্ট ছিল না। কিন্তু নারীজন্মের সাধ—সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ যাহা—তাহাই আমার ভাগ্যে মিলিল না। স্বামী এ পর্য্যন্ত আমার সহিত একদিনও ভাল করিয়া কথা কহেন নাই, তাঁহার সহর্ষমুখ আমাকে দেখিলেই বিমর্ষ হইয়া যাইত। রাত্রে নীরবে তিনি শয্যার এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিতেন। লজ্জাবশতঃ প্রথম প্রথম আমিও নীরবে থাকিতাম, তিনিই আগে কথা কহিবেন, কিন্তু ক্রমশঃ সে নীরবতা আমার বড়ই অসহ্য বোধ হইত। তোমরা আমাকে যাহাই বল না কেন,—আমিই প্রথমে কথা কহিয়া তাঁহার মৌনভঙ্গ করিতাম, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা তিনি আমার

সঙ্গে কহিতেন না। কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায়, কি দারুণ মনোদুঃখে যে আমার দিন যাইত, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। লোকে আমার দেবদুর্ল্লভ স্বামী ও সুখ-সৌভাগ্যের কতই প্রশংসা করিত।

আমার স্বামী বিদ্বান্, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত; কিছু দিন পরে উচ্চ বেতনের কোনও সরকারি কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া কর্ম্মস্থান হুগলিতে চলিয়া গেলেন। আমাকে একটী মুখের মিষ্ট কথাও বলিয়া গেলেন না। হায়! আমার অপরাধ যে, আমি কালো, দৈহিক সৌন্দর্য্য আমার নাই, কিন্তু তা বলিয়া কি আমার হৃদয় নাই? আমার প্রেম নাই? এত উপেক্ষা, এত অবহেলা কেন? তোমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও যদি এরূপে আমাদিগকে পদদলিত কর, তবে আর আমাদের উপায় কি? কতবার ভাবিয়াছি তাঁহাকে একবার এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব তিনি কি উত্তর দেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেই আর কিছু বলিতে পারিতাম না, যেন কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত।

ছয়মাস তিনি কর্ম্মস্থানে থাকিয়া আমাকে একখানি পত্রও লিখিলেন না। কুৎসিতা বলিয়া কি এমনই করিয়া শাস্তি দিতে হয়? এই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? আমি তাঁহার চরণে ভ্রমেও কোন দিন অপরাধিনী হই নাই। তিনি আমায় ভাল না বাসুন, আমি সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভালবাসি, যতক্ষণ তিনি সম্মুখে থাকেন, ততক্ষণ যেন আত্মহারা হইয়া যাই; তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ প্রাণপণ করিতাম। শরণাগত হইলে পথের শত্রুকেও লোকে দুটা মিষ্ট কথা বলে, আর আমি কি এমনই ঘৃণিতা যে, মুখের একটা মিষ্ট কথাতেও তিনি আমায় সুখী করিলেন না। এ দুঃখ জানাইব কাহাকে? মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিতাম। ক্রমে আমার অসহ্য হইতে লাগিল। যদিও জানিতাম কালো আমি, কুৎসিতা আমি, এমন ভুবনমোহন স্বামী পাইয়াছি তাই যথেষ্ট, আবার তাঁহার প্রেমানুরাগের প্রত্যাশা কেন? কিন্তু মন ত তা বুঝে না, সংসারে এমন সতী রমণী কে আছেন, যিনি পতির প্রেম আকাঙ্ক্ষা না করেন? কালো হইয়াছি বলিয়া ত নারী-স্বভাব-সুলভ হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

৩

কত দিনের পরে পিতা মাতার অনেক উপরোধে ৬পূজার ছুটিতে স্বামী বাড়ী আসিলেন। মিষ্ট কথায়, সস্নেহ ব্যবহারে সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে সেই একই ভাব। অনেক দিনের পর দেখা,—কত আশায় দিন গণিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম, এবার তাঁহাকে কত কথা বলিব ও শুনিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সে নীরব উপেক্ষা আর আমার সহ্য হইল না।

তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "কেন তুমি আমাকে এত মনকষ্ট দাও? জানি আমি তোমার দাসীরও অযোগ্যা, কিন্তু তবুও যখন চরণে স্থান দিয়াছ, তখন এক দিনের জন্য তোমার একটি মিষ্ট কথা শুনিবার প্রত্যাশাও কি আমি করিতে পারি না?" মৃদু হাসিয়া স্বামী বলিলেন, "কেন তোমাকে আমি কি মনঃকষ্ট দিয়াছি শরৎ? তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই ত তাহা পাইতেছ? অর্থ বা অলঙ্কারাদির আবশ্যক থাকে বল, তাহাই দিব।" শুনিয়া আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া গেলাম। তাঁহার উপর কোন দিন অভিমান করি নাই, কারণ জানি তাহাতে আমারই ক্ষতি। কাজেই মনের দুঃখ লুকাইয়া বলিলাম, "ছাই অর্থ, টাকাতেই কি সুখ? কিসে সুখ, তাহা আমি তোমায় কি বুঝাইব; তুমি কি জান না?" স্বামী নীরব, আর কোনও উত্তর নাই। আবার আমি বলিলাম, "এবার আমি তোমার সঙ্গে যাইব, কখনও তোমার কাছে কিছু চাহি নাই, আজ আমার এ প্রার্থনাটি তোমাকে রাখিতেই হইবে।" বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে স্বামী বলিলেন, "কিন্তু তুমি গিয়া কি করিবে? সেখানে সুখী হইতে পারিবে না।" আগ্রহাতিশয্যে আমি বলিলাম, "কেন, তোমার নিকট থাকাতে আমার সুখ বই দুঃখের কারণ ত কিছুই নাই?" "না তা ভাবিও না শরৎ, তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে, সেখানে তোমার একটি সপত্নী আছে?" আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম, হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক-দংশনবৎ জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল, মুখে বলিলাম, "না আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।" "তবে চল, এবার তোমাকে দেখাইব, তুমি ত জান শরৎ! কালোর উপর আমার বরাবর ঘৃণা, তোমাকে বিবাহ করিয়া অবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সুখী হই নাই, আমার সুখসাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই ভাবিতেছিলাম, ধনোপার্জ্জনে সক্ষম হইলে একবার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অতৃপ্ত বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিব। এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়াছি, রূপের উপাসক আমি, তাই একটি সুরলোকের অপ্সরী মূর্ত্তি আনিয়া সেখানে আমার বিলাস-উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তুমি যদি তাহার অধীনে থাকিতে সম্মত হও চল, আমার আপত্তি নাই। আমি তোমায় অন্য সকল সুখেই সুখী করিতে পারিব, কিন্তু আমার নিকট হইতে তুমি কখনও প্রেমের আশা করিও না; আজ আমার মনোভাব তোমাকে স্পষ্ট জানাইলাম।" কি নিষ্ঠুর বাণী! কি কঠিন হৃদয়! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিতে ধিক্, যে শিক্ষা মনুষ্যহৃদয়কে এমন পাষাণে পরিণত করে, সে শিক্ষাকেও শত ধিক্। যে অপ্রিয় বাক্য শুনিতে হইবে বলিয়া আমি এতদিন স্বামীর নিকট ভালবাসার কথা উত্থাপন করিতে সাহস করি নাই, আজ তিনি আপনা হইতেই তাহা ব্যক্ত

করিলেন। আমি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত-ভাবে নীরবে বসিয়া শুনিলাম। হায়! এক্ষণে বুঝিলাম আমি কালো বলিয়া কেন আমার পিতা মাতা তেমন চিন্তিত হইতেন। পিতামাতার শিক্ষায় বরাবর আমি স্বামিচরণে বিনীতভাবেই থাকিতাম, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতার মত পূজ্য ভাবিয়া তাঁহার নিকট আপনাকে অতি দীনহীনার ন্যায় বিবেচনা করিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার হৃদয়ে অসীম বল দিয়াছিলেন, তাই বিদীর্ণ-প্রায় আগ্নেয় গিরির উত্তপ্ত ধূম রাশির মত হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অতি কষ্টে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া আমি বলিলাম, "বেশ করিয়াছ, তুমি যাহাতে সুখে থাক, তাহাতেই আমার সুখ। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস না, আর আমাতেও এমন কিছু গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি তোমার প্রণয় প্রার্থনা করিতে পারি। তবে নির্ব্বোধ আমি, তাই ভ্রমবশতঃ ভিখারিণীর রাজরাণী হইবার বাসনার মত তোমার প্রেম লাভের স্পর্দ্ধা করি, তজ্জন্য শরণাগতা ভাবিয়া আমাকে ক্ষমা করিও। আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার দাসী হইয়া থাকিব, তোমার যদি ইচ্ছা ও অনুগ্রহ হয়, আমাকে সঙ্গে লইও।"

স্বামী আর কথা কহিলেন না, আমি কিয়ৎক্ষণ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম। উথলিত অশ্রুবেগ আর দমন করিতে না পারিয়া নীরবে ক্রন্দনের অজস্র ধারায় উপাধান সিক্ত করিলাম। মনস্তাপে সমস্ত রজনীতে একবার নিদ্রা হইল না, আর আমার স্বামী,—দিব্য সুখ-নিদ্রায় নিশা যাপন করিলেন, আমার প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। (ক্রমশঃ)।

ব্যর্থ বসন্ত।

(১)

আমার এ জীবনের বসন্ত প্রভাতে
দেখেছিনু সকলি নবীন ;
তারাময়ী রজনীর ঘন অন্ধকার,
অরুণের আলোময় দিন।
করেছিল প্রাণে নব নব ভাবোদয়
অতীতের স্মৃতি পুরাতন,—
জগতের মুখচ্ছবি চির-পরিচিত
হেরি পুনঃ মধুর নূতন।

(২)

তার পর এক দিন নয়ন মেলিয়া
দেখিলাম আঁধার প্রভাত—
আকাশ আবৃত মেঘে, চমকে চপলা,
চারি দিকে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত!
মরম-উন্মাদী সেই বসন্ত-সখার
থেমে গেছে ব্যর্থ কুহুরব,
অশাসিত বাতাঘাতে পড়েছে ঝরিয়া
মুকুলিত আম্রশাখা সব।

(৩)

বসন্তের প্রতীক্ষায় আমি বসেছিনু,
জলশূন্য নদীর চড়ায়—
অবশ উদাস প্রাণ, ক্ষুদ্র তরণীর
হতভাগ্য মাঝিদের প্রায়!
জোয়ার আসিল যবে, ভাসিল তরণী,
স্রোতোমুখে ছুটিল বিমুখে;
ফিরিতে আপন ঠাঁই আসিল গোধূলি
বিঘ্ন-রাশি ঠেলিয়া সম্মুখে।

(৪)

তখন জোয়ার গেছে, নদী জলহীন,
তরণী সে ঠেকিল চড়ায়,
আঁধার নামিয়া এল ধরণীর পর
বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রায়।
আমিও হেথায় আজ গত বসন্তের
সমুজ্জ্বল শুভ্র স্মৃতিটুক
জাগায়ে হৃদয় আরো করেছি আঁধার,
বাড়ায়েছি জীবনের দুখ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ-চিত্র।

(গত সংখ্যার শেষ)

হেম। আপনি বিরক্ত হয়ে আমার পিতার উপর অবিচার করবেন না। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর স্নেহে অবিশ্বাস কচ্ছি না। বরং আমার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশেই তিনি চেষ্টা ক'রে এই বিবাহ দিচ্ছেন। আপনি কি জানেন না আমি এতদিন কুমারী রয়েচি বলে লোকেরা আমার কত কুৎসা করে! আমার বাবা যদি সমাজে না থাক্‌তেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই এ সব বরদাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে যখন সমাজে থাক্‌তে হবে, তখন সমাজকে ভয় না কল্লে চলবে কেন? আমার জন্যে সুপাত্রের অন্বেষণ করতে ত কিছু কসুর করেন নাই। আমরা যার তার হাতে খাই, ঠাকুর দেবতা মানি না; এই জন্য কোন হিন্দু-ছেলেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। শুধু তারক বাবু দোজবরে, আর তাঁর টাকার জোর আছে বলেই আমাকে বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছেন; তিনি টাকা দিয়ে সমাজের লোককে বশ করতে পারবেন। এখন বলুন ত আমার বাবার দোষ কি?

অম্বিকা বাবু নিস্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন,—

"মা, যে সমাজে তোর মত মেয়ের আদর নেই, তুই কি সে সমাজে যাবি? যাস্‌নে মা। আমিই তোরে পিতার ন্যায় ভালবেসেছি, গুরু হয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়েছি,—আয়, তোরে আমি আমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজেই নিয়ে যাই; সেখানে তোর আদর হবে, সকলেই তোরে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

হেম। মামা, মনে মনে ত সেই উচ্চ

আশাই ছিল। ভেবেছিলাম আমি ব্রাহ্ম-সমাজেই যাব; উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে ঈশ্বরের চরণাশ্রিতা দাসী হয়েই থাকব, দীন দুঃখীর সেবা করেই এ জীবনকে ধন্য করব। হায়! আমার সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল, আমি অদৃষ্ট-স্রোতেই ভেসে চল্লাম!

অম্বিকা। হায় মা, পূজা হলে, সেই পূজার ফুল যেমন অনাদরে অবজ্ঞায় স্রোতের জলে ভেসে যায়, তুই কি তেমনি সংসার-স্রোতে ভেসে যাবি! না মা, তা হবে না। আমি এখনি তোর পিতার পায়ে ধরে বলি—অমন দেবী-প্রতিমা কন্যাকে দুঃখনীরে বিসর্জ্জন করবেন না।

হেম। আপনার পায়ে পড়ি, বাবার কাছে আমার একটি কথাও বলতে পারবেন না। বল্লে তাঁর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগ্‌বে বই আর কোন ফলই হবে না। আমার প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভালবাসা ব'লেই যখন বিশ্বাস কচ্চেন আমি তাঁর অবাধ্য হব না; তখন এই জীবন যদি ছিন্ন শতদলের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়েও যায়, তবুও আমি আমার স্নেহময় পিতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চল্‌ব না। বাপ মা ভালবেসে, ভাল বুঝে যা কচ্চেন, তাতে দুঃখের স্রোতে ভাস্‌তে হয় ত ভেসেই যাই; তবু বাপ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌ব না।

অম্বিকা। হায় বালিকা, দুঃখের স্রোতে ভেসেই কি তুই বাপ মাকে সুখী করতে পারবি? তোর পিতা মনে ভাবচেন ছেলের রূপ দেখে আর টাকা দেখেই তুই ভুলে যাবি। তুই ত তা ভুলতে পারবি না;—তোর আশার ফুল যেমন ঝর্‌তে থাকবে, তেমনি যে জীবন-লতা শুকায়ে যাবে, তোকে যে চির-দিনের জন্য হারাতে হবে।

হেম। আর উপায় কি? আমার মনের কথা ভেঙ্গে বল্লে বিবাহ যে ভেঙ্গে যাবে, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে বাবার মত মহৎ লোকের কি আর মান সম্ভ্রম কিছু থাক্‌বে? একেই ত সমাজের লোকেরা তাঁকে কত লাঞ্ছনা দিচ্চে, তার উপর যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তা হলে কি সমাজে তাঁর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে? হয় ত অপমানে, নির্য্যাতনে, ক্ষোভে, মনস্তাপে তাঁর বেঁচে থাকাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে! হায়, আমি কি তবে কন্যা হয়ে পিতার মৃত্যুর কারণ হব?

অম্বিকা বাবু নীরবে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সংসারে তাঁহার কেহই নাই। এই হেমলতাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। হৃদয়ের শোণিত পাত করিয়া ইহাকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন। আজ কি আর অম্বিকা বাবু স্থির থাকিতে পারেন? কিয়ৎকাল পরে অধীরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন;—

"হা ভগবান্, মায়া-মোহ হ'তে মুক্ত থেকে তোমার কাজ করব বলে আমাকে তুমি সংসারে সংসারী সাজতে দিলে না; আর দেখ আমি ভ্রান্তিতে পড়ে, পরের মেয়েকেই নিজের মেয়ে মনে কচ্চি, তার জন্যেই বৃথা শক্তি ক্ষয় কচ্চি! বালিকা, তুই আমার কে? তোর উপর কিসের অধিকার? যা, যা, তুই তোর অদৃষ্ট-স্রোতে ভেসে যা; আমি আমার গন্তব্য পথে চলে যাই!"

অম্বিকা বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হেমলতা তাঁহার পা ধরিয়া কহিল—"মামা, আপনি আমার দেবতা। আপনি সহায় থাক্‌লে অকূলেও কূল পাব; আমাকে ত্যাগ করে যাবেন না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু একদিন হেমলতার ঘরে গিয়া হেমলতাকে কহিলেন,—

"হেম, তোমার মামার কি চিঠিপত্র পেলে?"

হে। না।

চন্দ্র। দেশে এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে, তিনি হয় ত কোথাও গিয়ে চাঁদা তুলে লোকের সাহায্য করবার চেষ্টা কচ্চেন।

হেম কিছুই বলিল না। তাহার পিতা কহিলেন;—"তোমার মামার জীবনের কথা ভেবে নিজকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মসমাজে দিয়ে শুধু লোকের উপকার করেই বেড়াচ্চেন, আর আমরা বাসনার দাস হয়ে স্বার্থের জন্য কেবল অর্থই উপার্জ্জন কচ্চি! কত বার ভাবি, টাকা ত ঢের উপার্জ্জন করিলাম; এখন যাই, কিছু দিন নির্জ্জনে বসে ভগবানের নাম করি। কিন্তু কিছুতে সংকল্প রক্ষা করতে পারি না—আমি এমনি দুর্ব্বল! বলত মা, কি হলে এই দুর্ব্বলতার হস্ত হতে রক্ষা পেতে পারি?

হেম হাসিয়া কহিল—"বাবা, আমাকে কি তোমার কথার জবাব দিতে হবে?"

চন্দ্র। দিলে দোষ কি? আমি পিতা বটে, কিন্তু তোমার চরণতলে বসে ধর্ম্মের অনেক কথা শিক্ষা করতে পারি।

হেম। বাবা, তুমি কি বলচ?

চন্দ্র। মা, আমি যে তোমার অযোগ্য পিতা, তা তোমাকে জানাতে চাচ্চি।

হেম। তুমি ওরকম করে বল্লে, আমি এখান থেকে চলে যাব।

চন্দ্র। অন্যায় ত কিছুই বলছি না মা! আমি যে কত দুর্ব্বল, কত অপরাধী, আজ সেই কথাই তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি!

হেম। বাবা, তোমার কিসের অপ-রাধ? আমি কি তোমাকে জানিনে?

চন্দ্র। তুমি আমাকে কিছুই জান না, আমার অনেক অপরাধ; অভয় দেও ত আজ সব খুলে বলি।

হেম দুর্জ্জয় বলের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিল। তার পর কহিল—"বাবা, কি খুলে বল্‌বে, আমার বিবাহের

কথা? তাত আমি জানি। সে কি তোমার অপরাধ? তা হলে ত অন্তরের প্রবল স্নেহও একটা অপরাধ। তুমি ভাব্‌চ ছেলের তত ধর্ম্মজ্ঞান নেই বলে আমি তোমার অবাধ্য হব? তা কখনই নয়। তুমি আমার সুখের জন্য যা করবে, তাই-ই মাথা পেতে গ্রহণ করব,—তাতে আমার সুখই হোক আর দুঃখই হোক।

চন্দ্রনাথ বাবুর নয়ন অশ্রুতে আর্দ্র হইল। তিনি কহিলেন "মা, আমি একটি ধার্ম্মিক ছেলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিছুতেই যখন তা পেলেম না, তখন নিরুপায় হয়েই এই পাত্রকে ঠিক্‌ করেছি। কিন্তু আমি বল্‌চি, তুমি অসুখী হবে না, তোমার জীবন ব্যর্থ হইবার কোনও আশঙ্কা নেই। তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে সফল হবে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার পুণ্যপ্রভাবে তারককে মহৎ এবং ধর্ম্মানুরাগী করে তুলতে পারবে। তারকের প্রচুর অর্থ দ্বারা তোমার মনের মত পরোপকারও করতে পারবে।"

বুদ্ধিমতী হেম পিতাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার অবসরই দিল না। সে অন্য কথা তুলিয়া পিতার মমতাপূর্ণ চিত্তকে আর্দ্র করিয়া দিল। পিতার বিবেক যদিও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে লাগিল, তথাপি কন্যা যে এত দিন জানিয়া শুনিয়াও কিছু বলে নাই, বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে নাই, ইহাতে সুখী হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে খুব জাঁক জমকের সহিত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে একটা গোলমাল হইল—তারক বাবুর জ্ঞাতি, গুরু ও পুরোহিতেরা বলিয়া বসিলেন, 'চন্দ্র বাবু প্রকাশ্য ভাবে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কিছুতেই তাঁহারা বিবাহে যোগ দান করিবেন না।' চন্দ্রনাথ বাবু সমাজের ভয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলিতেছেন, প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন; তথাপি অতটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু পাঁচ জনের পাকে চক্রে মাথা মুড়াইয়া গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহে আসিয়া মনের ক্ষোভে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন এবং কহিলেন—

"হা ভগবান্, যে সকল কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য ভাল করিয়া অনুতাপও করিলাম না; আর যৌবনের উদ্যমে যে সকল সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছি, আজ তাহারই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল? অধঃপতনের আর বাকী কি?

হেমলতা পিতার মুণ্ডিত মস্তক ও মলিন মুখ দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িল। তার পর যতই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার বাহিরের ধৈর্য্যের আবরণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। অবশেষে বিবাহের পূর্ব্বদিন যখন করুণ সুরে সানাই বাজিয়া উঠিল,

মাতুলের একখানা চিঠি আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিল; তখন হেমের মা মমতায় পূর্ণ হইয়া কন্যার কাছে আসিয়া কহিলেন,

"মা, এত দিন ত তোকে এত রোগা দেখি নাই; এই চার পাঁচ দিনে এত রোগা হয়ে গেলি কেন? তোর মুখখানি যে একেবারে মলিন! এখনো সত্য করে বল্, তুই তোর মনের ব্যথা গোপন কচ্চিস কি না, এ বিয়েতে তোর অমত আছে কি না?"

হেমলতা আর থাকিতে পারিল না। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"মাগো, আজ একবার প্রাণ ভরিয়া আমাকে ভালবাসা দাও; আর যদি এই ঘরে ফিরিয়া না আসি, যদি অকালেই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে আজিকার এই মাতৃ-স্নেহের স্মৃতি লইয়াই যেন স্বর্গের জননীর কাছে চলিয়া যাইতে পারি।"

মায়ের আর মেয়ের মনের কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ চন্দ্র বাবুর নিকটে গিয়া কহিলেন,—"ওগো, আমার একটি মাত্র মেয়ে; আমি একে হারায়ে কি করে থাক্‌ব? আগে আমাকে বধ কর, তার পর মেয়ের বিয়ে দেও।" ইহা বলার পর কান্না। ব্যাপারটা কি, চন্দ্র বাবু হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তার পর গৃহিণীর মুখে সকল কথা শুনিয়া কন্যার কাছে আসিলেন। কন্যা শুধু চোখের জলে ভাসিতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। পিতার বিস্তর অনুরোধে নিজের ডায়েরীখানা পিতাকে দেখিতে দিল। পিতা ডায়েরি পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন,—

"হায় মা, আমি তোর হতভাগ্য পিতা, তুই এতদিন ধরিয়া বিবাহের জন্য সংগ্রাম করিয়া স্বহস্তে নিজের হৃদয়ের শিরা উপশিরা ছিন্ন করিয়াছিস্, আমি তার কোন খবরই রাখি না! মা, আমার সর্ব্বস্বধন, আমার কাছে তুই বড়, না সমাজ বড়? ওরে কে আছিস্? দে, দে, এখনি বাদ্য বাজনা বন্ধ করিয়া দে; আমার কন্যার বিবাহ বন্ধ হইল।"

চন্দ্রনাথ বাবু তখনই আপনার শয়নগৃহে গমন করিলেন এবং লোহার সিন্দুকে যে পনর হাজার টাকার নোট ছিল, তাহা লইয়া তারক উকীলের কাছে উপনীত হইলেন। কহিলেন,—"আমার প্রায়শ্চিত্ত মিথ্যা ভাণ মাত্র; আমার ধর্ম্ম নাই, জাতি নাই; একমাত্র কন্যা ছিল, তাহাকেও স্বহস্তে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সেই হত্যা ব্যাপারের মধ্যে যে তোমাকে লিপ্ত করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলাম। অর্থ গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

তারক বাবু অর্থ গ্রহণ করিলেন কি না, কিম্বা অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন কি না, সে কথা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে

পারি না। কিন্তু সমাজের লোকে চন্দ্র বাবুর অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই। সেইজন্য লোকনিন্দায় মর্ম্মাহত ও সামাজিক উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবুকে যে স্ত্রী ও কন্যার মমতা-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইল এবং অসময়ে সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হইল, সে সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী।

প্রশান্ত মহাসাগরে অষ্ট্রেলিয়া নামে দ্বীপ আছে; তাহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ; আকৃতিতে ভারতবর্ষের দ্বিগুণ।

হলণ্ডবাসী ডচেরা এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করিয়া ইহার নাম নব-হলণ্ড দিয়াছিল, আজি কালি সে নাম লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ হওয়াতে ইহা এখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। যাহাহউক এখনও এই দ্বীপে আদিম-নিবাসীরা বাস করিতেছে এবং এই প্রবন্ধে তাহাদিগেরই বিবরণ বর্ণিত হইল।

অনেকেই অনুমান করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসিগণ নিকটস্থ নিউ-গিনী দ্বীপ হইতে সমাগত। তাহাদের গায়ের রঙ তাম্রবর্ণ, চুল কাল ও প্রচুর পরিমাণ এবং কোঁকড়ান। নাসিকা গোল, ঠোঁট পুরু, কিন্তু নিগ্রোদিগের মত শুঁচলো নয়। ইহাদের অনেকের বাহু ও স্কন্ধ সবল, কিন্তু পদদ্বয় ক্ষীণ।

অষ্ট্রেলীয়দিগের বসন ভূষণ সাদাসিধে। অপোসম চামড়ায় আলখেল্লা জামা, কোমরে কয়েক গাছি চামড়ার দড়ী এবং মাথায় এমু পক্ষীর টুপী। নাকে এক-খণ্ড হাড় বিদ্ধ থাকা চাই। যুবতীরা শিষ্টাচারের অনুরোধে লোমনির্ম্মিত গা-জামা পরে। অনেক সময় লোকদিগকে ক্ষুধার পীড়া সহ্য করিতে হয়, এই জন্য দেশীয় কুক্কুরের চর্ম্মনির্ম্মিত এক প্রকার বেড় কোমরে বাঁধে, তাহাকে 'ক্ষুধার কোমরবন্দ' বলে।

ইহারা লাল, হলদে, শাদা ও কাল নানা রঙ গায় মাখে। নৃত্যের সময়ে প্রায়ই শাদা রঙ মাখে; এই রঙ শোকেরও চিহ্ন। শাদা রঙ ডোরা ডোরা করিয়া এমন মাখে যে, রাত্রিকালে আলো ধরিয়া দেখিলে কঙ্কাল দেহ বা ভূত বলিয়া বোধ হয়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের নিকট ধাতু এককালে অজ্ঞাত ছিল, তাহাদের কুঠার ও বর্ষার অগ্রভাগ শক্ত প্রস্তর-ফলকে নির্ম্মিত।

মুদ্গর, লাঠি শোঁটা ও বর্ষা ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। ছোট শিকড় শুদ্ধ গাছ

উপড়াইয়া লইয়া লাঠি করে, শিকড়ের দিক্ ধরিবার গাঁইট হয়। লাঠির মুখ সুচলো ও ধারাল করা হয়। তাহা দ্বারা তাহারা তিন কার্য্য সাধন করে:—(১) শত্রুকে আঘাত করে; (২) বৃক্ষমূল খুলিয়া খায়; (৩) যে সকল জন্তু গর্ত্তে বাস করে, গর্ত্ত খুলিয়া তাহাদিগকে শিকার করে। লাঠিতে ধারাল পাথর দিয়া বর্ষা প্রস্তুত হয়। শিকারের বর্ষা যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। শক্ত কাঠে আর এক প্রকার বর্ষা তৈয়ার করে, তাহা কিছু বক্রাকৃতি, লম্বে প্রায় দুই ফুট, চৌড়ায় তিন বুরুল, কিন্তু তাহা পুরু আধ বুরুল মাত্র। ইহা খুব জোরে ছোড়া হয় এবং লক্ষ্য বিদ্ধ না করিলে নিক্ষেপকারীর পদতলে ফিরিয়া আইসে। বাতাসে ঘুরিতে ঘুরিতে যায়, শিকার ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। ঢাল বাওলা গাছের ছালে তৈয়ার হয়, ইহা লম্বে তিন ও চৌড়ায় আধ ফুট। ইহাদ্বারা অস্ত্রাঘাত নিবারিত হয়।

সূচ অস্থি দ্বারা প্রস্তুত হয়। জন্তুর শিরা সূতার কার্য্য করে। ঘাস ও গাছের আঁশ দিয়া ব্যাগ ও জাল সুকৌশলে প্রস্তুত হয়। জলপাত্র সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত, কখন কখন শঙ্খ শামুকাদির খোলাতেও প্রস্তুত হয়।

অষ্ট্রেলীয়েরা সমুদায় জন্তু এবং বিষাক্ত ভিন্ন সমুদায় উদ্ভিদ খায়। ইহাদের শিকারপ্রণালী চমৎকার। শিকারী হাতে একখণ্ড মাংস লইয়া যেন ঘুমাইতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে; কোনও মাংসাশী পক্ষী খাইতে আসিলে শীঘ্র ঘুরিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বিষাক্ত সর্পও খাদ্য। শিকারের অন্যূন ৫ প্রকার প্রণালী:—রাত্রিকালে ডোঙ্গায় চড়িয়া আলোক হস্তে চলিতে থাকে, তাহাতে মাছ আকৃষ্ট হয়। মৌমাছির অনুসরণে দৌড়িয়া মৌচাক হইতে মধু আহরণ করে। যে সকল পোকা গাছের ছাল খায়, বা মাটিতে চলিয়া বেড়ায় এবং যে সকল পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়, সকলই শিকারের বস্তু। উদ্ভিদের ফল, মূল ও রস প্রভৃতি সকলই খাদ্য।

অষ্ট্রেলীয়দের নিকট কুম্ভকারের ব্যবসায় অজ্ঞাত এবং তাহারা কোনও দ্রব্য সিদ্ধ করিয়াও খায় না। বড় জন্তু অথবা কতকগুলি ছোট ছোট জন্তু একত্রে রন্ধন করা হয়। রন্ধন প্রণালী এইরূপ:—মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতর উত্তপ্ত পাথর রাখা হয়; তদুপরি ঘাস বিছান হয়; ঘাসের উপর জন্তু রাখিয়া উপরে ঘাস চাপা দেওয়া হয়; পরে আরও কতকগুলি পাথর তাতাইয়া উপরে সাজাইয়া দেওয়া হয়। পরে সমুদয় মাটি দিয়া ঢাকা হয়, ভিতরে ভিতরে জন্তুটি সিদ্ধ হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে সামরিক নৃত্য হয়। কোন কোন নৃত্যে স্ত্রীলোকেরা যোগ দেয়। সর্প ভেক প্রভৃতি নানা প্রকার

জন্তুর গতির অনুকরণে নানাপ্রকার নৃত্য হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ডোঙ্গা-নাচ প্রভৃতিও হয়। নাচের সময় নানাপ্রকার রঙে শরীর রঞ্জিত হয়, পাতা লতা প্রভৃতির ভূষণ এবং চামড়ার টুপিও ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রায় বাজনা বাজায়, কখন কখন গান করে। প্রত্যেক নর্ত্তকের হাতে দুই দুইটা কাটি থাকে। সর্দ্দার নর্ত্তক তাহার হাতের কাটি দুইটি বাজায়, আরও ২০।৩০টী সঙ্গী পরে কাটি বাজাইতে থাকে এবং একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে বাহু উত্তোলন করিয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে কখন কখন ব্যাঘ্রঝম্পন বা উচ্চ লম্ফ প্রদান করে। তাহাদের গানের সুর একবার এত উঁচু হয় যে কান ফাটিয়া যায়; আবার, এত মৃদু হয় যে শুনিতেই পাওয়া যায় না।

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় অষ্ট্রেলীয় জাতির মধ্যেও স্ত্রীলোকের অবস্থা অতি হীন। স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তি, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বিক্রয় বা বিনিময় করিতে পারে, বন্ধুদিগকে উপঢৌকন দিতে পারে অথবা আবশ্যক না হইলে গৃহ হইতে বিদায় করিতেও পারে। একটী বালিকা বাগ্‌দত্তা হইলে যদি বর মরিয়া যায়, বরের উত্তরাধিকারী তাহার ত্যাজ্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীরও অধিকারী হয়। কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীবিনিময় হয়। শাশুড়ীর পক্ষে জামাইকে দেখা বড় দোষ। ঘটনাক্রমে শাশুড়ী জামাইয়ের পথে আসিয়া পড়িলে জামাই মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

সন্তান হইলে পিতামাতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে। সে যদি মরিয়া না যায়, তাহাকে রক্ষা করে এবং ৩।৪ বৎসর মাতৃস্তনদুগ্ধে পোষণ করে। মাতা একপ্রকার চামড়ার ব্যাগ করিয়া সন্তানকে পৃষ্ঠে বহন করে। উত্তরাঞ্চলে শিশুরা দুই পা মাতার গলার দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া চুল মুটা করিয়া ধরে, মাতা তাহাকে বহিয়া লইয়া যায়।

কাঙ্গারুর বাচ্চাদের মত অষ্ট্রেলীয় শিশুরা অল্পবয়সে আপনারা আপনাদের আহারান্বেষণ করে। শিশুর হস্তে একটী ছড়ি দেওয়া হয়, সে বড় বড় ছেলের দৃষ্টান্তে মাটী খুঁড়িয়া মূল বা কীট বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। বর্শা-প্রক্ষেপ ও ঢাল ব্যবহার বালকদিগের শিক্ষা, বালিকারা সূত্র বয়ন বা ঝুড়ীবুনন শিখিয়া থাকে।

বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটী অস্থি-শলাকাদ্বারা তাহার নাসিকা-বেধ হয়, তাহার গাত্রের নানাস্থান চিরিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সম্মুখের দুই একটা দন্ত উৎপাটিত হয়।

প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা বড়ই শোক করে। তাহারা যেখানে যায়, মৃত শরীর বহিয়া লইয়া যায়। যখন গন্ধ অসহ্য হয়; তখন শব পুতিয়া ফেলে বা একটী তরু-কোটরে রাখিয়া দেয় অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলে। কোনও মান্যমান লোক মরিলে তাহার হাত কাটিয়া পবিত্র বস্তু বলিয়া নিকট আত্মীয়েরা বহিয়া লইয়া বেড়ায়।

ইহাদের অনেক জাতি নর-কপাল পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে। যেখানে যায়, রজ্জুবদ্ধ করিয়া ইহা লইয়া যায়। মাতার মৃত্যু হইলে তাহার মাথার খুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহার করা কন্যার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত।

স্ত্রীলোকেরাই সমুদায় গৃহকার্য্য করে, তাহাদের হাত পা ক্ষীণ। পীড়িত হইলে পরিত্যক্ত হয়। স্বামী কোনও দিন শিকারে অকৃতকার্য্য হইলে স্ত্রীকে পিটিয়া গার ঝাল নিবারণ করে। স্ত্রীর মাথায় মুদ্গরাঘাত, হাত পা বর্ষাদ্বারা বিদ্ধ করা এবং শরীরের ঠাঁই ঠাঁই কাটিয়া বা পিষিয়া গুঁড়া করিয়া দেওয়া পুরুষের স্বেচ্ছাধীন। স্ত্রীলোক মরিলে সমাধি হয় না, কিন্তু পুরুষের মৃত্যুতে স্ত্রীরা অবিশ্রান্ত বিলাপ করে এবং মধ্যে মধ্যে স্বামীদিগের কবর স্থান পরিদর্শন করা তাহাদের পক্ষে বিধি। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীরা অনেক সময় মস্তক মুণ্ডন করে ও শরীরে শ্বেত-মৃত্তিকা মাখে। স্বামীর মৃত্যুর ৬ মাস পরে তাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

অষ্ট্রেলীয়দিগের দৃঢ়বিশ্বাস, ডাইন মন্ত্র প্রভাবেই লোকের মৃত্যু হয়। তাহাদের মধ্যে গণক আছে, নিকটস্থ জাতির কোন্ ব্যক্তি ডাইন এবং মন্ত্রবলে মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দেয় এবং জাতীয় বীরেরা আত্মীয়-হত্যার প্রতিশোধ লয়। তাহাদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা জীবৎ-কালের প্রিয় স্থান কিছুকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে না। যোদ্ধার আত্মার তৃপ্তির জন্য নিকটস্থ জাতির রক্ত দিতে হয়, তা না হইলে প্রেত আত্মীয়দিগের সঙ্গ ছাড়ে না এবং তাহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

এই আদিম অসভ্য জাতিকে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বিদ্যালয় খুলিয়া খৃষ্টীয় মিসনরীগণ ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রচারও করিতেছেন। কিন্তু ইহারা এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে চায় না, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় ভাল বাসে, এজন্য ইহাদের উন্নতিসাধন করা সহজসাধ্য নহে।

বেদান্ত, খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

যে তিনটী ধর্ম্ম অথবা তাহাদের শাখা প্রশাখা দ্বারা এখন জগতের সকল সভ্য দেশের নরনারীর ধর্ম্মবিশ্বাস গঠিত হইতেছে, সে তিনটীই আসিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের মূলগত একতা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্ ধর্ম্ম বা বেদান্তধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই তিনেরই মূল ভাব এক। জীব কি প্রকারে মৃত্যুহস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে—অন্য কথায়, মুক্তির উপায় কি? উপনিষৎ বলেন "তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়,

মুক্তি লাভের অন্য পন্থা নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমর হয়েন।" বেদান্ত পুনঃপুনঃ কহিতেছেন "য এতদ্বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি।" যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। কিন্তু আবার ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রূপ রস গন্ধাদি রহিত, নিত্য অনাদি অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ; সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন অথচ প্রকাশ পান না; কেবল সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁহাকে দেখিতে পান। অতএব জ্ঞানই উপনিষদের কথা—"তাঁহাকে জান, অমর হইবে।"

খ্রীষ্টধর্ম্ম কি বলিয়াছেন? ধর্ম্মের দুইটী প্রধান] অঙ্গ—ঈশ্বর-প্রেম এবং মানব-প্রেম। প্রেম, বৈরাগ্য এবং বিশ্বাস খৃষ্টের মূলমন্ত্র। তাঁহার প্রথম উপদেশে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় অনেক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই মণ্ডলীকে দেখিয়া তিনি এই আশীর্ব্বাদ করিলেন "দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহা-দেরই জন্য। যাহারা শোকার্ত্ত, তাহারা ধন্য, তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। বিনয়ীরা ধন্য, তাহারা পৃথিবী জয় করিবে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসু, তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। কৃপাবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিবে। যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য, যেহেতু তাহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইবে। বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা এই সকল উপদেশ দেখা যায়। দারিদ্র্য ও বৈরাগ্য মন্ত্রে খৃষ্ট দীক্ষিত। তাঁহার অভিষেককারী গুরু যোহন উষ্ট্রচর্ম্মধারী, পতঙ্গ ও বন্য মধু-ভোজী। তিনি অনুতাপ মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত করিতেছিলেন। খ্রীষ্টও সেই মন্ত্র অবলম্বন করিলেন। যোহন অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার বাসগৃহ ছিল না। খ্রীষ্টও সন্ন্যাসী, গৃহীর ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিতে শিষ্যগণকে নিষেধ করিতেন। "আকাশের বিহঙ্গেরও নীড় আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" এই কথা তিনি বলিতেন। কেবল মুখে বলিতেন না, জীবনে দেখাইতেন। "বরং একটা উষ্ট্র সূচিছিদ্র দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধনীরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" ধনের প্রতি কি ঘৃণা!

এখন বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম কি দেখা যাউক। তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধনা সিদ্ধি বিষয়ক বিবরণ পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। গয়ার নিরঞ্জনা নদীর নিকটবর্ত্তী বোধি-বৃক্ষতলে গৌতম দিবসের পর দিবস, রজনীর পর রজনী ধ্যানে মগ্ন। অবশেষে অষ্টম দিবসে আলোক আসিল, যে আলোক তাঁহার নিজের এবং দেশের নরনারীর হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিবে। তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপে বর্ণিত আছে;—

অবিদ্যা অজ্ঞান হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার হইতে সংজ্ঞা (বিজ্ঞান), বিজ্ঞান হইতে নামরূপ। নামরূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে জন্মের ইচ্ছা, জন্মাকাঙ্ক্ষা হইতে জন্ম। জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব এই সমস্ত একে একে বিনষ্ট না হইলে পরমা শান্তি লাভ হয় না।

বুদ্ধ কি লাভ করিলেন? পাশ্চাত্য জ্ঞানী মহাপণ্ডিতেরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্র হয়ত বিশদ রূপে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারেন নাই। যাহাহউক তিনি স্বীয় জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন যে তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিলে মুক্তি হয় না এবং বিলাস-পরায়ণ হইয়া ভোগসুখে মত্ত থাকিলেও মুক্তি হয় না। এই দুটীর মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ফল লাভ হইবে।

কাশীতে গিয়া তিনি এই মধ্যপথ এবং তাঁহার ধর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গ সকল প্রচার করিলেন।

এই মধ্যপথ লাভের অষ্টমার্গ অর্থাৎ আটটী উপায় এই;—

(১) সত্য বিশ্বাস বা দৃষ্টি, (২) সত্য সঙ্কল্প, (৩) সত্য বাক্য, (৪) সত্য কার্য্য, (৫) সত্য জীবন, (৬) সত্য চেষ্টা, (৭) সত্য চিন্তা, (৮) সত্য আত্মসংযম, ধ্যান, সমাধি।

বুদ্ধ চারিটি মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন।

১। জীবের দুঃখ।
২। দুঃখের কারণ।
৩। দুঃখ নিবারণ।
৪। দুঃখ নিবারণের উপায়।

দুঃখ সম্বন্ধে সত্য এই;—জন্মে দুঃখ, বার্দ্ধক্যে দুঃখ, পীড়াতে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, যাহাকে ভাল বাসি না, তাহার সহবাসে দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, বাঞ্ছিত বিষয় অপ্রাপ্তে দুঃখ অর্থাৎ প্রপঞ্চ বিষয় বাসনাই দুঃখ এবং সেই বাসনা ত্যাগ দ্বারা দুঃখ উন্মূলিত হয়।

যে পথ অবলম্বন করিলে দুঃখ যায়, সেই অষ্ট মহামার্গ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ দুঃখ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও পরকাল মানিতেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং তিনিও শিষ্যগণকে তদ্বিষয়ে কোনও স্পষ্ট উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি পৌরাণিক ও বৈদিক দেব দেবীর নাম করিতেন। তিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতেন। এরূপ গল্প আছে যে তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় তিনি দেবতাদিগকে সংগীত করিতে শুনিয়াছিলেন এবং কোন শিষ্যকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন সরিয়া যাও, দেবতারা আমাকে দেখিতেছেন। (ক্রমশঃ)

স্বদেশী আন্দোলন ও রমণীর কর্ত্তব্য।

স্বদেশী আন্দোলনে আমরা বিস্তর শিক্ষা করিয়াছি এবং আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমাদের দেশের জিনিসের উপর আমাদের চোখ পড়িয়াছে, আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এ বিষয়ে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। দৃষ্টান্তস্থলে অন্যের কথা না বলিয়া নিজের বিষয়ই উল্লেখ করিব। এক বৎসর পুর্ব্বে কোন এক আত্মীয়ের গৃহে বাস করিতেছিলাম। সেই গৃহের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্র বাবুর কাব্যের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। এই কাব্যের পক্ষপাতী হইতে গিয়া রবীন্দ্র বাবুর স্বদেশানুরাগের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহারাও বিদেশী বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। আমি এই সকল ছেলে মেয়েদের আত্মীয় বলিয়া আমাকেও তাঁহারা তাঁহাদের দলে টানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম "স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে পারিলে ত ভালই; দুঃখ এই যে, অল্পদামে ভাল সাদা কাপড় পাওয়া যায় না। সেইজন্য বিদেশী দ্রব্যের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে বিলাতি কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে।"

কিন্তু এক বৎসর পরে যখন গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেই আত্মীয়ের গৃহে উপনীত হইলাম, তখন খাবার সময় তাঁহারা দুধের সর ও কাশীর চিনি দিলেন। আমার মনে হইল যেন সে বিদেশী চিনি। এখন কি আর বিদেশী চিনি খাইতে পারি? কাজেই আত্মীয়া মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমাকে কি বিলাতের চিনি দিয়াছ?" তাহারা হাসিয়া কহিল "আপনি একবৎসর পুর্ব্বে বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিতে নারাজ ছিলেন, আর বিলাতি চিনির উপর এখন যে বড় বিদ্বেষ! তা আমরা কি আর বিলাতি জিনিস স্পর্শ করি? খান, ও দেশী চিনি "

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর, এই আমার মত কত লোক যে বিদেশী জিনিস বর্জ্জন করিয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? স্বদেশী আন্দোলনে এই ত এক প্রধান লাভ দেখিতেছি যে, আমরা স্বদেশী দ্রব্যের সমাদর করিতে পারিতেছি। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের এবং অর্থের যে উন্নতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা দেশের দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই জানেন, দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবনতি আমাদের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ, এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অবনতির প্রধান কারণ বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী। এক সময় যে ভারতবর্ষ স্বদেশের সমস্ত বস্ত্র যোগাইয়া বিদেশে বিক্রয়ার্থ বৎসরে বৎসরে পনর কোটি টাকার বস্ত্র প্রেরণ করিত, সেই ভারতবর্ষের তাঁতিকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে, সেই ভারতবর্ষ আজ কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশের লোকের পরণের কাপড়ও যোগাইতে পারিতেছেনা। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা যদি দেশের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, সে কম লাভ নহে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ধনী পরিবারের মধ্যে এই স্বদেশী সামগ্রীর প্রচলন হওয়াতে বিলাসিতার মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে ইংরাজদিগের সংশ্রবে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে আমরা অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব। কিন্তু তাঁহাদের সংসর্গের দোষে আমাদের মধ্যে যে বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে নিরীহ স্বদেশের প্রতি বড় অবিচার হইবে। আমাদের এই বিলাসিতার সহায়তার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে কত কোটি মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হয়, কে তাহার হিসাব করে? এক দিকে আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র স্বদেশবাসী এক মুষ্টি অন্নের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, অন্যদিকে আমরা আমাদের গৃহের সাজ সজ্জা ও গৃহিনীদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য কোটি কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিদেশীয়দিগের উদরকে ক্রমশঃই স্ফীত করিয়া তুলিয়াছি। বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ এই সুযোগে মুখব্যাদন করিয়া এরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছেন যে, আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই, তাহা হইলে তাহারা আমাদের এই দরিদ্র দেশকে একেবারে সর্ব্বগ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, আমাদের বিলাস-বাসনা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ এদেশের যুবকেরা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াই চাকুরীর জন্য পাগল হইতেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কিম্বা এফ, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্স এবং খানকতক প্রশংসা-পত্র সঙ্গে লইয়া উমেদার অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু হায়! গবর্ণমেণ্টের ফিরিঙ্গী সংরক্ষণ নীতিতে তাঁহাদের ঘরের পয়সা ও পরের অন্ন ধ্বংস করাই সার হইত, কোথাও চাকুরী জুটিত না। এখন সেই সকল উমেদারের দল যে বস্ত্রনির্ম্মাণ প্রণালী শিখিতেছেন, স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খুলিতেছেন এবং অন্যান্য প্রকার শিল্প শিক্ষায় মনোযোগী হইতেছেন, ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণের বিষয় মনে করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল

ও তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক গোঁড়া হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া—সঞ্জীবনী, হিতবাদী ও বঙ্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বিস্মৃত হইয়া জননী জন্মভূমির কার্য্যে একপ্রাণ ও একভাবাপন্ন হইতেছেন।

পঞ্চমতঃ এই স্বদেশী আন্দোলনের আর একটী শুভ সুফল এই যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নারীজাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে। তাঁহারা বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে নানা কার্য্যে নারীজাতির মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। শুধু যে পুরুষেরাই সভা সমিতি করিয়া, কাগজে পত্রে লিখিয়া, স্বদেশের নিমিত্ত স্বার্থ সাম্প্রদায়িকতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতেছেন তাহা নহে; এ বিষয়ে মহিলাদিগের দ্বারাও যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। কলিকাতা এবং মফস্বলের কোন কোন স্থানের মহিলাগণ সভা সমিতি স্থাপন করিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার জন্য প্রতিশ্রুত হইতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া নারীজাতির হৃদয়ে একটা জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুরুষেরা বুঝিতে পারিতেছেন, নারীগণ শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের কার্য্যে স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিবেন। এই জন্য এই অল্পদিনের মধ্যেই নারীজাতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দু একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মাঘোৎসবের বক্তৃতায় বলিয়াছেন "স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময় আমি দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। বিগত নবেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন মেয়েরা আমাকে বলিল স্বদেশী আন্দোলনে লোকের দৃষ্টি ফিরিয়া গিয়াছে। আগে যে রকম বাহিরের লোকেরা কোন সভাসমিতিতে আমাদিগকে দেখিতে পাইলে আমাদের পানে চাহিয়া হাসিতেন—বিদ্রূপ করিতেন, এখন তা নাই, তাঁহারা অতিশয় সম্মানের দৃষ্টিতে আমাদিগের পানে চাহিয়া থাকেন।"

কয়েকমাস পূর্ব্বে আমরা একবার মফস্বলের একটী সহরে গিয়াছিলাম। একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি একটী গৃহে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে সভা হইতেছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সভা-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তারপর একটি পঞ্চদশবর্ষীয় হিন্দু বালকের মুখে যেরূপ সুমিষ্ট বক্তৃতা শুনিলাম, তাহা আমার

অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। বালকটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অতি রমণীয় মুখশ্রী, বঙ্কিম ভ্রূলতার নিম্নে নীলোৎপল তুল্য উৎফুল্ল দুটি নয়ন, প্রশস্ত ললাট ও তদুপরি প্রতিভার জ্যোতিঃ। বালকটি ঈষৎ হাস্যশ্রীতে সেই সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া বলিতে লাগিল—নারী জাতির উন্নতি না হইলে আর বাঙ্গালী জাতির উন্নতির আশা নাই। যদি জননীর চিত্ত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সন্তান শৈশবকাল হইতে তাঁহার নিকট কি শিক্ষা করিবে? শুধুই পয়সা উপার্জ্জন ও চাকুরীর আবশ্যকতা? তাহা হইলে হইবে না, এখন বাঙ্গালী মায়ের জাপানী মা হওয়া চাই।”

ইহার পর আমাকে যখন এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইতে হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে আমি এই বালক-বক্তার বক্তৃতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক, নারীজাতির উন্নতির প্রতি কাহারো কাহারো দৃষ্টি পতিত হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা আমাদের এইরূপ আরো কত উপকার হইয়াছে, সেই সকল একত্র করিয়া এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে আমাদের মধ্যে এক অভিনব জাতীয় ভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের মধ্যে যথার্থ স্বদেশানুরাগ দেখা দিয়াছে, আমাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা গৌরব লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এতদিন অতি অল্পসংখ্যক লোকই দেশের জন্য ভাবিতেন, দেশের জন্য কাঁদিতেন; জননী জন্মভূমির নামে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মর্ম্মস্থলে স্বদেশপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আর এখন “আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,” এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কত লোকের গণ্ডদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যায়; “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে কত লোকের চিত্তে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিরূপে দেশের দুর্গতি দূর হইবে, কিরূপে জননী জন্মভূমির উন্নতি হইবে, অধিকাংশ শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিকেই এরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। কেবল তা নয়, অনেক পদস্থ ও প্রসিদ্ধ লোক স্বদেশের সেবায় কায়মনোবাক্যে ও নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

পিতৃতর্পণ।

ওঁ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে। ১

সর্ব্বদেবময়, সুখদ, প্রসন্ন, সুপ্রীত,
জন্মদাতা মহাত্মা পিতৃদেবকে নমস্কার।

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ। ২

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ, স্বর্গস্বরূপ, পরমদেবতা, সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ, করুণাসাগর পিতৃদেবকে নমস্কার।

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ। ৩

সদা আশুতোষ, মঙ্গলস্বরূপ, সদা অপরাধক্ষমাকারী, শুভদাতা, সুখস্বরূপ পিতৃদেবকে নমস্কার।

তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনাৎ।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ। ৪

যাঁহার দর্শনে তীর্থ স্নান তপ জপ হোমাদি সিদ্ধ হয়, এমন মহাগুরুর গুরু পিতৃদেবকে নমস্কার।

যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটীশঃ পিতৃতর্পণং।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ। ৫

যাঁহার প্রণাম ও স্তবে অন্যান্য কর্ম্মাপেক্ষা কোটি গুণ ফল লাভ হয়, যাঁহার তর্পণ শত অশ্বমেধ তুল্য, সেই পিতৃদেবকে নমস্কার।

যস্মাদ্বৈ জায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
নমস্তুভ্যং পিতা সাক্ষাদ্ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তু তে। ৬

যাঁহা হইতে মনুষ্য জন্মিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পিতা তুমি, তোমাকে নমস্কার।

পিতরো জনয়ন্তীহ পিতরঃ পালয়ন্তি চ।
পিতরো ব্রহ্মরূপা হি তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ। ৭

পিতারা জন্মদাতা, পিতারা পালনকর্ত্তা, পিতারা ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাদিগকে নিত্য নিত্য নমস্কার নমস্কার।

পিতা মেরোর্বরিষ্ঠঃ স্যাদ্ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ।
তস্য পাদোদকস্নানাদ্ গঙ্গা নার্হতি বৈ কলাঃ। ৮

সুমেরু হইতে পিতা শ্রেষ্ঠ, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি, তাঁহার পাদোদক-স্নানে যে ফল, গঙ্গাস্নানে তাহার এক কলাও হয় না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। ৯

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন।

ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ।
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি যঃ।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতং। ১০

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক এই পিতৃস্তোত্র পাঠ করেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, আপনার জন্মদিনে বা পিতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহার বাঞ্ছিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কিছুই দুর্লভ নহে।

নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি।

যে পুত্র নানাবিধ অপকর্ম্ম করিয়াও প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃস্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্পাপ ও সুখী হয়। অতঃপর পিতার প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

হারাণ সন্তান লাভ।*



দুই পুত্র লয়ে ধনী গৃহে করে বাস,
কনিষ্ঠের গৃহত্যাগে হৈল অভিলাষ।
বলিল পিতারে মোর অংশ আজি চাই,
থাকিব না তব ঘরে যথা ইচ্ছা যাই।
পিতা তার অংশ তারে করিলা প্রদান,
গৃহ ছাড়ি বিদেশে সে করিল পয়ান।
এ দেশ সে দেশ বৃথা করি পর্য্যটন,
অপব্যয়ে উড়াইয়া দিল সব ধন।
ভিক্ষা করি খায়, শেষে ভিক্ষা নাহি পায়,
অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন যায়।
নিরাশ্রয় নিরুপায় হইল যখন,
পিতৃ-সম্পদের কথা হইল স্মরণ।
'আমার পিতার গৃহে শূকর কুক্কুর,
খেয়ে ফেঁচে ফেলে যাহা—প্রচুর প্রচুর।
তা পাইলে ক্ষুধানল হয় নিবারণ,
পিতৃগৃহে মাগি তাই করিব ভক্ষণ।'
শ্রান্ত পদে ক্লান্ত দেহে যায় পায় পায়,
দূর হ'তে পিতা তারে দেখিবারে পায়।
অতি দীন হীন ক্ষীণ মলিন সন্তান
দেখি বিগলিত স্নেহে জনকের প্রাণ।
উর্দ্ধশ্বাসে আসি তারে করে আলিঙ্গন,
পুত্র বলে "করো না অধমে পরশন।"
দুরাচার—যোগ্য নহি তব করুণার,
শূকর কুক্কুর বলি কর ব্যবহার।
উচ্ছিষ্টের শেষ যাহা তব গৃহে থাকে,
অনুমতি দেও তাই খাইতে আমাকে।"
সন্তানে ধরিয়া পিতা গৃহে লয়ে যায়,
দাসগণে নিয়োজিলা তাহার সেবায়।

* মহর্ষি ঈশা-কথিত "Return of the Prodigal Son" উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

কেহ মার্জ্জে অঙ্গ, কেহ বসন ভূষণে
সাজায় তাহার দেহ পরম যতনে।
বাছি বাছি ভাল খাদ্য করি আহরণ,
সাদরে জনক তারে করান ভোজন।
পরে ডাকি গৃহে যত আত্মীয় স্বজন
মহোৎসব করি পিতা আনন্দে মগন।
'লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ভা'য়ের কারণ,
এত ব্যস্ত জনকেরে করি নিরীক্ষণ,
জ্যেষ্ঠ ভাই সুদুঃখিত যুড়ি দুই হাত,
বলে "পিতা তোমার অন্যায় পক্ষপাত।
চিরদিন অনুগত সেবক এজন,
চির দিন ঘরে থাকি সেবি ও চরণ।
এক দিন হেন ঘটা আমার কারণ
এজীবনে করি নাই কভু দরশন।"
পিতা বলে "আছ কাছে সদাই আমার,
গৃহের সমস্ত ভোগে তব অধিকার।
হারাণ সন্তান এ যে পেয়েছি ইহারে,
এ আনন্দ হৃদয়ে কি পারি রাখিবারে?"
অনুতপ্ত দীনহীন পাতকী সন্তান,
ঈশ্বর-চরণে ফিরি মাগে যদি স্থান।
পরম পিতার হয় আনন্দ অপার,
ক্ষমি দোষ সন্তানে করেন পুরস্কার।
পিতার করুণাবিন্দু হয় সিন্ধুপ্রায়,
সন্তানের পাপপুঞ্জ তাহে ভেসে যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী মে মাসে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস্ ছুটী লইয়া বিলাত যাইবেন, মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

২। যুবরাজ সস্ত্রীক ১৭ই মার্চ্চ করাচী বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া সুয়েজ ও কেরো অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদে গৃহে উত্তীর্ণ হউন!

৩। গত বড়দিনে রচফর্ডের জাহাজ কারখানায় এক শ্রমজীবিনী রমণীর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ২২টি সন্তানের জননী, তাঁহার বয়স ৪২ বর্ষ মাত্র।

৪। শ্রীরামপুরে এক বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা সাহায্য করিবেন।

৫। কালা বোবা বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট আবার অতিরিক্ত ৩০০০ টাকা দিয়াছেন।

৬। পত্তন নামক স্থানে ৪র্থ জৈন সমিতি হয়। তদুপলক্ষে এক মহিলা-সভায় ১২০০ জৈন রমণী সম্মিলিত হন। এই সভার রমণীগণ স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও দূষিত দেশাচারের বিরুদ্ধে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

৭। সিয়াড়সোলের কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়ার মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

৮। ২৯এ মার্চ্চ লর্ড মিণ্টো সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। লেডি মিণ্টো লক্ষ্ণৌয়ে তাঁহার সহিত মিলিবেন।

৯। কুচবিহারের মহারাণী স্বাস্থ্যো-

রতির জন্য কন্যাপুত্র ও সহোদর সহ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

১০। ৩রা এপ্রেল মেরী কার্পেন্টারের স্মরণার্থ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে মেরী কার্পেন্টার হলে এক মহিলা সভা হইয়াছে।

বামা-রচনা।

আহ্বান।

আসিয়াছি মোরা এ ভব সংসারে,
জগতের কাজ সদা সাধিবারে।
চল আজি মোরা ধরি করে কর,
কর্ত্তব্যের পথে হই অগ্রসর।
প্রাণে প্রাণে মিশে আজি সবে চল,
মুছাতে দুঃখীর নয়নের জল।
অনাহারে যেবা হয়েছে কাতর,
দিব অন্ন তারে আমি নিরন্তর।
বিপদেতে যেবা হতেছে হতাশ,
দিবগো তাহারে বিপুল আশ্বাস।
মহা শোকে যেবা করিছে রোদন,
সান্ত্বিয়া তাহারা মুছাব নয়ন।
অন্ধ জনে মোরা করি বহু দয়া,
অন্ন বস্ত্র দিব বাসনা পূরিয়া।
মোরা পরিশ্রান্ত অতিথি জনারে,
সেবিব সতত হরিষ অন্তরে।
এস সবে মোরা হয়ে একমন।
জগতের কাজে সঁপি এ জীবন।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

অঞ্জলি।

বিভু!
বড় সাধ মনে, তোমার চরণে
এ ফুল ফুটাব,
এ ফুলের হাসি তোমাতে বিকাশি
তোমাকে মিশাব।
হৃদয়ভিতরে প্রতি স্তরে স্তরে
তোমার(ই) মাধুর্য্য ;
বিশাল জগতে সব সুষমাতে
তোমার(ই) সৌন্দর্য্য!
হে বচনাতীত তুমি প্রকটিত,
এ ব্রহ্মাণ্ডপটে ;
কোটিকোটি স্বরে তব চরাচরে
মহিমা রটে।
জ্যোতিষ্কমণ্ডলে বায়ু জল স্থলে
তোমার(ই) প্রভা ;
ধূলির শরীরে তোমার মন্দিরে
তোমার(ই) শোভা।
যোগী ঋষিগণ প্রেমে নিমগন
তোমার (ই) হরি!
রহে অনিবার স্বরূপ তোমার
হৃদয়ে ধরি।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

প্রয়াগ।

যথায় বহিবে স্নিগ্ধ মলয়
শীতল করিয়া প্রাণ,
যথায় ফুটিবে ফুল্ল কুসুম
তটিনী গাহিবে গান ;
যথায় বিহগ চিত্ত হরিবে
মধুর কাকলি রবে,
হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিবে
নব কিসলয় সবে ;
পাপিয়া পিকের উচ্চ রবেতে
মুখরিত হবে হিয়া,
শিখী কেকা রবে নৃত্য করিবে
প্রাণমন বিমোহিয়া।
দুকূল প্লাবিয়া শুভ্র জোছনা
যথায় বাইবে ভেসে,
হিমাদ্রিশিখর অভ্র ভেদিয়া
দাঁড়াবে মধ্য দেশে।
যথায় উদিবে দীপ্ত সবিতা,
ফুটিবে নলিনী নীরে ;
মধুর আশায় মত্ত ভ্রমর
যথায় উড়িবে ধীরে।
যথায় প্রকৃতি উগ্রস্বভাবা
নহেন একটি তিল !
যথায় সদাই ক্ষুদ্র বৃহতে
হ'য়ে আছে একমিল ;
যথায় নরের লুপ্ত বিষাদ
পৃথিবীর কোলাহল,
নাই যথা পাপ তপ্ত হৃদয়
উষ্ণ নয়ন-জল ;
স্বরগ সুষমা নিত্য মাধুরী
বিরাজ করে গো যথা,
জ্বালাময় এই ক্ষুদ্র পৃথিবী
ছাড়িয়া যাইব তথা।

শ্রীজীবনবালা দেবী।
(৬৮ নং সোণারপুর, বেনারস সিটি।)

১৩১২ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

গ্রাহকগণের প্রতি।

চৈত্র সংক্রান্তি উপস্থিত, এ সময় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে। যাঁহাদিগের নিকট ১৩১২ সালের ও সাবেকের বাকী, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কালবিলম্ব না করিয়া মূল্য সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বামাবোধিনীর চৈত্র সংখ্যা প্রচারিত হইল, (১৩১৩ সাল) নববর্ষের বৈশাখ সংখ্যা শীঘ্র প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতেছে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ নববর্ষের অগ্রিম মূল্য অবিলম্বে পাঠাইলে পরমোপকৃত হইব।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, ১৩১২।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য-প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

অগ্রিম।

পণ্ডিত শশিশেখর কাব্য রত্নাকর কুসুময়	১৲
হেড মাষ্টার বেলপুকুরিয়া স্কুল	‌‌।৶০
বাবু প্রমথনাথ	২॥৶০
বাবু কুঞ্জবিহারী চৌধুরী ভবানীপুর	২॥৵০
„ গোপাল চন্দ্র বসু মাদারীপুর	২॥৶০
„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যশোর	২॥৶০
„ করালী প্রসন্ন মিত্র, পোড়াদহ	১॥০
শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী দাস গুপ্ত অষ্টগ্রাম শেষার্দ্ধ (১৩১২)	১৴০
প্রথমার্দ্ধ (১৩১৩)	১৴০
শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দাসী পোড়াদহ	২॥৶০

সাবেক।

শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র কলিকাতা	৩৲
বাবু রাধানাথ দেব কলিকাতা	১৲
„ সাতকড়ি হালদার সাহাবাদ	২॥৶০
„ কালীপ্রসন্ন মিত্র পোড়াদহ	॥০

(ক্রমশঃ)

Bamabodhini Patrika.

INDIAN LADIES.

It is a happy sign of the times that the women of India are awaking. Gradually and steadily they are endeavouring to regain and assert their old rights and liberties. Time was when India could boast of women like Anasuya and Maitrai, Khana and Lilabati. Indian women occupied a foremost place in society and took a prominent part in the social and intellectual development of their mother land. But the Mahomedan rule ushered in a dark age in India. The women of India became immersed in the darkness of ignorance, superstition, and seclusion. At present, however, there are unmistakable signs of the approaching dawn and rays of light will ere long be breaking through. There was recently an interesting gathering of Indian ladies at Benares in connection with the Indian National Social Conference. More than 300 ladies from different parts of India attended and the chair was occupied by the Rani Saheba of Purtapgarh. Many instructive and interesting papers were read :—"*The Hindu wife and what she should be*" by Mrs. Jwala Prasad Sankhadhar, "*Female Education*" by Mrs. Kalawati, "*The place of woman in modern India* by Mrs. Ramanbai B. A., "*Matri Puja*" by Mrs. Mukherji, "*Female Education*" by Mrs. Tarabai wanave and by Mrs. Deodhai, "*Responsibilities of our sex*" by Mrs. P. K. Ray.

Of late 1200 Jaina ladies held a meeting presided over by one of themselves at Pattan and passed resolutions for the spread of female education and abolition of evil customs. Similar attempts on the part of women for the amilioration of their condition are met with in other parts of India.

That Indian women are shaking off the sleep of centuries is clearly perceived and eloquently expressed by Mrs. P. K. Ray. "Thoughts that were foreign to us," says she " ideas and actions that were beyond our reach, hopes and aspirations that the past generations did not even dream of, are slowly and gradually coming within our knowledge and view. The need for female education and freedom, the necessity of women's help and co-operation in the affairs of common good and improvement of our social household and public life—are such well acknowledged facts that we need not try to discuss or prove !" It has been asserted times without number that the salvation of India depends on her women. Yet no great practical steps have been taken to forward the cause of women in India. It is with great justice, therefore, that Mrs. Ray sharply takes to task the mere politician who fails to see that "political meetings and passing of resolutions for the welfare and good of the country can be of very little effect so long as we continue in this utter darkness !" Mrs. Ray's address is suggestive throughout ; but

the most important suggestion which she throws out is the starting of a Philanthropic Association and Women's co-operative Training Institute. Technical training, nursing, midwifery, needlework, typewriting &c. will be the main features of the Institute. Undoubtedly an Institution like this would be of immense benefit to her less fortunate sisters. Mrs. Ray will, we trust, try to make it a success and ladies from different parts of India will respond to this call and carry into effect the noble purpose which Mrs. Ray has so forcibly set forth.

The annual distribution of prizes of the Bethune College came off on the 22nd February last. Her Excellency Lady Minto gave away the prizes, which were numerous and valuable. The Hon'ble H. E Richards presided. The Report of the College for 1905 showed 183 pupils on the rolls, of whom 23 were in the College and 160 in the School Department; 85 were Hindus, 87 Brambos, 9 Christians and 2 Jews. Results of the University Examinations:—1 passed in the Entrance and 6 in the F. A., of whom 1 was placed in the 1st Division. The number of Boarders increased to 44. The Government acquired half an acre of land at a cost of Rs.45,000 for a separate hostel for Hindu girls.

The Distribution of Prizes of the Calcutta Deaf and Dumb School took place on the 10th March. The Maharajadhiraj of Burdwan presided and Mrs. Allen distributed prizes. The Maharaja promised a donation of Rs. 1000 to the fund of the School.

Princess Enna has been married to the king of Spain. Her allowance has been fixed £ 10,000 a year.

What a good news—there will be no more foreign liquor shops in the district of Barisal. This is a result of the *Swadesi* movement.

The Viceroy left Calcutta privately on the 29th March for Lucknow, where he halts till the 19th April and then he visits Agra, Ajmere, Delhi and Peshwar to reach Simla on the 19th May next. Lady Minto who is at Dehradoon joins her husband at Lucknow.

The first Jaina Mohila Parisad was held at Pattan under the presidentship of Roy Koover Bai Dhadha. About 1200 ladies were present. They resolved to spread education among Jaina ladies and to remove evil customs.

The following telegram dated 24th March 1906 comes from his Royal Highness the Prince of Wales to the Viceroy:—

"On leaving last place in Indian territory we must again thank you and the people of India for all the kindness we have received and which will never fade from our memories."

We wish their Royal Highnesses a safe journey home.
